প্রথম খণ্ড

মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ

রোবের আঁতোয়ান
ডঃ হৃষীকেশ বসু

চিরন্তনী প্রকাশ ভবন
৪এ হেমচন্দ্র নস্কর রোড কলিকাতা-১০

সূচী

লেখকদ্বয়ের অন্য বই

ভার্জিল-এর অনুবাদ

ঈনীড

ভূমিকা

ট্রাজেডির উৎপত্তি

ট্রাজেডির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা তত্ত্বের মূল আরিস্ততেলেস-এর 'পোয়েটিক্স'-এর একটি অনুচ্ছেদ (৪, ১৪৪৯, এ, ৯-২১)। 'স্বত উৎসারিত ভাষণ ট্রাজেডি ও কমেডির বিবর্তনের আরম্ভ ; ট্রাজেডির আরম্ভ দিথুরাম্বস-পরিচালকদের স্বত উৎসারিত ভাষণ।' কয়েক পংক্তি পরে (১৮-২১) তিনি আবার বলেন, 'সাতির' নাটক থেকে বিবর্তিত হওয়ায় ট্রাজেডির বস্তু ছিল হাল্‌কা ও তার সংলাপ হাস্যজনক ; তার গাম্ভীর্য দেখা দিল অনেক পরে।"

দিথুরাম্বস মূলে দিওন্যুসস-এর উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল বলে অনেকে অনুমান করেছেন যে, ট্রাজেডি ঘনিষ্ঠ ভাবে দিওন্যুসস-পূজাপদ্ধতির সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে আরিস্ততেলেস-এর সময় দিথুরাম্বস দিওন্যুসস-এর সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে পৌরাণিক কাহিনীমূলক কবিতার রূপ নিয়েছিল। তা ছাড়া ট্রাজেডি যে দিওন্যুসস-পূজাপদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত, তার একমাত্র ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হল, ট্রাজেডির অভিনয় ঘটত দিওন্যুসস-উৎসবের উপলক্ষে।

আরিস্ততেলেস-এর উপরোক্ত দুটি উক্তির মধ্যে মিল নেই বলে অনেকে মনে করেন যে 'সাতির'-নাটকের উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত। যাঁরা তা অপ্রক্ষিপ্ত বলে গ্রহণ করেন, তাঁদের দাবি এই যে 'সাতির'-নাটক থেকে যদি ট্রাজেডি উৎপন্ন হয়ে থাকে, তা হলে 'ট্রাজেডি' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট। এই মত অনুসারে দিওন্যুসস-এর

অনুচর 'সাতির' ছাগের ছদ্মবেশ পরত। তাই ট্রাজেডি ('ত্রাগোইদিয়া') শব্দের ব্যুৎপত্তি হল 'ত্রাগোন' (ছাগের) 'ওইদে' (গীতি)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন গ্রীক চিত্রকলায় দেখা যায় 'সাতির'দের নানা পশুর ছদ্মবেশ, বিশেষভাবে অশ্ববেশ। অতএব 'ত্রাগোইদিয়া' শব্দের অনুমিত ব্যুৎপত্তি অমূলক।

আসল কথা ট্রাজেডির উৎপত্তি সম্পর্কে আরিস্ততেলেস-এর সন্ধান দার্শনিকের সন্ধান, ঐতিহাসিকের নয়। তাঁর দর্শনের মূলতত্ত্ব হল বীজের অন্তঃশক্তির প্রভাবে ক্রমিক ধারায় ফলের ফলন। ট্রাজেডির অভিনয়ে অভিনেতা ও খোরস-এর ভাব-বিনিময় দেখে তিনি সেই বিনিময়ের বীজ কল্পনা করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কল্পিত বীজের কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নেই।

আরিস্ততেলেস-এর দার্শনিক তত্ত্বের অনুসরণে নানা পণ্ডিত নানা মত গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত অন্যতম পণ্ডিত গিল্‌বার্ট মরে (Gilbert Murray)। গ্রীক ট্রাজেডির মধ্যে আদিম কৃত্যের সন্ধান পেয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। নৃবিদ্যায় সেই আদিম কৃত্য 'ম্রিয়মাণ দেবতা'-র বলিদান বলে পরিচিত। এর ছ'টি অঙ্গ—(১) 'আগোন', অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের দ্বন্দ্ব; (২) 'পাথস', অর্থাৎ দেবতার বলি; (৩) দূতের বাণী, অর্থাৎ দেবতার মৃত্যু-ঘোষণা; (৪) 'থ্রেনস', অর্থাৎ বিলাপ, (৫) 'আনাগ্নরিসিস', অর্থাৎ মৃত দেবতার প্রত্যভিজ্ঞা; (৬) 'থেয়ফানিয়া', অর্থাৎ দেবতার পুনরুত্থান ও মহিমা-প্রকাশ। গ্রীক ট্রাজেডিতেও এই ষড়ঙ্গ দেখা যায়, কিন্তু আদিম কৃত্যের ক্রম রক্ষিত হয় নি। তা ছাড়া এই প্রাচীন কৃত্যের সন্ধান নানা স্থানে মিললেও প্রাচীন গ্রীসে তার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

আর এক মতে বীরপূজাকে আশ্রয় করে ট্রাজেডির উৎপত্তি হয়েছিল। এখানেও নানা মুনির নানা মত। কার্যত ট্রাজেডির উৎপত্তির অনুসন্ধান অন্ধের হস্তীদর্শনের তুল্য। তবু একটি জায়গায় আধুনিক পণ্ডিতদের মিল আছে, তা হল নিচে (Nietzsche)-র প্রভাব। তাঁর 'ট্রাজেডির জন্ম' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে ট্রাজেডির মূল প্রেরণা দিওনুসসীয় প্রাণশক্তি। এই সূত্রে তিনি 'সাতির'কে রূপান্তরিত করেছেন হাস্যরসিক চরিত্র থেকে মানুষের গভীর অনুভূতির প্রতীকে। কিন্তু তত্ত্ববিলাসী দার্শনিক তাঁর ধ্যানের সুন্দরকে বাস্তবের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন নি।

অতএব গ্রীক ট্রাজেডির উৎপত্তির সন্ধান করতে হবে যেখানে ট্রাজেডি জন্ম নিয়েছিল, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের আথেনাইয়ে। ষষ্ঠ শতকে গ্রীক রাজ্যগুলির

মধ্যে আথেনাই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লাভ করে। নানা উৎসবের আকর্ষণে আথেনাই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল। তার মধ্যে সেরা উৎসব দিওনুসস-এর উৎসব। আত্তিকার নানা স্থানে এই উৎসব প্রচলিত ছিল। রাজা পাইসিস্ত্রাতস (খৃঃ পূঃ ৫৬১-৫২৭) আথেনাইয়ের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানরূপে এই উৎসবটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সে উপলক্ষে নানা পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত—আবৃত্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত, খোরসের সমবেত গান ও নৃত্য। অন্তত খৃঃ পূঃ ৫৩৪ অব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতায় স্থান পেল ট্রাজেডি-অভিনয়। সেই নূতন সাহিত্যিক সৃষ্টির কারণ হল জনরুচির পরিবর্তন। উদীয়মান আথেনাই-নগরে এতদিনে জনরুচিতে দেখা দিয়েছিল যুগান্তব। পৌরাণিক কাহিনীর আবৃত্তি তৎকালীন শ্রোতাদের উৎসাহ আর জাগাতে পারছিল না। অতীতের গৌরবকে অতীতে ফেলে না রেখে লোকেরা সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে চাইছিল। লোক-রুচির এই চাহিদা মেটাতে ট্রাজেডিকারের হাতে তখন কী উপাদান ছিল?

ছিল ১ পৌরাণিক কাহিনীর প্রাচুর্য। পৌরাণিক বাণীকে সমকালীন জীবনের সঙ্গে সংহত করে তোলবাব জন্য প্রাচীনকে নূতনরূপে পরিবেশন করতে হয়েছিল। আথেনাইয়ের পৌরাণিক উপাদান অন্যান্য গ্রীক শহরের তুলনায় অল্প ছিল। তাই বাইরে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাটকীয় বৃত্তকে নবরূপ দান করবার স্বাধীনতা ছিল আথেনীয় ট্রাজেডিকাবের।

২. খোরস-এর সমবেত গান ও নৃত্য। অতি প্রাচীনকাল থেকে সমবেত গান ও নৃত্য খুব জনপ্রিয় ছিল। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে স্পার্তা-নগরে এব বহুল প্রচলন ছিল। আরিওন এর সাহিত্যিক রূপ দান করেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে অলিম্পিক ক্রীড়ায় বিজয়ীর সম্বর্ধনার জন্য চারণ কবিরা এক নূতন ধরণের নৃত্যগীতি রচনা করতে লাগলেন। নৃত্য, গীত ও বাদিত্রের সমবেত অভিনয়ে তাঁরা বিজয়ীর প্রশংসার প্রসঙ্গে পৌরাণিক দেব ও বীরদের কীর্তি-কাহিনী শোনাতেন। খ্যাতনামা লোকের মৃত্যু উপলক্ষেও বিলাপযুক্ত এই শ্রেণীর নৃত্যগীতির অভিনয় হত।

৩. কবিতার নূতন ছন্দ। হোমারের ষট্‌পদী ছন্দ নাটকীয় সংলাপেব অনুপযোগী ছিল। হোমারের পরে প্রাচীন গ্রীক লিরিক কবিতার ইতিহাসে প্রথম দেখা দিল এলেজি-ছন্দ। এটা ছিল ষট্‌পদী ছন্দের খুব কাছাকাছি। তাই মুখোমুখি সংলাপ কবিতায় প্রকাশ করবার জন্য গ্রীক কবিরা ইয়াম্বিক (৮—)

ও ত্রথী (—ᴗ.) পাদ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এই নূতন ছন্দে প্রথম লিখলেন আখিলখস। এঁর অনুকরণ করলেন সলোন। ট্রাজেডিকারের হাতে এই নব ছন্দ সংলাপের বাহন হয়ে উঠল।

আথেনাইয়ে পাইসিস্ত্রাতস-প্রবর্তিত দিওনুসস-মহোৎসবের নূতন আকর্ষণ হল ট্রাজেডি। বলা যায়, ঐ উৎসবের জন্মই সৃষ্টি হল ট্রাজেডি। যতদূর জানা যায়, প্রথম ট্রাজেডিকার হলেন থেস্পিস। খৃঃ পূঃ ৫৩৪ অব্দে তিনি ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। খোরস ছাড়া একক স্বাধীন চরিত্র সৃষ্টির গৌরব তাঁরই।

আমরা দেখিয়েছি ট্রাজেডির আবির্ভাবের পূর্বে নানা উপাদান বর্তমান ছিল, কিন্তু এই উপাদানগুলি নিয়ে নূতন সাহিত্যিক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল এক প্রতিভাধর শিল্পীর। অতএব স্বতঃজননের ধারায় ট্রাজেডির আবির্ভাব ঘটে নি, ঘটেছে কালের চাহিদায় এক আকস্মিক সৃষ্টিতে।

ট্রাজেডির অভিনয়

১. **দিওনুসস-উৎসব।** প্রাচীন ঐতিহ্যের মতে দেব দিওনুসস-এর প্রতিমা এলেউথেরাই থেকে আথেনাইয়ে নিয়ে আসেন দেব-প্রচারক পেগাসস। এই সময় থেকে দিওনুসস-এর কৃত্যোৎসব দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে রাজা পাইসিস্ত্রাতস আথেনাই-নগরে দিওনুসসীয় মহোৎসবের সূচনা করেন। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় মার্চের শেষে। এই সময় শীতের অবসানে দূর-দুরান্ত থেকে বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে আথেনাইয়ে বহু লোকের সমাগম হত। উৎসবের উপলক্ষে দেশের স্বার্থে যুদ্ধ-নিহত বীরগণের সন্তানেরা সম্মানিত হত, উৎসব যাপনের জন্য কারাবন্দীরা মুক্তি পেত, উপাধি বিতরণ করা হত এবং আদালত বন্ধ থাকত। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে শোভাযাত্রা, বৃষবলি, অবাধ কৌতুক-অনুষ্ঠান ও নানা প্রতিযোগিতা পালিত হত। নানাপ্রকার প্রতিযোগিতার ও বিজয়ীদের নথি রাখা হত।

অন্যান্য প্রতিযোগিতার বিস্তৃত প্রসঙ্গ না তুলে ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতার আলোচনায় আমাদের বক্তব্য নিবদ্ধ রাখছি। প্রতি বছর তিনজন কবি প্রতিযোগিতায় স্থান পেতেন। প্রতিযোগী প্রত্যেককেই উপস্থাপনা করতে হত তিনখানা ট্রাজেডি। কোন্ সময় জানা যায় না, এদের সঙ্গে যুক্ত হল একখানা স্যাতির-নাটক। প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য থাকতেন একজন সরকার-নিযুক্ত

খোরস-পরিচালক ('খরেগস')। তাঁর দায়িত্ব থাকত গায়ক ও বাদকদের জন্য একজন শিক্ষক ('খরদিদাস্কালস')-কে নিযুক্ত করা এবং সকলকে বেতন দেওয়া।

অভিনেতা-নির্বাচনের ব্যাপারে গোড়ার দিকে ট্রাজেডিকার নিজেই অভিনয় করতেন এবং প্রয়োজন হলে নিজেই যোগ্য অভিনেতা সংগ্রহ করতেন। পরে এই কাজের ভার সরকার হাতে নিলেন। সরকার-নিযুক্ত তিন নায়কের মধ্যে প্রত্যেক ট্রাজেডিকার একজনকে পেতেন লটারির সাহায্যে।

বিচারক-নিয়োগের একটি পদ্ধতি ছিল; উৎসবের পূর্বে আথেনাইয়ের দশ অঞ্চল থেকে নামের তালিকা সংগ্রহ করা হত। ঐ নামগুলি ভিন্ন ভিন্ন দশটি পাত্রে রাখা হত। পাত্রগুলির মুখ মোহর দিয়ে আঁটা হত। প্রতিযোগিতার আগে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী প্রত্যেক পাত্র থেকে একটি করে নাম টেনে নিতেন। প্রতি-যোগিতাব শেষে বিচারকেরা একটি মেটে তক্তিতে তাঁদের সিদ্ধান্ত লিখে রাখতেন। দশখানা তক্তি পাত্রে রেখে তার থেকে পাঁচখানা তুলে নিতেন মন্ত্রী। এ পাঁচখানা নিয়েই বিজয়ীব নাম ঘোষণা করা হত। মন্ত্রী মঞ্চের উপর বিজয়ীকে আইভি-মুকুট পরিয়ে দিতেন।

২. অভিনেতা। মেয়েদেব মঞ্চে আনা হত না বলে মেয়ে-ভূমিকা নিতেন পুরুষেবা। অভিনেতার সংখ্যা এক থেকে বেড়ে তিনে গিয়ে দাঁড়াল। তিনের অধিক চরিত্র থাকলে এক অভিনেতা একাধিক ভূমিকা নিতেন। মুখোশ ও রূঢ়িবদ্ধ পোশাকের ব্যবহারে এটা সম্ভব হত।

ভাষণ-রীতি ছিল তিনপ্রকার—(ক) স্বাভাবিক সংলাপের ভাষা; (খ) বাঁশি-সংযোগে পাঠ; (গ) খোরসের গীতি। অভিনয় মুক্ত অঙ্গনে হত বলে কণ্ঠস্বরের শক্তি ও নিপুণতা অভিনেতার মুখ্য গুণ বলে ধরা হত। মুখোশ পরায় মৌখিক অভিনয়ের অভাবে অশ্রুপাত, আনন্দ, উৎসাহ, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের প্রকাশ কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গির উপব নির্ভর করত।

অভিনেতারা মুখোশ পবতেন। থেস্পিস-এর সময় মুখোশটি ছিল কাপড়ের। পরে পোড়া মাটিতে তৈরি মুখোশে রাজা-রাণী, তরুণ-বৃদ্ধ, গ্রীক-পরদেশী প্রভৃতির মুখের ভিন্ন ভিন্ন আদল থাকত। চতুর্থ শতক থেকে ট্রাজিক মুখোশের রূপ হল ভয়ঙ্কর।

প্রথম স্তরে অভিনেতাদের পোশাক ছিল সাধারণ ধরণের। পরবর্তীকালে এতে যুক্ত হল নানা কারুকার্য ও ঢিলে আস্তিন।

কথুর্নাস ছিল অভিনেতার উচ্চতলি জুতো। কিন্তু তৃতীয় শতকের পূর্বে এর ব্যবহারের কোনো সাক্ষ্য নেই।

৩. খোরস। খোরস-দলের সংখ্যা বারো থেকে পনেরোয় উঠল। এঁদের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় দলের আগে থাকতেন বংশী-বাদক।

অভিনেতার সঙ্গে খোরস-এর সংলাপ ছিল দুইপ্রকার—(ক) সাধারণ সংলাপে খোরস-এর হয়ে মূল-গায়েন ('করুফায়স') সংলাপ করতেন; (খ) অভিনেতাব ও খোরস-এর মধ্যে ভাবাত্মক বিনিময়ের নাম 'কম্‌মস'। তাতে মূল-গায়েন বা সমগ্র দল অংশ নিতেন।

খোবস-এর গানের সঙ্গে থাকত নাচ। নাচেব প্রধান অঙ্গ ছিল অঙ্গভঙ্গি ও হাতের সঞ্চার। খোরস-এর দল কখনও বাকৃখে-দল, কখনও বা প্রবীণ-দল, কখনও বা ক্রীতদাসী-দল—দল অনুসাবে নাচের তালও ভিন্ন হত।

খোরস-এব লিরিক স্তবক ও প্রতিস্তবকগুলি গাওয়া হত। গান হল ঐকতান। সুর ছিল সহজ, কথাগুলি বয়ে নেবাব কাজে ছিল এব ব্যবহার। তবু এউরিপিদেস-এব সময় সুরে এল জটিলতা। গ্রীক সঙ্গীতশাস্ত্রেব খুব অল্প কথাই জানা যায়।

৪. প্রেক্ষক। বঙ্গভূমিতে কয়েক হাজাব প্রেক্ষকের আসন থাকত। নারীদের প্রবেশ-অধিকার থাকত কিনা, এ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও সাধাবণ-বিশ্বাস অনুসারে তাদের প্রবেশ-অধিকার থাকত এবং তাদের জন্য থাকত নির্দিষ্ট আসন।

প্রবেশ-দক্ষিণা যে ছিল, এর সমর্থনে একটি সাক্ষ্য মেলে। খৃ: পূ: ৩৩০ অব্দে দেমস্থেনেস বলেন (de Corona, ২৮) তিনি যদি রাজা ফিলিপ-এর দূতদেব জন্য আসনের ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে তাঁদের দুই 'অবল' মূল্যের আসনে বসে অভিনয় দেখতে হত। 'অবল'-এর মূল্য ছিল মোটামুটি ২০ পয়সা। দবিদ্র প্রেক্ষকদের জন্য একটা সরকারী তহবিল ('থেওরিকন') ছিল।

'আপলগিয়া' (২৬) গ্রন্থে প্লেতো বলেন, এই দক্ষিণাব মূল্য বড় জোব এক দ্রাখ্‌মা।

সীসায়-গড়া কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐগুলোই টিকিট বলে অনুমান করা হয়।

দীর্ঘ সময় অভিনয় হত বলে প্রেক্ষকেরা সঙ্গে আনতেন জল খাবার। অভিনয় দেখে তাঁরা তাঁদের ভাললাগা-মন্দলাগা নিয়ে খুব হৈ চৈ করতেন।
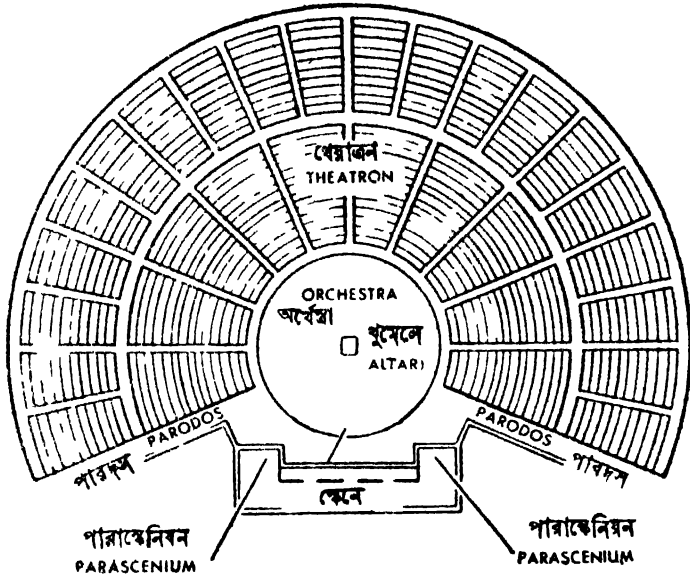
রঙ্গভূমি

রঙ্গভূমি। অনেক প্রাচীন রঙ্গভূমি এখনও আছে। আছে আথেনাইয়ে দিওনুসস-মহারঙ্গভূমি। কিন্তু একাধিক বার তার সংস্কার করা হয়েছে। তাই জানবার উপায় নেই আদিতে এর কী রূপ ছিল। প্রাচীন রঙ্গভূমির বৈশিষ্ট্য 'অর্খেস্ত্রা'। মঞ্চের সামনে একটি বর্তুল স্থানই 'অর্খেস্ত্রা'। এর কেন্দ্রে থাকত দিওনুসস-এর বেদি ('থুমেলে')। অর্খেস্ত্রার তিন ভাগ জুড়ে থাকত রঙ্গমণ্ডল ('আম্‌ফিথেয়াত্রন')। আদিতে আসনগুলি ছিল কাঠের, পরে হল পাথরের। অর্খেস্ত্রার চতুর্থ ভাগের পেছনে ছিল 'স্কেনে', অর্থাৎ মঞ্চ। যে প্রাচীন রঙ্গভূমিগুলো এখনও টিকে আছে, সেখানে দেখা যায় 'স্কেনে' অর্খেস্ত্রার চেয়ে উচ্চতর পাথুরে মঞ্চ। কিন্তু ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে এমন স্থায়ী মঞ্চ ছিল কিনা সন্দেহ আছে। মঞ্চ ও অর্খেস্ত্রার মধ্য দিয়ে দুদিকে ছিল খোরস-দলের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ। স্কেনের পেছনে থাকত কাঠের দেওয়াল। এই দেওয়ালের তিনটে দ্বার দিয়ে অভিনেতারা যাতায়াত করতেন। স্কেনের সামনে কোনো পর্দা থাকত না। স্কেনের দুধারে থাকত 'পারাস্কেনিয়া' অর্থাৎ নেপথ্য।

স্কেনের মাথায় ঝুলানো থাকত একটা কাঠের জঙ্গম মাচান ('মেখানে')। আকাশে দেব-দেবীদের আকস্মিক আবির্ভাব দেখাবার জন্য এটাকে নামানো হত।

এর থেকেই লাতিন উক্তিটি দাঁড়িয়ে গেল 'deus ex machina,' অর্থাৎ 'মাচানে দেবতার আবির্ভাব', লাক্ষণিক অর্থে 'কৃত্রিম নির্বহণ'।

আর এক রকমের যন্ত্র ছিল—'এক্কুক্লেমা', অর্থাৎ চাকায়-বসানো টেবিল। তার সাহায্যে নেপথ্যে ঘটিত হত্যা প্রভৃতি মঞ্চে দেখানো হত।

ট্রাজেডির গঠন। প্রস্তাবনা ('প্রলগস') দিয়ে শুরু হত নাটক। এতে একজন বা দুজন অভিনেতা নাটকের প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দিতেন। প্রস্তাবনার শেষে খোরস-এর প্রবেশ ('পারদস') ঘটত। অর্খেস্ত্রার বেদি ঘিরে সারিতে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে তাঁরা শুরু করতেন প্রথম গাথা ('স্তাসিমন')। এই মুহূর্ত থেকে নাটকের শেষ পর্যন্ত তাঁরা অর্খেস্ত্রায় থেকে যেতেন।

প্রথম গাথার পরে মঞ্চে শুরু হত প্রথম বৃত্তান্ত ("এপাইসদিয়ন') যাকে আধুনিক নাটকের 'দৃশ্যের' সঙ্গে তুলনা করা যায়।

তারপর একটানা চলতে থাকত একের পর এক খোরস-এর গাথা ও বৃত্তান্তগুলি। কোনো অঙ্ক ছিল না। মাঝে মাঝে কোনো এক বৃত্তান্তের মধ্যে থাকত অভিনেতা ও খোরস-এর ভাবাত্মক সংলাপ-বিনিময় ('কম্‌মস')।

শেষ বৃত্তান্তের সমাপ্তিতে খোরস-এর প্রস্থান ('এক্সদস') ঘটত।

খোরস-গাথার ভাষা ও ছন্দ বৃত্তান্তের সংলাপেব ভাষা ও ছন্দ থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণত খোবস দুটো দলে বিভক্ত থাকত। প্রথম দল গাথার প্রথম অংশ ('স্ত্রফে'=স্তবক) গাইবার পর দ্বিতীয় দল বিপরীত গতিতে নাচতে নাচতে গাইত দ্বিতীয় অংশ ('আন্তিস্ত্রফে'=প্রতিস্তবক)।

গ্রীক ট্রাজেডির ইতিহাস

ঐতিহাসিক পটভূমি। খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দের মধ্যে আত্তিকার খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি একটি নগর-রাষ্ট্রে সংহত হল। তার রাজধানী হল আথেনাই-নগর। রাজতন্ত্র তুলে নিয়ে তার জায়গায় চালু হল অভিজাততন্ত্র। প্রতি বছর অভিজাত বংশগুলি থেকে ন'জন শাসক ('আর্খোন') নির্বাচিত হত। জনগণের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ থাকায় আর্খোন-দের শাসন ক্রমে ক্রমে কঠোর হয়ে উঠল।

খৃঃ পূঃ ৫৯৪ অব্দে সলোন একক শাসক মনোনীত হলেন। তিনি অভিজাততন্ত্র বজায় রেখেও সাধারণ মানুষকে দিলেন কিছু সুযোগ-সুবিধা। দু-দলের স্বার্থরক্ষার্ চেষ্টায়ই তিনি দু-দলেরই বিরাগভাজন হলেন। আথেনাইয়ের

প্রথম কবি হিসাবে তিনি লিখেছিলেন; 'কুকুরদলের মধ্যে নেকড়ে বাঘের মতো আমি নিরুপায় হলাম।' আর একটি কবিতায় ট্রাজেডির পূর্বাভাসে যেন বলে উঠলেন: 'দুরাত্মা কখনও জেউস-এর সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারে না। পরিণামে কোনো-না-কোনো পথে জেউস-এর ন্যায় বিচার এসে হাজির হবে।'

সলোন-এর পর শাসন করলেন পাইসিস্ত্রাতস ও তাঁর দুই পুত্র হিপ্পার্খস ও হিপ্পিয়াস (খৃঃ পূঃ ৫৬০-৫১০)। এঁদের সময় আথেনাইয়ে সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ঘটল। দুটি বড় উৎসব প্রবর্তিত হল—একটি 'পানাথেনায়া', অপরটি দিওনুসস-মহোৎসব। প্রথমটির উপলক্ষে হোমার-এর কবিতার নির্ণীত মূল্যের পাঠ হত; দ্বিতীয়টির উপলক্ষে প্রবর্তিত হল ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতা।

খৃঃ পূঃ ৫০৮ অব্দে ক্লাইস্থেনেস প্রতিষ্ঠিত করেন আথেনাইয়ে পৃথিবীর প্রথম গণতন্ত্র।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের শুরুতে দেখা দিল পারস্যের হাঙ্গামা। ইওনিয়ায় বিপ্লব দমন করে (৪৯৪) রাজা দারিয়ুস আথেনাই আক্রমণ করেন। তিনি মারাথোন-এ পরাজিত হন (৪৯০)। দশ বছর পরে দারিয়ুস-পুত্র ক্সেরক্সেস আথেনাই আবার আক্রমণ করেন। অন্যান্য গ্রীক শহরের সাহায্যে আথেনাই তাঁকে পরাজিত করে সমুদ্রে সালামিস-এ, স্থলে প্লাতেয়ায় (৪৭৯)।

পারস্যের শক্তি এইভাবে বিদলিত করার পর নানা নগর-রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে আথেনাই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হল। পেরিক্লেস-এর শাসনে (৪৬১-৪২৯) শক্তি ও ঐশ্বর্যের উচ্চ কোটিতে উঠল আথেনাই। এই যুগকে বলা হয় পেরিক্লেস-যুগ অথবা আথেনাইয়ের স্বর্ণযুগ। শিল্প, বাণিজ্য, নৌশক্তিতে আথেনাই হেল্লাস-এর সেরা শহর হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে আথেনাইয়ের অভ্যুদয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল পেলপন্নেসস-এর প্রধান নগর স্পার্তা। শুরু হল দীর্ঘ সমর (৪৩১-৪০৪)। অবশেষে খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দে পতন ঘটল আথেনাইয়ের।

আথেনাইয়ের ইতিহাস তিন মহান ট্রাজেডিকারের মনে দাগ রেখে গেল। আইস্‌খুলস পারস্যের বিরুদ্ধে আথেনাইয়ের বীরসমরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দুর্বিপাকের কষ্টের পরিণতিতে তিনি দেখেছিলেন আথেনাইয়ের আশ্চর্য অভ্যুদয়। আথেনাইয়ের ভাঙ্গনের অনেক পূর্বে তিনি মারা যান।

সফক্লেস ও এউরিপিদেস আথেনাইয়ের অভ্যুদয় ও তার পতনমুখী অবরোহণ চোখে দেখলেন। ঐতিহ্য-ভক্ত সফক্লেস আথেনাইয়ের ইতিহাসে মানুষের

গৌরব ও ঐশ্বর্যের ভঙ্গুরতা দেখে বুঝলেন মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ। তার দৃষ্টির বাইরে সক্রিয় ও অজানা দিব্যশক্তি তার স্বীকার্য ও পূজনীয়।

ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে এউরিপিদেস খুঁজলেন মানুষের বাইরে নয়, অন্তরে সেই অনিবার্য শক্তিকে যা তার পতনের মূল কারণ।

ট্রাজেডি-পরিবেশন। অধিকাংশ ট্রাজেডির বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে গৃহীত।

আইস্‌খুলস-এর পূর্বে যে-সব ট্রাজেডিকার ছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। থেস্পিস একক অভিনেতাকে ট্রাজেডিতে স্থান দিলেন। তিনি ট্রাজেডির জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করেন খৃঃ পূঃ ৫৩৪ অব্দে; খইরিলস ৫২৫ অব্দে, ফ্রুনিখস ৫১১/৫০৮ অব্দে। শেষোক্ত ট্রাজেডিকারের ট্রাজেডির কিছু নাম পাওয়া যায়। প্রাতিনাস অনেক সাতির-নাটক রচনা করেন।

আইস্‌খুলস (খৃঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬/৫)

এলেউসিস-এ এঁর জন্ম। পারসীদের বিরুদ্ধে ইনি মারাথোন ও সালামিস-এব যুদ্ধে যোগদান করেন। ইনি প্রথম ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন খৃঃ পূঃ ৫০০/৪৯৭ অব্দে। ৪৮৪ অব্দে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এর পর প্রথম পুরস্কার পান বারো বার। ইনি দুবার সিসিলিতে যান এবং সেখানে এঁর মৃত্যু ঘটে। ইনি ৯০খানি নাটক রচনা করেন। এদেব মধ্যে সাতখানি মাত্র টিকে আছে। আর সব নিখোঁজ। তাদের মধ্যে ক্রমানুসারে—

১. 'পারসীরা'—খৃঃ পূঃ ৪৭২। এর আট বছর আগে পারসীরা সালামিস-এ পরাজিত হয়। পারস্যদেশের রাজধানী সুসা নাটকের স্থান। রাজা দারিয়ুস-এর সমাধির কাছে খোরস-এর প্রবীণ পারসীরা হেল্লাসে রাজা ক্সেরক্সেস-চালিত অভিযানের ফলাফল নিয়ে আতঙ্ক প্রকাশ করেন। রানী আতস্‌সা প্রবেশ করে বলেন তাঁর পুত্র ক্সেরক্সেস-এর সম্বন্ধে তিনি এক দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। তাব পর এক দূত এসে সালামিসের পরাজয়েব বর্ণনা করেন। দারিয়ুস-এর প্রেত এসে দাঁড়ালে রানী আতস্‌সা তাকে পরাজয়ের সংবাদ দেন। পুত্রের অহঙ্কারের জন্য জেউস এই ভয়ানক শাস্তি দিলেন এই কথা বলে দারিয়ুস পাতালে ফিরে যান। পরাজিত ক্সেরক্সেস প্রবেশ করে খোরস-এর সঙ্গে বাহিনীর ধ্বংসে বিলাপ করেন।

২. 'থেবাইয়ের বিরুদ্ধে সপ্তরথী'—খৃঃ পূঃ ৪৬৭। এখানি নাটক-চতুষ্টয়ের তৃতীয়টি। অবশিষ্ট তিনখানির সন্ধান মেলে নি, কিন্তু তাদের নাম জানা যায়—

প্রথম 'লাইয়স', দ্বিতীয় 'অয়দিপউস', চতুর্থ, সাতির-নাটক 'স্ফিংস'।

নাটকের স্থান থেবাই-দুর্গের সম্মুখে। এতেয়ক্লেস থেবীয়দের শহর-রক্ষায় উৎসাহিত করছেন। খোরস-এর থেবীয় রমণীরা ভয়ে বিহ্বল। এতেয়ক্লেস তাঁদের তিরস্কার করে বলেন, চোখের জলে শহর রক্ষা হবে না, তার জন্য চাই বীরগণের শৌর্য। অয়দিপউস-এর অভিশাপ স্মরণ করে তিনি সংকল্প নেন তাঁর ভাইয়ের সম্মুখীন হতে। এক দূত এসে জানান যে, থেবাই নিরাপদ কিন্তু দুই ভাইয়ের মৃত্যু ঘটেছে। দু'জনের শবদেহ আনা হল। তাঁদের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে এলেন আন্তিগনে ও ইস্‌মেনে। সংবাদ এল শহর স্থির করেছে যে, এতেয়ক্লেস-এর অন্ত্যেষ্টি করা হবে কিন্তু পলুনাইকেস-এর হবে না। আন্তিগনে ঘোষণা করেন যে, তিনি পলুনাইকেস-এর অন্ত্যেষ্টি করবেন। অয়দিপউস-এর বংশের দুর্বিপাক নিয়ে খোরস বিলাপ করেন। দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড।

৩. 'প্রার্থী কুমারীগণ'—খৃঃ পূঃ ৪৬৬ ও ৪৫৮-এর মধ্যে। দীর্ঘকাল ধরে এই নাটকখানি আইস্‌খুলস-এর প্রথম নাটক বলে মনে করা হত। এক ক্ষুদ্র পাপাইরাসের আবিষ্কারে উক্ত মতের পরিবর্তন করতে হল। এই পাপাইরাস থেকে জানা যায়, এই নাটকখানি নাটক-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত ছিল। আরও জানা যায়, ঐ নাটক-চতুষ্টয় নিয়েই আইস্‌খুলস সফক্লেসকে পরাজিত করেন। সফক্লেস প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করেন খৃঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দে এবং প্রথম পুরস্কার পান। আর ৪৬৭ অব্দে আইস্‌খুলস তাঁর থেবীয় নাটক-চতুষ্টয়ের জন্য প্রথম পুরস্কার পান। তাহলে আলোচ্য নাটক 'প্রার্থী কুমারীগণ'-এর অভিনয় খৃঃ পূঃ ৪৬৭-এর পরেই হবে।

চতুষ্টয়ের চারখানি নাটক—প্রথম 'প্রার্থী কুমারীগণ'; দ্বিতীয় 'মিশরীয়েরা'; তৃতীয় 'দানায়স-কন্যাগণ'; চতুর্থ, সাতির-নাটক 'আমুমনে'। মিশর-রাজ আইগুপ্তস-এর পঞ্চাশ ছেলে ছিল। দানায়স-এর পঞ্চাশ মেয়ের সঙ্গে তাদের বিবাহ-ব্যবস্থা হয়। দানায়স তাঁর মেয়েদের সঙ্গে মিশর থেকে আর্গস-এ পালিয়ে গেলেন।

ট্রাজেডির স্থান আর্গস-এর নিকটবর্তী এক পবিত্র কুঞ্জ। রক্ষার জন্য মেয়েরা জেউস ও আর্তেমিস-এর কাছে প্রার্থনা করেন। বিয়ে এড়াবার জন্য তাঁরা গলায় ফাঁস এঁটে মরতে প্রস্তুত। আর্গস-রাজ পেলাস্‌গস এলে তাঁরা তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলেন। তিনি বললেন, জনমণ্ডলীর অনুমোদন পেলে তিনি রক্ষা করবেন। দানায়স শহরে গিয়ে জনমণ্ডলীর সমর্থন পান। এদিকে মিশরীয় জাহাজ এসে

পৌঁছলে একজন দূত মেয়েদের জোর করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। রাজা পেলাস্‌গস দূতকে তাড়িয়ে দিয়ে মেয়েদের ও তাঁদের পিতাকে আর্গস-এ আশ্রয় দেন।

অবশিষ্ট নাটকগুলি পাওয়া না গেলেও তাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। 'মিশরীয়েরা' নাটকে পঞ্চাশ জন বর পঞ্চাশ জন মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু পিতার আদেশে মেয়েরা তাঁদের স্বামীদের হত্যা করেন, শুধু একজন বাদে—হুপেরম্নেস্ত্রা। 'দানায়স-কন্যাগণ' নাটকে পিতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘনে হুপেরম্নেস্ত্রা অভিযুক্ত হন। কিন্তু উর্বরতা-দেবী শাস্তি থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। আইস্‌খুলস-এর মতে কাম ('এরোস') বিশ্বের প্রাণশক্তি। বিশ্বের অংশ বলে মানুষের পক্ষে কাম-শক্তিকে স্বীকার করাই স্বাভাবিক।

৪. 'বন্দী প্রমেথেউস'। অভিনয়ের তারিখ জানা যায় না। নাটকের স্থান স্কিথিয়ার এক নির্জন পর্বত। স্বর্গ থেকে অগ্নিচুরি করায় প্রমেথেউসকে পেরেক মেরে পাহাড়ে গেঁথে রাখা হল। খোরস-এর ওকেয়ানস-কন্যারা তাঁদের সহানুভূতি জানান। প্রমেথেউস দাবি করেন তিনি এমন এক গুপ্ত কথা জানেন যাতে জেউস-এর পতন ঘটান যায়। তখন তিনি আত্ম-কাহিনী বলতে শুরু করেন—তিতানদের বিরুদ্ধে তিনি জেউস-এর পক্ষে যুদ্ধ করেছেন; মনুষ্যজাতির ধ্বংস থেকে তিনি জেউসকে বিরত করেছেন; অগ্নিহরণ করে তিনি মনুষ্যজাতিকে দিয়েছেন সভ্যতা। তারপর ইনাখস-কন্যা ইয়ো এসে তাঁর দুঃখের কাহিনী বলেন। অবশেষে জেউস-এর আদেশে হের্মেস প্রমেথেউস-এর কাছ থেকে গুপ্ত কথা বের করে নিতে চেষ্টা করেন। প্রমেথেউস সগর্বে প্রত্যাখ্যান করেন।

৫. 'অরেস্তায়া'—খৃঃ পূঃ ৪৫৭। এই নাটক-ত্রয়ীর প্রথম নাটক 'আগামেম্নোন'। নাটকের স্থান আর্গস-এ রাজপ্রাসাদের সামনে। প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে প্রহরী ট্রয়ের পতন-সংকেত অগ্নিমালা দেখে আনন্দিত হয়েও মন থেকে আশঙ্কা দূর করতে পারে না। খোরস-এর প্রবীণেরা ট্রয়-যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনাবলী স্মরণ করেন। ক্লুতেম্নেস্ত্রা এসে বিজয়ীদের ভাগ্যে কী আছে তার ইঙ্গিত দিলেন। দূত এসে আগামেম্নোন-এর প্রত্যাগমন ঘোষণা করেন। কাস্‌সান্ড্রাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেন আগামেম্নোন। ক্লুতেম্নেস্ত্রা আনন্দের ভান করে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। রাজার প্রাসাদে প্রবেশের পর কাস্‌সান্ড্রা আপল্লোন-এর দ্বারা আবিষ্ট হয়ে রাজা ও নিজের হত্যার ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজে প্রাসাদে প্রবেশ

করেন। আগামেম্নোন-এর আর্তনাদ শোনা যায়। দুটি শবদেহ মঞ্চে আনা হল। ক্লুতেমেস্ত্রা কুঠার-হাতে এই হত্যার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন। আইগিস্থস এসে তাঁকে সমর্থন করেন।

দ্বিতীয় ট্রাজেডি—'খয়েফরয়'। অন্তত দশ বছর পরে আপল্লোন-এর আদেশে আগামেম্নোন-পুত্র অরেস্তেস নির্বাসন থেকে আর্গসে ফিরে এলেন। পিতার সমাধিতে একটি অলক রাখলেন। খোরস-এর ক্রীতদাসীগণ এলেকত্রাকে বলে ভাইয়ের প্রত্যাগমনের জন্য প্রার্থনা করতে। অরেস্তেস এলে ভাইবোন পরস্পরকে চিনলেন। তাঁরা দু'জন খোরস-এর সঙ্গে আগামেম্নোন-এর সমাধির কাছে আবেগপূর্ণ প্রার্থনা করেন। প্রাসাদে গিয়ে অরেস্তেস মিথ্যা সংবাদ জানান যে অরেস্তেস মারা গেছে। আইগিস্থস এলে অরেস্তেস তাঁকে হত্যা করেন। এর পর তিনি মাতাকে হত্যা করেন। দুটি শবদেহ মঞ্চে আনা হল। অরেস্তেস অনুতাপের আবেগে দেখছেন প্রতিহিংসা-দেবীরা তাঁকে তেড়ে আসছেন।

তৃতীয় ট্রাজেডি—'এউমেনিদেস'। প্রতিহিংসা-দেবীদের তাড়নায় অরেস্তেস দেল্ফয়ে আপল্লোনের মন্দিরে আশ্রয় নেন। আপল্লোন তাঁকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, আথেনাইয়ে গিয়ে দেবী আথেনার কাছে শরণ নিতে। এদিকে ক্লুতেমেস্ত্রার প্রেত সুপ্ত প্রতিহিংসা-দেবীদের জাগিয়ে তুলে অরেস্তেস-এর পেছনে লেলিয়ে দেন।

নাটকের স্থানের পরিবর্তন ঘটল। অরেস্তেস আথেনাইয়ে দেবী আথেনার মন্দিরে পৌঁছেছেন। আথেনা নিজেই বিচারের ব্যবস্থা করেন। বারোজন নাগরিককে এনে তিনি জুরি-পরিষদ বসিয়ে দেন। জুরিবর্গের ভোট সমান দুই ভাগে বিভক্ত হল। আথেনা নিজের ভোট অরেস্তেস-এর পক্ষে দিয়ে তাঁকে মুক্তি দেন। তিনি তখন প্রতিহিংসা-দেবীদের বুঝিয়ে রাজী করান—তাঁরা যেন প্রতিহিংসা ত্যাগ করে আথেনাই-নগরের পালিকা হয়ে থাকেন।

আইস্খুলসকে বুঝতে হলে তাঁর নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া চাই। পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যোচিত রূপদান অথবা চরিত্র-চিত্রণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। মানবিক জগৎ তাঁর দৃষ্টির সীমান্ত নয়। অনায়ত্ত দেব-শক্তি মানুষের চারদিকে জাল বিছিয়ে রেখেছে। আপন কৃতিত্বে মোহমুগ্ধ মানুষ যখন আপনাকেই আপনার প্রভু বলে মনে করে, তখন সে দেবতার হাতে শাস্তি পায়। এই শাস্তি ভোগের অভিজ্ঞতায় সে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। দুর্ভোগ মানুষের শিক্ষক।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের সম্পন্ন আথেনীয় কৃষ্টির মধ্যে আইস্‌খুলস্ এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, মানুষ তার আদিম প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করে এক উন্নত সামাজিক পরিবেশে বল ও ক্ষমার মধ্যে এক সামঞ্জস্য গড়ে তুলবে। এই আশা কি কখনও ফলবে? আইস্‌খুলস-এর উত্তর—অরেস্তেস্-এব বিচারে নিযুক্ত বারোজন সভ্য নাগরিকের মধ্যে ছ'জন আদিম প্রতিশোধের পক্ষে, ছ'জন অপরাধীর মুক্তির পক্ষে। এর সাংকেতিক অর্থ, মনুষ্যচিত্তের মাঝে পশু ও মানবের নিত্য দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেই ট্রাজেডির অনুৎপাট্য বীজ।

সফক্লেস (খৃঃ পূঃ ৪৯৭/৬—৪০৬)

সফক্লেস-এর জন্ম কলোনসে। সামাজিক ও বাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন কৃতী কর্মী। একশ তেইশখানি নাটকের তিনি বচয়িতা। ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতায় তিনি চব্বিশ বার প্রথম পুবস্কাব লাভ করেন। তৃতীয় অভিনেতা তাঁরই সংযোজনা। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে পাওয়া যায় সাতখানি ট্রাজেডি ও সাতির-নাটকের একটি অংশ।

১. 'আয়াক্স'—খৃঃ পূঃ ৪৪৭। আখিল্লেস-এর মৃত্যুব পর তাঁব অস্ত্রশস্ত্র অদুস্‌সেউসকে দেওয়া হয়। ঈর্ষান্বিত আয়াক্স গ্রীক নেতাদের হত্যার সংকল্প নেন। আথেনার প্রভাবে মত্ত হয়ে তিনি শিবিরে রক্ষিত পশুপাল বধ করেন।

নাটকের স্থান গ্রীক শিবিরে, আয়াক্স-এর তাঁবুর সামনে। অদুস্‌সেউস-এব প্রবেশের পর আথেনা আয়াক্স-কে তাঁবু থেকে ডেকে পাঠান। বন্দিনী তেক্‌মেসা আয়াক্স-এর মত্ততার কাহিনী বলেন। প্রকৃতিস্থ হয়ে আয়াক্স অসহ্য লজ্জায় আত্মহত্যা করেন। তাঁর ভাই তেউক্রস তাঁর সমাধি প্রস্তুত করলে মেনেলাউস সমাধি নিষিদ্ধ করেন। অদুস্‌সেউস বিবাদ মিটিয়ে দিলে আয়াক্স সমাহিত হন।

২. 'আন্তিগনে'—খৃঃ পূঃ ৪৪২। নাটকের স্থান থেবাইয়ের রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে। এতেয়ক্লেস ও পলুনাইকেস যুদ্ধে পরস্পরের আঘাতে নিহত। রাজা ক্রেয়োন পলুনাইকেস-এর সমাধি নিষিদ্ধ করেন। আন্তিগনে সে আদেশ অগ্রাহ্য করে তাঁর ভাইকে সমাহিত করেন। গুহায় আবদ্ধ থেকে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাইরেনিয়াস-এর দৈববাণীর ভয়ে ক্রেয়োন তাঁকে মুক্ত করতে সংকল্প নেন। কিন্তু বড় বিলম্বে। আন্তিগনে গলায় ফাঁস এঁটে মরেছেন। ক্রেয়োন-পুত্র হাইমোন তাঁর পায়ের তলায় আত্মহত্যা করলেন এবং ক্রেয়োন-এর

স্ত্রী এউরুদিকেয়ো নিজের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন। দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড।

৩. 'রাজা অয়দিপউস'—খৃঃ পূঃ ৪৩০-এর কাছাকাছি।
অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪. 'এলেক্ত্রা'—তারিখ অনিশ্চিত। নাটকের স্থান আর্গসে, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। নাটকের বিষয়বস্তু আইস্খুলস-এর 'খয়েফরয়' নাটকে সহিত অভিন্ন। কিন্তু এই নাটকে অরেস্তেস ন্যায়-শাস্তির যন্ত্র মাত্র। মাতৃ-হত্যার পর প্রতিহিংসা-দেবীরা তাঁকে উৎপীড়ন করেন না। ভাইবোনেব প্রত্যভিজ্ঞা-অঙ্কনে সফক্লেস-এর শিল্পের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়।

৫. 'ত্রাখিনীয় কুমারীগণ'—তারিখ অনিশ্চিত। বিবাহের কিছু পরে হেরাক্লেস ও দেয়ানাইরা নদী পার হচ্ছেন। সেন্টর নেস্সস দেয়ানাইরাকে ধর্ষণ করবার চেষ্টা করলে হেরাক্লেস শরাঘাতে তাকে হত্যা করেন। মৃত্যুকালে নেস্সস দেয়ানাইরাকে নিজের রক্ত দিয়ে বলল যে, যদি কখনও তোমার স্বামি-প্রেমকে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন হয়, তা হলে এ রক্তের সহায়তায়ই পারবে।

নাটকের স্থান ত্রাখিস-নগর। হেরাক্লেস-এর অনুপস্থিতিতে দেয়ানাইরা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর পুত্র হুল্লসকে পিতার খোঁজে পাঠালেন। দূত এসে জানালেন বিজয়ী হেরাক্লেস ফিরে আসছেন। তিনি আসবাব আগেই একদল বন্দিনীকে পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে এক সুন্দরী ইয়োলে-র সঙ্গে হেরাক্লেস প্রেমে পড়েছেন শুনে দেয়ানাইরা নেস্সস-এর রক্ত-মাখা একটি পোশাক তাঁর স্বামীকে পাঠান। কিন্তু নেস্সস-এর কথা মিথ্যা। সেই পোশাকটি পরামাত্র হেরাক্লেস-এর শরীর জ্বলতে লাগল। তাঁর ছেলে হুল্লস তাঁকে ত্রাখিস-এ ফিরিয়ে আনলেন। ইতিমধ্যে দেয়ানাইরা আত্মহত্যা করলেন। হেরাক্লেস দুঃসহ যাতনায় মারা যান।

৬. 'ফিলক্তেতেস'—খৃঃ পূঃ ৪০৯। ফিলক্তেতেস বন্ধু হেরাক্লেস-এর কাছ থেকে ধনুর্বাণ লাভ করেন। ট্রয়ের পথে তাঁকে সাপে কামড়ায়। তাঁর পায়ের ক্ষতের দুর্গন্ধ এত অসহ্য যে গ্রীক নেতারা তাঁকে লেম্নস-দ্বীপে ফেলে চলে গেলেন। দশ বছর পরে আখিল্লেস নিহত হলে দৈববাণীতে জানা যায় যে ফিলক্তেতেস এবং হেরাক্লেস-এর ধনুর্বাণ ছাড়া ট্রয়ের পতন অসম্ভব। অদুস্সেউস ও আখিল্লেস-পুত্র নেয়প্তলেমস ফিলক্তেতেসকে আনবার জন্য লেম্নসে যান।

নাটকের স্থান লেম্নস-দ্বীপে ফিলক্তেতেস-এর গুহার সামনে। অদুস্সেউস-এর পীড়াপীড়িতে নেয়প্তলেমস ফিলক্তেতেসকে ঠকাতে রাজী হন। তিনি মিথ্যা করে বললেন তিনি যুদ্ধ ছেড়ে গ্রীসে ফিরছেন। ফিলক্তেতেস তাঁকে সঙ্গে নিতে

অনুরোধ করে ধনুর্বাণ তাঁর হাতে দিলেন। লজ্জিত হয়ে নেয়প্তলেমস স্বীকার করেন তিনি তাঁকে ঠকিয়েছেন এবং ধনুর্বাণ ফিরিয়ে দেন। অবশেষে হেরাক্লেস-এর দেবরূপে আবির্ভাব হল। তিনি ফিলক্তেতেসকে বলেন ট্রয়ে ফিরে গেলে তিনি নিরাময় হবেন।

৭. 'কলোনসে অয়দিপউস'—সফক্লেস-এর মৃত্যুর পর খৃঃ পূঃ ৪০১ অব্দে নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়। অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

দেব-সংকল্প ও মানুষের ইচ্ছে—এই দু'য়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আইস্‌খুলস ও সফক্লেস-এর নাটকের উপজীব্য। আইস্‌খুলস-এর সামনে প্রশ্ন ছিল—এই দু'য়ের সামঞ্জস্য সম্ভব কিনা? সফক্লেস-এর সামনে কিন্তু এ প্রশ্ন ছিল না। তিনি এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শিল্প-সম্মত বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর চোখে মানবের জীবন-রহস্য এক বাস্তব ব্যাপার। এই বাস্তবতাকে তিনি করুণার চোখে দেখলেন, সংস্কারকের চোখে নয়।

পরিস্থিতির জটিলতায় ধরে মানুষের পূর্ণ রূপ আঁকতে চেয়েছিলেন বলে সফক্লেস আইস্‌খুলস-এর চাইতে চরিত্র-চিত্রণে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর নায়ক-নায়িকাদের মনের গতি-প্রকৃতি ব্যক্ত হয় অন্তভাবে। তাঁদের অভিপ্রায়, তাঁদের আশা ও আশঙ্কা, তাঁদের ক্রোধ ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত। একের পূর্ণ প্রকাশে তিনি তার প্রতিরূপকে এনে খাড়া করেন —আন্তিগনে ও ইস্‌মেনে, এলেক্‌ত্রা ও খ্রুসোথেমিস, অদুসসেউস ও নেয়প্তলেমস। তিনি দেখাতে চান মানবজীবন যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, জীবনের মাঝে বসে আছে এক স্বাধীন ব্যক্তি। এই উপলব্ধি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে দিয়েছে সত্যকারের ট্রাজিক গহীনতা। তিনি বেশ জানতেন যে পুতুল-নাচে ট্রাজেডির কোন সম্ভাবনা নেই।

তা হলে ট্রাজেডির প্রকাশ কোথায়? স্বাধীন মানুষ যে তার অদৃষ্টের চরম পরিচালক নয়, এইখানে। মানুষের জীবনে ট্রাজেডি আসে তিনভাবে—

ক. অদৃষ্টের চরম পরিচালককে অস্বীকার করে। 'অন্তিগনে' নাটকে ক্রেয়োন নিজের রাজকীয় শাসনের উপর কোন শাসনকে মানেন না। কিন্তু যখন সবই হারিয়ে বসলেন, তখন মানতে শুরু করলেন; 'হায়, সর্বনেশে আমি। এখন বুঝলাম, দেবতার দুর্ভার হাত আমার মাথায় এসে পড়েছে।'

খ. চরম-পরিচালককে স্বীকার করেও কোথায় তাঁর গতি না জেনে। 'এলেক্‌ত্রা' নাটকে ক্লুতেম্নেস্ত্রা দুঃস্বপ্ন দেখে বুঝেছেন যে অশুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে; কিন্তু আঘাতপাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে,

অরেস্তেস মারা গেছে।

গ. চরম পরিচালনার গতি জেনেও তাকে ভুল বুঝে। 'রাজা অয়দিপউস', নাটকে অয়দিপউস তাঁর অদৃষ্টে কী আছে তা জানেন। জেনেও ভুল বুঝে অদৃষ্টকে এড়াবার চেষ্টায় অদৃষ্টের হাতে ধরা পড়লেন।

এউরিপিদেস (খৃঃ পূঃ ৪৮০-৪০৬)

সালামিস তাঁর জন্মস্থান। সফক্লেস-এর মতো তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। সোফিস্ট-দার্শনিকদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে আথেনাই ছেড়ে মাকেদনিয়ায় যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি ৯০খানা নাটক রচনা করেন। এদের মধ্যে ১৮খানা পাওয়া যায়—১৭খানা ট্রাজেডি ও একখানা সাতির-নাটক। ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবার মাত্র প্রথম পুরস্কার পান। তাঁর মৃত্যুর পরেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১. 'আল্‌কেস্তিস'—খৃঃ পূঃ ৪৩৮। রাজা আদ্‌মেতস-এর মৃত্যুব নির্দিষ্ট ক্ষণ এলে তাঁর স্ত্রী আল্‌কেস্তিস তাঁব পরিবর্তে নিজেই মৃত্যুববণ করেন। স্ত্রীব মৃত্যুর পরে রাজা অনুতপ্ত হন। হেরাক্লেস রাজার আতিথ্যে প্রীত হয়ে রানীকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনেন।

২. 'মেদেয়া'—খৃঃ পূঃ ৪৩১। নাটকের স্থান করিন্থস-নগর। নির্বাসিত রাজা ইয়াসোন স্ত্রী মেদেয়া ও দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে করিন্থসে আশ্রয় নিয়েছেন। করিন্থস-রাজ ক্রেয়োন তাঁর কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিতে চাইলেন। ইয়াসোন রাজী হওয়ায় মেদেয়া ঈর্ষাব আবেগে স্বামীকে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। যাদুবিদ্যার প্রয়োগে তিনি রাজা ক্রেয়োন ও তাঁর কন্যাকে হত্যা করেন। তার পর দুই পুত্রকে খুন ক'রে তিনি আথেনাইয়ে আশ্রয় নেন।

৩. 'হিপ্পলুতস'—খৃঃ পূঃ ৪২৮। নাটকের স্থান ত্রইজেন-নগর। রাজা থেসেউস-এর স্ত্রী ফাইদ্রা তাঁর সতীন-পুত্র হিপ্পলুতস-এর প্রেমে পড়লেন। আর্তেমিস-এর ভক্ত হিপ্পলুতস তাঁর প্রেম প্রত্যাখান করেন। ফাইদ্রা আত্মহত্যা করেন, কিন্তু মরবার আগে থেসেউস-এর কাছে এই বলে চিঠি লেখেন যে, হিপ্পলুতস তাঁর উপর ব্যভিচার করেছেন। ফিবে এসে থেসেউস পুত্রকে অভিশাপ দেন। অভিশাপের ফলে পসাইদোন-এর হাতে হিপ্পলুতস নিহত হন। আর্তেমিস থেসেউস-এর কাছে হিপ্পলুতস-এর নির্দোষতা প্রকাশ কবেন।

৪. 'হেরাক্লেস-এর সন্তানগণ'—খৃঃ পূঃ ৪২৭। নাটকের স্থান মারাথোন-এ জেউস-মন্দিরের সামনে। রাজা এউরিস্থেউস-এর দ্বারা নিগৃহীত হয়ে হেরাক্লেস-এর স্ত্রী আল্‌কমেনে ও তাঁর সন্তানেরা মারাথোন-এ আশ্রয় নেন। তাঁদের সঙ্গে থাকেন হেরাক্লেস-এর বন্ধু ইয়োলাউস। আথেনাইরাজ দেমফোন এউরিস্থেস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, কিন্তু দৈববাণীতে জানা যায় যুদ্ধে জয়ী হতে হলে এক কুমারীকে বলি দিতে হবে। হেরাক্লেস-এর কন্যা মাকারিয়া স্বেচ্ছায় বলি হন। পরাজিত এউরিস্থেসকে বন্দী করে আনা হল। আল্‌কমেনে তাঁর মত্যুদণ্ড দাবি করেন।

৫. 'আন্দ্রমাখে'—খৃঃ পূঃ ৪২৬। হেক্তর-এর বিধবা আন্দ্রমাখে আখিল্লেস-পুত্র নেয়প্তলেমস-এর বন্দিনী। নেয়প্তলেমস মেনেলাউস-কন্যা হের্মিয়নের স্বামী। নেয়প্তলেমস-এর ঔরসে আন্দ্রমাখের এক পুত্র জন্মে, কিন্তু হের্মিয়নে নিঃসন্তান।

নাটকের স্থান থেস্‌সালিয়ায় রাজপ্রাসাদের সামনে। নেয়প্তলেমস-এর অনুপস্থিতিতে মেনেলাউস আন্দ্রমাখের পুত্রকে হত্যা করবার জন্য আসেন। দুই নারীর মধ্যে বিবাদ হয়। মেনেলাউস আন্দ্রমাখে ও তাঁর পুত্রকে বন্দী করেন। আখিল্লেস-এর পিতা পেলেউস তাঁদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। মেনেলাউস স্পার্তায় ফিরে গেলে হের্মিয়নে ভীত হয়ে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেন। ইতিমধ্যে অরেস্তেস এসে তাঁকে বলেন যে, তিনি নেয়প্তলেমস-এর হত্যার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা উভয়ে পালিয়ে যান। দূত এসে নেয়প্তলেমস-এর হত্যার সংবাদ দেয় এবং শবদেহ মঞ্চে আনা হয়। দেবী তেথিস-এর মাচানে আবির্ভাব। তিনি বলেন আন্দ্রমাখে হেক্তর-এর ভাই হেলেনসকে বিবাহ করে নূতন রাজবংশের পত্তন করবেন। (দ্রঃ "ঈনীড", তৃতীয় সর্গ, ২৯৪-২৯৯)

৬. 'হেকাবে'—খৃঃ পূঃ ৪২৫। ট্রোজান যুদ্ধের সময় প্রায়াম ও হেকাবে তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র পলুদোরসকে থ্রাকীয়রাজ পলুমেস্তর-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে পাঠান প্রচুর স্বর্ণ। যুদ্ধের অবসানে পলুমেস্তর স্বর্ণের লোভে বালকটিকে হত্যা করেন।

নাটকের স্থান থ্রাকীয়ায় আগামেম্নোন-এর তাঁবুর সামনে। বন্দিনী হেকাবের কাছে এসে পলুদোরস-এর প্রেত তাঁকে বলে যে গ্রীকেরা তাঁর বোন পলুক্সেনাকে আখিল্লেস-এর সমাধিতে বলি দিতে চায়। অদুস্‌সেউস এসে পড়লে পলুক্সেনা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। হেকাবে পলুমেস্তরকে শাস্তি দেবার জন্য আগামেম্নোন-এর সাহায্য চান। দুই পুত্রের সঙ্গে তাঁকে আনা হয়। তাঁবুর

ভেতরে ট্রোজান রমণীরা দুই পুত্রকে হত্যা করে থ্রাকীয়রাজকে অন্ধ করেন।

৭. 'মত্ত হেরাক্লেস'—খৃঃ পূঃ ৪২২। নাটকের স্থান থেবাইয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে। থেবাইয়ের স্বেচ্ছাচারী রাজা লুকস হেরাক্লেস-এর পিতা আম্‌ফিত্রিয়োন, তাঁর স্ত্রী মেগারা ও তাঁর সন্তানদের হত্যার সংকল্প করেন। হেরাক্লেস ফিরে এসে লুকসকে হত্যা করেন। হেরাক্লেস-এর নিত্য-বিদ্বেষিণী হেরা তাঁকে পাগল করে দেন। মত্ততার আবেগে তিনি নিজের স্ত্রী ও পুত্রদের খুন করেন। প্রকৃতিস্থ হলে তাঁর পিতা তাঁর কৃতকর্মের কথা বলেন। আথেনাই-রাজ থেসেউস তাঁকে সঙ্গে করে আথেনাইয়ে নিয়ে যান।

৮. 'প্রার্থী রমণীগণ'—খৃঃ পূঃ ৪২১

দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড।

৯. 'ইয়োন'—খৃঃ পূঃ ৪১৭। নাটকেব স্থান দেল্‌ফয়ে আপল্লোন-এর মন্দিরের সামনে। হের্মেস বলেন কী কবে আপল্লোন আথেনীয় রাজকুমারী ক্রেউসার প্রেমে পড়ে তাঁব গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। রাজা ক্সুথস-এর সঙ্গে বিবাহ করবার আগে ক্রেউসা তাঁর শিশুকে ত্যাগ করেন। আপল্লোন তাকে বক্ষা করে তাকে মন্দিরের পালিকার হাতে সমর্পণ করেন। নিঃসন্তান হয়ে রাজা ক্সুথস ও রাণী ক্রেউসা দেলফীয় মন্দিরে এসে পুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা করেন। নানা ঘটনার পর ক্সুথস বালক ইয়োনকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

১০. 'ট্রোজান রমণীগণ'—খৃঃ পূঃ ৪১৫। নাটকের স্থান ধ্বস্ত ট্রয়ের সামনে। হেকাবে ও ট্রোজান রমণীরা বন্দিনী। তাঁরা তাঁদের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপরত। দূত এসে ঘোষণা করে যে পলুক্সেনাকে আখিল্লেস-এর সমাধির উপর বলি দেওয়া হবে। কাস্‌সান্দ্রাকে আগামেম্নোন-এর জাহাজে তুলে নেওয়া হয়। গ্রীকেরা আন্দ্রমাখের পুত্র আস্তুয়ানাক্সকে হত্যা করে। পৌত্রকে সমাহিত করার পর হেকাবে নির্বাসনে যান।

১১. 'তাউরিসে ইফিগেনায়া'—খৃঃ পূঃ ৪১৪-৪১২। নাটকের স্থান তাউরিসে আর্তেমিস-এর মন্দিরের সামনে। ইফিগেনায়া নিজের কাহিনী বলেন। যখন আগামেম্নোন আউলিসে তাঁকে বলি দিতে উদ্যত হন, তখন আর্তেমিস তাঁর জায়গায় এক পশুকে রেখে তাঁকে তাউরিসে নিয়ে যান। সেখানে তিনি মন্দিরের পালিকা হয়ে এই শপথ নেন যে, আগত পরদেশীদের আর্তেমিস-এর উদ্দেশে বলি দেবেন। ইতিমধ্যে তাঁর ভাই অরেস্তেস পুলাদেসকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়েন। আপল্লোন-এর আদেশে তিনি আর্তেমিস-এর প্রতিমা আথেনাইয়ে নিয়ে যেতে

চান। ইফিগেনায়া তাঁকে চিনতে পারেন। তাঁরা ছলনায় প্রতিমা নিয়ে পালিয়ে যান।

১২. 'এলেকৃত্রা'—খৃঃ পূঃ ৪১৩। নাটকের স্থান আর্গস-এর নিকটবর্তী জনপদ। এই নাটকের বিষয়বস্তু আইসখুলস-এর 'খরেফরয়' নাটকের সহিত অভিন্ন। কিন্তু এলেকৃত্রা এখানে এক কৃষকের সঙ্গে বিবাহিতা। আইগিস্থস ও ক্লুতেয়েস্ত্রার হত্যার পর ভাইবোন অনুতাপে পীড়িত। দেবদ্বয় কাস্তর ও পল্লুক্স মাচানে আবির্ভূত হয়ে পুলাদেসকে বিবাহ করতে এলেকৃত্রাকে আদেশ করেন এবং অরেস্তেসকে নির্বাসনে পাঠান।

১৩. 'হেলেনে'—খৃঃ পূঃ ৪১২। নাটকের স্থান মিশর-রাজ থেয়ক্লুমেনস-এব প্রাসাদের সামনে। হেলেনে আত্মকাহিনী বলেন। হেরা-নির্মিত হেলেনেব মায়ামূর্তি নিয়ে পারিস ট্রয়ে যান। বাস্তব হেলেনেকে হের্মেস মিশরে নিয়ে যান। ট্রয় থেকে হেলেনের মায়ামূর্তি নিয়ে মেনেলাউস সমুদ্রে পথ হারিয়ে মিশবে এলেন। বাস্তব হেলেনেকে দেখে তিনি বিমূঢ় হন। সংবাদ এল মায়ামূর্তিব অন্তর্ধান ঘটেছে। ছলনায় স্বামী ও স্ত্রী মিশর থেকে পালিয়ে যান।

১৪. 'ফয়নিকীয় কুমারীগণ'—খৃঃ পূঃ ৪১০।

দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড।

১৫. 'অরেস্তেস'—খৃঃ পূঃ ৪০৮। নাটকের স্থান আর্গসে রাজপ্রাসাদের সামনে। আইগিস্থস ও ক্লুতেয়েস্ত্রার হত্যার পর অরেস্তেস প্রতিহিংসাদেবীদের ভয়ে ছ'দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। আর্গস-এর জনগণ অরেস্তেস ও এলেকৃত্রাকে মাতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করল। হেলেনে ও তাঁর মেয়ে হের্মিয়নে আর্গসেই উপস্থিত। মেনেলাউস এলে অরেস্তেস তাঁর সাহায্য চান; কিন্তু ক্লুতেয়েস্ত্রার পিতা তুন্দারেস সাহায্য করতে মেনেলাউসকে নিষেধ করেন। ভাইবোনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। বন্ধু পুলাদেস-এর সাহায্যে অরেস্তেস হেলেনেকে হত্যা করে হের্মিয়নেকে বন্দী করেন। তিনি মেনেলাউসকে বলেন সাহায্য না করলে হের্মিয়নেকেও হত্যা করবেন। নাটকেব শেষে মাচানে আপল্লোন-এর আবির্ভাব। তিনি ঘোষণা করেন হেলেনেকে হত্যা করা হয় নি, তিনি সমুদ্রদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অরেস্তেস আথেনাইয়ে গিয়ে মুক্তি পাবেন। তারপর বিয়ে করবেন হের্মিয়নেকে। এলেকৃত্রা পুলাদেসকে বিয়ে করবেন।

১৬. 'আউলিসে ইফিগেনায়া'—খৃঃ পূঃ ৪০৫। নাটকখানি মাকেদনিয়ায়

রচিত। নাটকের স্থান আউলিসে আগামেম্নোন-এর তাঁবুর সামনে। ইফিগে-নায়াকে বলি দিতে আর্তেমিস আদেশ দিয়েছেন। মেনেলাউস-এর পীড়াপীড়িতে আগামেম্নোন তাঁর স্ত্রীর কাছে এক ছলনাপূর্ণ চিঠি লিখলেন—আখিল্লেস-এর সঙ্গে বিয়ের জন্য তিনি যেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে আসেন। তাবপর অনুতপ্ত হয়ে দ্বিতীয় পত্রে লিখলেন—বিয়ে স্থগিত, মেয়েকে এনো না। দ্বিতীয় পত্রখানি মেনেলাউস-এর হস্তগত হলে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। ইতিমধ্যে দূত এসে জানায় ক্লুতেম্নেস্ত্রা মেয়ে ও শিশু অরেস্তেসকে নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি আখিল্লেস-এর সঙ্গে দেখা করেন। আখিল্লেস বিবাহের সংবাদ শুনে অবাক হয়ে যান। বৃদ্ধ ভৃত্য ক্লুতেম্নেস্ত্রার কাছে আসল ব্যাপারটা ভেঙে বলে। তিনি স্বামীকে অনুরোধ করেন মেয়েকে যেন বলি না দেন। কিন্তু আগমেম্নোন এখন দৃঢ়সংকল্প—তিনি ট্রয়ে যেতে স্থির করেছেন। বহু বিলাপের পর ইফিগেনায়া স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন অভিযানের সার্থকতায়। শেষ দৃশ্যে এক দূত এসে জানান যে, বলিদানের মুহূর্তে আর্তেমিস কুমারীকে সরিয়ে নিয়ে তাব জায়গায় এক মৃগকে রেখে গেলেন। পণ্ডিতদের মতে শেষ দৃশ্যটি প্রক্ষিপ্ত।

১৭. 'বাক্খাই'—খৃঃ পূঃ ৪০৫। নাটকখানি মাকেদনিয়ায় রচিত। অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এউরিপিদেস-এব নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থেকে দেখা যায় যে, নাট্য-ধারণায় তিনি নূতন পথ নিয়েছেন। উল্লিখিত সতেরখানি নাটকের মধ্যে ক'খানি যথার্থ ট্র্যাজেডি? ট্র্যাজিক সংস্থিতির প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর অনেকগুলি নাটককেই রোমান্টিক বা অতিনাটক (melodrama) বলতে হয়। প্রশ্ন ওঠে —সফক্লেস-এর সমকালীন এউরিপিদেস কেন এমন পৃথক পথ ধরলেন?

আমরা পূর্বেই সফক্লেসকে ঐতিহ্য-ভক্ত বলেছি। কিন্তু খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আথেনাইয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ আন্দোলন দেখা দেয়—সোফিস্ট-দের আন্দোলন। এই আন্দোলনকে অনেকটা পুনর্জাগৃতি বলা যায় এই কারণে যে, তার নেতারা অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ তুলে ধরেছেন। এক প্রাচীন জীবনীকার বলেছেন যে, এউরিপিদেস সেই নেতাদের অন্যতম বিখ্যাত প্রতাগরাস-এর শিষ্য ছিলেন। প্রতাগরাস বলেছেন: 'মানুষই সব কিছুর মাপদণ্ড।'

দেব-সংকল্প ও মানুষের ইচ্ছা—এই দু'য়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আইস্খুলস

ও সফক্লেস-এর নাটকের উপজীব্য। এউরিপিদেস তাঁর নাটক থেকে দেবতাদের নির্বাসিত করেন নি। কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি হয় কৃত্রিম, না হয় হাস্যকর। আসল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্থান পেয়েছে মানুষের অন্তরে। রহস্য-কুটিল দৈব-ক্রিয়া মানব-চিত্তে অন্ধ ও অনিবার্য প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কারণেই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব তাঁর নাটকে পেয়েছে প্রাধান্য। কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি তাঁর হাতে উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী নায়ক যেমন অদৃষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে বৃথাই লড়ে যায়, তেমনি এউরিপিদেস-এর নায়ক রোগীর মতো লড়ে অচিকিৎস্য রোগের বিরুদ্ধে।

এই মানসিক দ্বন্দের উপস্থাপনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি কাহিনীর গঠন ও নির্বহণে একরকম উদাসীন। তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে কাহিনীর উপসংহারে মাচানে দেবতার আবির্ভাব ঘটাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না।

আথেনাই ও স্পার্তার মধ্যে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে তিনি নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাব। 'ট্রোজান রমণীগণ' নাটকে তিনি যুদ্ধের বেদনাময় পরিণাম দেখিয়েছেন। 'হেলেনে' নাটকে দেখানো হয়েছে শত শত বীরের পতন, জনতার দুঃসহ কষ্ট ও মহানগরের দানবীয় ধ্বংস শুধু এক শূন্যগর্ভ মায়ামূর্তির জন্য। 'অরেস্তেস' নাটকে তুন্দারেস ও স্পার্তারাজ মেনেলাউস-এর চরিত্রগঠনের মধ্যে স্পার্তার বৈরিতার প্রতীককে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দেব ও দেববাণীর প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সংশয় ঘোচাতে পারেন নি এবং নানা নাটকীয় সংস্থিতিতে আপল্লোন-এর আদেশ অসঙ্গত বলে নিন্দা করেছেন।

পূর্বেকার ট্রাজিক বিশ্বদৃষ্টি বিব্রত করে তিনি দিয়েছেন আধুনিক থিয়েটারের নূতন দ্বার খুলে।

থেবাই-পুরাণ সমীক্ষা

প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডির পরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে 'ইলিয়াদ' ও 'অদিসি' ছাড়া নানা প্রাচীন পুরাণ-ভাণ্ডার থেকে ট্রাজেডিকারেরা নাটকীয় বিষয়বস্তু নিয়েছিলেন। এ সব পুরাণের মধ্যে প্রাচীন থেবাইয়ের পুরাণ আমাদের গবেষণার বিশেষ বিষয়। থেবাইয়ের কাহিনী যে পুরাণ-আকারে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আকারে আজ তা পাওয়া যায় না। সেই আশ্চর্য কাহিনীর বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি

থেবীয় নাটকগুচ্ছ থেকে সংগ্রহ করে আমরা কাহিনীটিকে এক সামগ্রিক রূপে গঠন করতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমরা থেবীয় নাটকগুচ্ছ সাজিয়েছি রচনা-তারিখের অনুক্রমে নয়, কাহিনীর পৌর্বাপর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে।

এই প্রচেষ্টা সহজ নয়। ট্রাজেডিকারের উদ্দেশ্য কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নয়। ট্রাজিক সংকল্পের অনুপাতে তিনি কাহিনী থেকে যোগ্য উপাদান নিয়ে প্রয়োজন মতো তাকে নূতনরূপে সাজিয়েছেন। এর ফলে একই কাহিনী নিয়ে দু'জন ট্রাজেডিকারের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। এই কথা মনে রেখেই খুঁজতে হবে প্রথম খণ্ডের তিনখানি ট্রাজেডি থেকে থেবাইয়ের কাহিনীর কী রূপ পাওয়া যায়।

১. 'বাক্‌খাই'। থেবাই-নগরের প্রতিষ্ঠাতা একজন পরদেশী। আগেনোর-পুত্র কাদ্‌মস তুরস (টায়ার) থেকে আগত। এখানে লক্ষণীয় 'ঈনীড'-এ কার্থেজ-নগরের প্রতিষ্ঠাত্রী দিদোও তুরস-এব লোক। থেবীয়দের আদিপুরুষ 'পৃথ্বীজ' (দ্রঃ টীকা ১১)। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, থেবীয়দের মানসিকতাব মধ্যে একটা পার্থিব প্রবণতা আছে যা দেব-বিশ্বাসের অনুকূল নয়। হেল্লাস-এর শহরগুলির মধ্যে প্রথম থেবাইয়েই প্রবর্তিত হল দিওনুসস-এর কৃত্য ও উৎসব। অবিশ্বাসেব ফলে থেবীয়দের কী দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হল তা পাঠকেব অবিদিত নয়।

২. 'বাজা অয়দিপউস'। কাদ্‌মস নির্বাসিত। তাঁব পুত্র ছিল না এবং তাঁর দৌহিত্র পেন্থেয়ুসও মৃত। এই নাটকে (২৬৭-২৬৮) থেবীয় রাজপরম্পরার পরিচয় এইভাবে উল্লিখিত আছে: আগেনোর, কাদ্‌মস, পলুদোরস, লাব্‌দাকস, লাইয়স। আমাদের অনুমান কাদ্‌মস-এর নির্বাসনের পর রাজ-পরম্পরার ছেদ ঘটায় পলুদোরস রাজবংশের নূতন প্রবর্তক হন।

দৈব অভিশাপ এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই থেবীয় রাজবংশের কাহিনীর মূল সূত্র। আপল্লোন-এর অভিশাপ সত্ত্বেও লাইয়স ইয়কাস্তার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। অভিশাপ এড়াবার উদ্দেশ্যেই তিনি পুত্র হত্যার সংকল্প নিলেন। থেবীয় ও করিন্থীয় মেষপালকদের কারুণ্যে তাঁর সংকল্প ব্যর্থ হল। অয়দিপউসও নিজের প্রতি অভিশাপের কথা জেনে অভিশাপ এড়াবার জন্যই করিন্থস ছেড়ে থেবাইয়ের দিকে পালাতে লাগলেন। না জেনেই পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করে তিনি সার্থক করলেন অভিশাপ। শহরকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজেই এক অভিশাপ উচ্চারণ করলেন। নাটকের শেষে আত্ম-আবিষ্কারের পর তিনি

বুঝলেন নিজেই নিজের অভিশাপের বলি হয়েছেন।

৩. 'কলোনসে অয়দিপউস'। সেই অভিশাপেব ফলনে বিলম্ব ঘটার অবকাশে অয়দিপউস-এর মনে পরিবর্তন দেখা দিল। আত্ম-কর্মের জঘন্যতার চেতনায় তিনি প্রথম পাপের ভাবে অভিভূত হয়ে নষ্ট করলেন চোখ দুটি। কিন্তু স্বয়ংকৃত সেই তমসায় তিনি নিজের নির্দোষতাব আলো দেখতে পেলেন। অবশেষে দুই পুত্র ও ক্রেয়োন যখন তাঁকে বিতাড়িত কবল, তখন তিনি সেই শাস্তি অভিশাপের ফল বলে মেনে না নিয়ে নিলেন অন্যায় ব্যবহাবেব চূড়ান্ত নিগ্রহরূপে। নূতন দৈববাণীব বলে অয়দিপউস হাতে পেলেন জয়-পবাজয় বিতরণের শক্তি। এরই প্রয়োগে তিনি তাঁর নিপীড়কদের অভিশপ্ত করলেন। সেই অভিশাপের ফলশ্রুতি থেবীয় নাটকগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরা আরিস্ততেলেস-এব ট্রাজেডি সম্পর্কে বক্তব্যের সমালোচনা করব।

———

এউরিপিদেস্

বাক্খাই

জীবন শেষে এউরিপিদেস আথেনাই-নগর ছেড়ে মাকেদনিয়ার রাজা আর্খেলাউস-এর নিমন্ত্রণে রাজসভার কবি হন। সেখানে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর "বাক্খাই" নাটকখানি রচিত হয়। এই সময় আথেনাই-নগরের চাইতে মাকেদনিয়ায় দিওনুসস-উৎসব অধিকতর আবেগে অনুশীলিত হয়। মূলে দিওনুসস সুরার দেবতা ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃতির অন্তর্যামী-প্রাণ-দেব। তাঁরই শক্তিতে ঘটে বৃক্ষের বৃদ্ধি, ফুলের বিকাশ, ফলের ফলন। দিওনুসস-সাধনার চরম লক্ষ্য সর্বব্যাপী প্রাণ-শক্তির সঙ্গে সাধকের অভিন্নতাবোধ। সুরা সেই সাধনার উপায়, উপেয় নয়। অন্যতর উপায় নৃত্য। এই নৃত্যের আবেশে নর্তক ও নর্তকী ক্ষণকালের জন্য তার আপন সত্তা হারিয়ে নটরাজ দিওনুসস-এর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে।

দিওনুসস-উপাসনার দুটি প্রধান অনুষ্ঠান—বলি-বিদারণ (sparagmos) ও বলির আম-মাংসভোজন (omophagia)। বলির পশু সাধারণত বৃষ। বৃষ দিওনুসস-এর প্রতীক। বলি-বিদারণে ও আম-মাংস-ভোজনে ভক্ত দিওনুসস-এর প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে।

বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রাণশক্তির সঙ্গে অভিন্নতাবোধের আন্তরিক তাগিদ মানুষের সহজাত। এই সত্য যিনি মানেন, দিওনুসস-এ তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি আছে।

যিনি মানেন না, তিনি দিওনুসস-এর দেবত্ব অস্বীকার করেন। বিশ্বাসের ফল সেই গভীর তাগিদের স্বাস্থ্যকর পরিপূর্ণতা—থেবসের ফ্রিগীয় ভক্তনারীরা পেয়েছেন সেই পরিপূর্ণতা। অবিশ্বাসের ফলে সেই গভীর তাগিদের রূপান্তর সর্ববিনাশিনী মত্ততায়—আগাউয়ে ও তাঁর সঙ্গিনীরা সেই মত্ততারই বলি হয়েছেন। অবিশ্বাসের মূর্খতার চরম মূল্য পেলেন পেন্থেয়ুস। যুক্তিবাদে দিওনুসস-এ বিশ্বাস ও ভক্তির স্থান নেই। কাদ্‌মস এর দৃষ্টান্ত। সুবিধার লোভে উৎসবে যোগ দিয়েও তিনি পেলেন অবিশ্বাসের শাস্তি।

সারাজীবন এউরিপিদেস লক্ষ্য করলেন মানুষের মাঝে অদম্য আবেগ-প্রবণতা। শেষ জীবনে তিনি যেন খুঁজে পেলেন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সেই আবেগের সঙ্গত উন্মোচন।

[বাংলা অনুবাদের জন্য মূলের দুটি সংস্করণ ব্যবহার করেছি—E. R. Dodds, *Bacchae*, 2nd. ed., Oxford, 1963 এবং Henri Gregoire, *Les Bacchantes*, Paris, 1972.]

বাক্খাই

পাত্রগণ

দিওন্নুসস
তাইরেসিয়াস
কাদ্মস
পেন্থেয়ুস
ভৃত্য
প্রথম দূত
দ্বিতীয় দূত
আগাউয়ে

খোরস—ক্রিগীয় ভক্তনারীদল

[থেবাই নগর। রাজপ্রাসাদের সামনে। একদিকে সেমেলের-র সমাধি; তা থেকে ধূম উদ্‌গত হতে দেখা যাচ্ছে। দিওন্যুসস প্রবেশ ক'রে সমাধি অভিবাদন করলেন।]

প্রস্তাবনা

দিওন্যুসস। জেউস-এর তনয় আমি দিওন্যুসস এসেছি থেবাই-দেশে;
আগে কাদ্‌মস-এর কন্যা সেমেলে বিদ্যুদ্বাহী অগ্নির আঘাতে
প্রসব-বেদনার মধ্যে আমায় জন্ম দিয়েছিলেন।
দিব্যরূপ মর্ত্যরূপে পরিণত করে আমি
দির্কে-র প্রবাহ ও ইস্‌মেনস-এর জলের ধারে এসেছি। ৫
বিদ্যুৎ-ধ্বস্ত মায়ের সমাধি দেখতে পাচ্ছি,
প্রাসাদের কাছে দেখতে পাচ্ছি তাঁর গৃহাবশেষ;
জেউস-এর আগুনের ধূমায়মান শিখা এখনও জীয়ন্ত—
অমর আমার মায়ের উপর হেরা-র ঈর্ষা।[১]
কাদ্‌মস-এর কিন্তু প্রশংসা করি: এই অ-পদদলিত স্থানটিতে ১০
তিনি কন্যার সমাধি রেখেছেন; আমিও একে ঘিরে রেখেছি
আঙুর-ভরা দ্রাক্ষালতার শ্যামলিমায়।
সোনা-ঝলমল লিবীয় ও ফ্রিগীয় ক্ষেতগুলি ছেড়ে
গিয়েছিলাম পারস্যের সূর্যাহত মালভূমিতে,
বাক্‌ত্রিয়ার দুর্গমালায় এবং মেদিয়ার দুঃসহ জনপদে; ১৫
গিয়েছিলাম সুভাগা আরবে,
ঘুরেছিলাম লবণ-সমুদ্রের কূলচারিণী নিখিল আসিয়ায়—
যেখানে সুরম্য হর্ম্যমালা-শোভিত শহরে শহরে
বাস করে গ্রীক ও বর্বরীয় মিশ্রজাতি।
সেখানেই প্রতিষ্ঠা করলাম আমার নৃত্য ও ধর্ম-কৃত্য ২০

যাতে আমি দেবতা ব'লে প্রকাশিত হই মানুষের কাছে।
এবার প্রথম এলাম হেল্লাস-এর ভূমিতে,[২]
হেল্লাস-এর মধ্যে এই থেবাই-বাসীদের প্রথম জাগিয়ে তুললাম
আমার আনন্দ-ধ্বনিতে ; তাদের দেহে মৃগচর্ম পরিয়ে
হাতে দিলাম থির্সাস[৩]—আইভি-ঢাকা বাণ। ২৫
কারণ আমার মায়ের বোনেরা বিনয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে
দাবি করে যে, দিওনুসস জেউস-এর পুত্র নন,
সেমেলেও কোনো মানুষের সঙ্গ লাভ ক'রে
তাঁর গর্ভাধানের অপরাধ জেউস-এর ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন,
—এটা কাদ্মস-এর ছলনা[৪]—তাই তারা বুক ফুলিয়ে রটিয়ে বেড়ায় ৩০
জেউস তাকে হত্যা করেন মিথ্যা বিবাহের অপবাদের জন্য।
তাই তো মাতিয়ে দিয়ে তাদের ঘর থেকে তাড়িয়েছি ;
ক্ষিপ্ত মনে তারা পর্বতে বাস করে—
আমার গুপ্ত কৃত্যের বেশ পরতে তাদের বাধ্য করেছি ;
কাদ্মস-এর প্রজাদের মধ্যে নিখিল নারী-জাতিকে ৩৫
—যত নারী ছিল—তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে ঘর-ছাড়া করেছি।
সেই কাদ্মস-এর মেয়েদের দলে ভিড়ে
সবুজ পাইনের তলায় নিরাশ্রয় পাহাড়ে তারা ব'সে আছে।
ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই শহরকে নিতে হবে শিক্ষা—
বাক্খস-এর কৃত্য অনুষ্ঠান না করায় তারা কতই না অভাগা ; ৪০
মাতা সেমেলে-র সুনাম বজায় রাখতে হবে, মানুষের কাছে প্রকাশ করব
আমি সেই দেব যাঁকে তিনি জেউস-এর জন্য গর্ভে ধরেছেন।
কাদ্মস অপর কন্যার[৫] গর্ভজাত পেন্থেয়ুসকে
দিয়েছেন রাজার মর্যাদা ও অধিকার।
পেন্থেয়ুস আমার দেবত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ; দেব-তর্পণ থেকে ৪৫
আমায় দূরে রাখে ; প্রার্থনায় আমায় স্মরণ করে না।
তাই তার কাছে প্রমাণ করব দেবরূপে আমি জন্মেছি ;
প্রমাণ করব থেবীয় সকলের কাছে ; এখানকার সাফল্য নিয়ে
দেশান্তরের পথে প্রস্থান করব
আত্ম-প্রকাশের জন্য। যদি থেবীয় নগর ৫০

সরোষে অস্ত্র নিয়ে পাহাড় থেকে বাক্‌খেদের তাড়াতে চেষ্টা করে,
তাহ'লে উন্মত্তাদের অধিনায়ক হ'য়ে তাদের সঙ্গে যুঝব।
এই জন্যই তো মর্ত্য আকৃতি নিয়ে
মানুষের স্বভাবে আমার রূপ পাল্‌টিয়েছি।
কিন্তু তোমরা লিদিয়ার শৈল-প্রাচীর ৎমোলসকে[৬] ছেড়ে এসেছ, ৫৫
ওহে নারীরা, ওহে আমার নর্তকীদল, বর্বর দেশ থেকে
সঙ্গী ও সহচর ক'রে আমি তোমাদের এনেছি।
জননী রেয়ার ও আমার আবিষ্কৃত
ফ্রিগীয় দেশী নাকাড়া তুলে নাও;
পেন্থেয়ুস-এর রাজপ্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে করতে ৬০
এমনি ক'রে বাজাও যাতে কাদ্‌মস-এর শহর চোখ মেলে।
আমি কিন্তু কিথাইরোন্‌-এর উপত্যকায় গিয়ে
বাক্‌খে-দের নাচের দলে যোগ দেব।

(মঞ্চের ডান দিক দিয়ে দিওনুসস-এর প্রস্থান। বাঁ দিক দিয়ে ফ্রিগীয় বাক্‌খে-দলের প্রবেশ। গায়ে তাদের মৃগচর্ম,মাথায় সর্পজড়িত ওক ও আইভি-মুকুট। নাকাড়া ও বেণুর তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে।)

খোরস্‌-এর প্রবেশ—প্রথম গাথা

মূলগায়েন

আসিয়ার দেশ হতে
পার হ'য়ে পবিত্র ৎমোলস ছুটে যাই ৬৫
ধ্বনিময় দেবের উদ্দেশে আনন্দের শ্রমে
সুখকর কাজে
'এউঐ' 'এউঐ' বলি' বাক্‌খস-এর নামে।
পথে কে? কে গো পথে? কেবা গৃহ-মাঝে?
ছাড়ো ছাড়ো পথ, পূত হও স্তব্ধ করি' সুস্বর কণ্ঠ! ৭০
দিওনুসস-বিধি-বদ্ধ গান গাইব সদাই।

প্রথম স্তবক

কত ধন্য সে
দেবের রহস্য-জ্ঞানে ভাগ্যবান যে।
জীবনে পবিত্র সে
যে নাচে আপন চিত্তে দেবের উল্লাসে— ৭৫
পূত প্রায়শ্চিত্তে পর্বত উপরে
বাকৃখস-এর উৎসব যে করে—
মহামাতা কুবেলে-র [৮] পবিত্র ভৈরব-চক্রে
যথাবিধি যে দিয়েছে যোগ—
হাতে নিয়ে উড়ায়ে থির্সাস, ৮০
আইভি-মুকুট মাথে
যে অর্চে দেব দিওন্যুসসে।
ভক্ত নারীবৃন্দ, ওগো, চলো চলো চলো
সাথে লয়ে ধ্বনিময় দিওন্যুসসে
দেবতার দিব্য পুত্রে— ৮৫
ফ্রিগীয় পর্বত হ'তে
হেল্লাস্-এর সুপ্রশস্ত পথে।

প্রথম প্রতিস্তবক

সেই ধ্বনিময় যারে
প্রসব-যন্ত্রণা-মাঝে
জেউস-এর ভাসমান বজ্রনাদে কেঁপে ৯০
গর্ভপাতে প্রসবিল মাতা
মরি' বজ্রাঘাতে।
অমনি ধরিল তাকে
শুভজন্মকোষে
ক্রোনস-তনয় জেউস। ৯৫
লুকাইয়া উরু মাঝে তারে
গাঁথি দিল সুবর্ণকণ্টকে
হেরা হতে লুকিয়ে রাখি,

অদৃষ্ট বোনেদের আজ্ঞা অনুসরি'
জন্ম দিল বৃষ-শৃঙ্গ দেবে। ১০০
সর্পজটে জড়াইল শির তার—
তাই তো ভক্ত নারীগণে
পশুভুক-পশু-অলংকারে
নিত্য বাঁধে বেণী।

দ্বিতীয় স্তবক

ওগো, থেবাই, সেমেলে-পালিনি। ১০৫
আইভি-মুকুট পরো,
সাজো সাজো
চারুফল শ্যাম ইউ-গাছে ;
ওক বা পাইনের পল্লবের গুচ্ছ গুচ্ছ ধরি'
মাতো মাতো তুমি ! ১১০
কৃষ্ণসার-চর্ম পরি'
শ্বেতকেশ পশম-অলকে অলংকৃত করো তারে।
পবিত্র সম্ভ্রমে বিষম থির্সাস ধর।
অমনি নিখিল পৃথ্বী উঠিবে নাচিয়া।
ধ্বনিময় দেব যবে নাচাইবে ভক্তনারীদলে— ১১৫
পাহাড়ে পাহাড়ে
যেথায় বিরাজে নারীদল
ছুটি' আসি' তন্তুমাকু হ'তে
দিওন্যুসস-দেবের অঙ্কুশ-তাড়নে।

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

কৌরেতেস[৯] দলের হে কন্দর ! ১২০
জেউস-এর জন্মভূমি
হে শুভ ক্রেতীয় আশ্রয় !
হেথায় ত্রি-মুকুট-ধারী কোরুবাসগণ
প্রকাশিল মোর তরে

চর্মে-ঢাকা বিশাল নাকাড়া। ১২৫
অস্থির মত্ততা মাঝে
নাকাড়া-নিনাদ সাথে
মিশাল ক্রিগীয় বেণুর ললিত ফুৎকার ;
জয়ধ্বনি-তালে তালে সঁপে দিল তাহা জননী রেয়ার হাতে
তারপর প্রমত্ত সাতির-দল[10] ১৩০
লভি' তাহা দিব্য জননীর হাত হ'তে
নিয়োজিল ত্রিবার্ষিক উৎসব-নৃত্যে—
ইথে দেব দিওনুসস বড় প্রীতি মানে।

শেষ স্তবক

কী আনন্দ! পাহাড়ে পাহাড়ে
ধাবমান নর্তকীদল হ'তে ১৩৫
যবে কেহ খসি' পড়ে ভূমে, পরি' মেধ্য মৃগচর্ম,
হতছাগ-রক্তপান, আম-মাংস-ভোজের উল্লাসে
ফ্রিগীয় ও লিদীয় পাহাড়ে ধ্বনিময় দেবের চালনে
ফুকরায় 'এউঐ' 'এউঐ'—কী আনন্দ ওরে। ১৪০
ভাসে ধরা দুধের প্রবাহে
ভাসে মদিরায়
ভাসে মৌমাছির মধুতে।
যেন সিরীয় ধূপের ধূম উড়ায়ে উড়ায়ে
উচ্চে ধরি পাইনের জলন্ত মশাল ১৪৫
থির্সাস হাতে বাকখস্ দ্রুত ছোটে নাচিয়া গাহিয়া।
দুলি' দুলি' উচ্চ রবে
নৃত্যভ্রষ্টে করে উত্তেজিত ; -
বায়ুতে ভাসায়ে দেয়
চারু কেশরাশি। ১৫০
'এউঐ' 'এউঐ' ধ্বনি-মাঝে গর্জে উঠি কহে :
"ভক্তনারীবৃন্দ।
ওগো! চলো চলো চলো।

স্বর্ণ-শৃঙ্গ ৎমোলস-এর তোমরা গৌরব,
গাহ গান দিওনুসস লাগি' ১৫৫
বাজাইয়া নাকাড়া গুরু গুরু রবে,
'এউঐ'! বাক্‌থস-এর কর জয়গান
ফ্রিগীয় কণ্ঠের সঙ্গীতে।"
এদিকে মধুময় পূত বেণু ১৬০
বেজে বেজে চলে
পূত স্বর লহরে লহরে
ধাবমান নারীদল সাথে
পাহাড়ে পাহাড়ে ১৬৫
কী আনন্দ! কী আনন্দ ওরে!
চারণ-ভূমিতে মাতা সাথে অশ্বপোত-সম
মত্তাভক্তদল ক্ষিপ্রপদ শরীর ছোটায়
লম্ফনে লম্ফনে।

প্রথম বৃত্তান্ত

(বৃদ্ধ দৈবজ্ঞ তাইরেসিয়াস বাক্‌থীয় বেশে প্রবেশ ক'রে প্রাসাদদ্বারে আঘাত করছেন। কিছুক্ষণ পরে একই বেশে প্রবেশ করছেন কাদ্‌মস)

তাইরেসিয়াস। তোরণে কে আছে? প্রাসাদ থেকে ডেকে আনো ১৭০
আগেনোর-পুত্র কাদ্‌মসকে। সিদোনীয় শহর ছেড়ে[১১]
সে আগে থেবাই-নগরী গম্বুজ-মালায় ঘিরে রেখেছিল।
যাও। বলো তাকে তাইরেসিয়াস তাকে খুঁজছে।
তিনি জানেন কেন এখানে এসেছি;
জানেন, কী নিয়ে দুজন বৃদ্ধ একমত হয়েছে— ১৭৫
থির্সাস হাতে নিয়ে মৃগচর্ম পরব,
আইভি-পল্লবের মুকুট ধরব মাথায়।
কাদ্‌মস। হে বন্ধু, তোমার কণ্ঠ শুনে
ঘর থেকে বুঝেছিলাম এ স্বর জ্ঞানী কণ্ঠের।

এই তো আমি দেব-সাজে তৈরি হয়ে এসেছি। ১৮০
কারণ দিওন্যুসস যিনি আমার দৌহিত্র,
যিনি দেবরূপে মানুষের কাছে প্রকাশিত,
তাঁর গৌরব-বৃদ্ধি আমাদের প্রাণপণ কর্তব্য।
কোথায় নাচব ? কোথায় ফেলব পা,
কোথায় বা দোলাব পাকাচুলের মাথা ! পথ দেখাও তাইরেসিয়াস। ১৮৫
বৃদ্ধ বৃদ্ধকে চালিয়ে নিক। তুমি তো জ্ঞানী।
থির্সাস দিয়ে মাটিতে আঘাত দিতে
ক্লান্ত হব না আমি, দিনেও নয়, রাতেও নয়।
আনন্দে ভুলে গেছি আমরা বৃদ্ধ।

তাই। তোমার আমারই মতো ভাব।
'আমিও তরুণ , আমিও নাচের দলে জুটব। ১৯০

কাদ্। এসো, রথে ক'রে পেরিয়ে যাই পাহাড়।

তাই। কিন্তু দেবতা এতে যোগ্য সম্মান নাও পেতে পারেন।

কাদ্। আমি কি তোমায়—বৃদ্ধ বৃদ্ধকে—বালকের মতো চালিয়ে নেব ?

তাই। বিনা ক্লান্তিতে দেবতা আমাদের চালিয়ে নেবেন ওখানে।

কাদ্। শহরের শুধু কি আমরাই বাক্‌খস-এর নাচ নাচব ? ১৯৫

তাই। আমরাই শুধু সুবুদ্ধি, অন্যেরা দুর্বুদ্ধি।

কাদ্। বড় দেরি হচ্ছে ; হাত ধর।

তাই। দেখ হাতে হাত চেপে ধর।

কাদ্। মানুষের জন্ম নিয়ে আমি দেবতাদের উপহাস করব না।

তাই। দেবতাদের তত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্ম তর্ক করব না। ২০০
কালের সমকালীন পৈত্রিক ঐতিহ্যে
অধিকারী আমরা। কোনো যুক্তিই একে নাড়াতে পারে না।
সূক্ষ্ম মেধার জ্ঞানও নয়।
মাথায় আইভি-মুকুট প'রে আমায় নাচে যোগ দিতে দেখে
কেউ হয়ত বলবে—বুড়ো বয়সেও লজ্জা নেই তার। ২০৫
তা নয়, কারণ যারা নাচবে, তারা তরুণ কি বৃদ্ধ
দেবতা তা পৃথক ক'রে দেখেন না।
তিনি সকলের কাছেই চান সমান সম্মান ,

নির্বিচারে তিনি চান গৌরবের বিস্তার।

কাদ্‌। হে তাইরেসিয়াস, তুমি দিনের আলো দেখছ না ব'লে ২১০

আমি তোমার হয়ে বলব। দেখো,

এখিওন-তনয় পেন্থেয়ুস দ্রুত পায়ে প্রাসাদের দিকে আসছে;

তাকেই আমি দিয়েছি দেশের শাসনভার।

তার চাঞ্চল্য দেখো। কী অদ্ভুত কথা বুঝি সে বলবে।

(পেন্থেয়ুস-এর প্রবেশ)

পেন্থেয়ুস। দেশের বাইরে থেকে আমি শুনতে পেলাম ২১৫

শহরের অদ্ভুত মহাসংকট।

আমাদের মেয়েরা নাকি ঘর ছেড়ে

বাক্‌খস-নাচের ছলে ছুটেছে

ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ে, সাম্প্রতিক দেব দিওন্যুসসকে

—সে যেই হোক না কেন—নৃত্যের আরতিতে সম্মান দিতে। ২২০

নাচের দলের মাঝে রয়েছে ভরা পেয়ালা,

কেউ এদিকে কেউ ওদিকে গুড়ি মেরে চলেছে

নিভৃতে পুরুষের পরিচর্যায়।

বাক্‌খস-এর পুরোহিত ব'লে তারা ভান করছে,

কিন্তু আসলে বাক্‌খস নয়, আফ্রদিতেই তাদের পূজ্য। ২২৫

তাই আমি যাদের বন্দী করেছি, আমার ভৃত্যেরা

হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে তাদের রেখেছে সাধারণ কারাগারে।

যারা পালিয়েছে, আমি তাদের পাহাড় থেকে তাড়া করে আনব—

ইনো, আগাউয়ে—যিনি এখিওন-এর ঔরসে আমায় জন্ম দিলেন;

আক্তাইয়োন্ [১২] জননী আউতনয়ে— ২৩০

তাদের লৌহ শৃঙ্খলে বন্দী করে

আমি অবিলম্বে পাপপূর্ণ বাক্‌খস-বিলাস স্তব্ধ ক'রে দেব।

লোকে বলে এক পরদেশী এসেছে

—লিদিয়ার এক গুণী যাদুকর—

তার মাথায় সুগন্ধি পীত কেশদাম ২৩৫

মুখে অরুণিমা, নয়নে আফ্রদিতের বিলাস।

দিনরাত তরুণীদের নিয়ে তার বিহার

—ভুলিয়ে রাখে বাকৃখীয় কৃত্যে।
যদি এই প্রাসাদে একবার তাকে পাই,
তাহ'লে তার থির্সাস ঘোরানো ও চুল নাচানোর মজা দেখিয়ে দেব ২৪০
—কাঁধ থেকে উড়িয়ে দেব মাথা।
সে বলে, দিওনুসস এক দেবতা ;
কোনো এক সময়ে জেউস-এর উরুতে সে ছিল গাঁথা ;
আসলে বজ্রাগ্নিতে সে তার মায়ের সঙ্গে ভস্মীভূত হয়েছিল
কারণ তাব মা জেউস-এর সঙ্গে বিবাহের অলীক দাবি করেছিল। ২৪৫
এটা কি নিষ্ঠুর ফাঁসির যোগ্য নয়
পরদেশীর সেই নির্লজ্জ দম্ভ ?—সে যেই হোক না কেন।
কিন্তু এটা দেখছি আর এক বিস্ময়—
দৈবজ্ঞ তাইরেসিয়াস বিচিত্র মৃগচর্মে সেজেছে
এবং আমার মায়েব পিতা—হায় রে! কী বিদ্রূপ।— ২৫০
থির্সাস হাতে উন্মাদেব মত নাচছে। পিতা! আমি ব্যথা পাচ্ছি
তোমাদের নির্বুদ্ধি বার্ধক্য দেখে।
তুমি কি আইভি-মুকুট ছুড়ে ফেলবে না ?
থির্সাস ফেলে দেবে না হাত থেকে, ওহে মাতামহ ?
তুমি তাইরেসিয়াস! তুমিই তাকে এতে নামিয়েছ!
কী চাও তুমি ? ২৫৫
এই নূতন দেবতাকে মানুষের কাছে এনে তোমার উদ্দেশ্য
শকুনি-বিদ্যা ও হোমের দক্ষিণা-সংগ্রহ।
পলিত কেশ বার্ধক্য যদি তোমায় না বাঁচাত,
তা হ'লে শিকল প'রে তুমি বসবে বাক্‌খে-দের মধ্যে,
যেহেতু তুমিই এনেছ এই নির্লজ্জ কৃত্য। ২৬০
মেয়েদের ভোজে যেখানে কান্ত মদিরার পরিবেশন,
সে উৎসবে, আমি বলছি, নেই কোনো মঙ্গল।

খোরস। নেই এই নাস্তিক্যে। ওগো, পরদেশী, তোমার কি শ্রদ্ধা নেই
দেবতায় ?
শ্রদ্ধা নেই পার্থিব বীজের বপ্তা কাদ্‌মস-এ [১৩]
এখিওন্‌-এর সন্তান ব'লেই কি তোমার লজ্জা ? ২৬৫

তাই। জ্ঞানী যখন মুখ খুলতে পায়
মনোজ্ঞ প্রসঙ্গে, তখন বাগ্মিতা কষ্টকর নয়।
কিন্তু জ্ঞানীর মতো দ্রুত জিভ নাড়লেও
তোমার কথায় নেই ছিটে ফোঁটা বুদ্ধি।
যে লোকের শক্তি হঠকারিতায় ও সুভাষণে, ২৭০
সে জড়বুদ্ধি ব'লে কুৎসিত নাগরিক।
এই নূতন দেবতা যাঁকে তুমি বিদ্রূপ করছ,
তিনি সমগ্র হেল্লাস-এ যে কী মহিমা লাভ করবেন
তা আমি কথায় ব'লে শেষ করতে পারব না।
ওহে তরুণ, মানুষের জন্য আছেন দুই মুখ্য দেবতা ২৭৫
—এক জ্যামাতা দেবী; যে নামই দাও না তাঁকে, তিনি পৃথ্বী;
নীরস ভোজ্যে যিনি নিজে যোগান মানুষের আহার;
আর একজন, যিনি পরে এলেন, তিনি সেমেলে-র পুত্র, পৃথ্বীর প্রতিরূপ।
তিনিই আবিষ্কার করলেন দ্রাক্ষার রসাল পানীয়, দিলেন
মরণশীলদের। তিনিই অভাগা মানুষদের দুঃখ ঘুচিয়ে দেন, ২৮০
যখন তারা মদের ধারায় মেতে ওঠে।
তিনি এনে দেন ঘুম—দিন ভোর দুঃখের বিস্মৃতি;
এ ছাড়া ব্যথার আর নেই কোনো প্রতীকার।
দেবতা হ'য়েও তিনি দেব-তর্পণ, [১৪]
তাই তাঁর মাধ্যমেই মানুষ পায় সকল শ্রেয়। ২৮৫
তুমি কি বিদ্রূপ করছ এই জন্য যে তিনি জেউস-এর উরুতে
গাঁথা ছিলেন? ব্যাপারটা কত চমৎকার তা আমি তোমায় দেখাব।
বজ্রাগ্নির গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে
জেউস যখন সেই দিব্য জ্রণকে স্বর্গে টেনে নিলেন,
তখন হেরা চাইলেন তাঁকে স্বর্গ থেকে ফেলে দিতে। ২৯০
কিন্তু জেউস দিব্য দক্ষতায় প্রতীপ ফন্দি আঁটলেন;
পৃথিবী-জড়ানো বায়ু থেকে খানিকটা অংশ ভেঙে নিয়ে
তিনি তা দিয়ে প্রতিভূ গ'ড়ে হেরাকে দিলেন—
হেরা-র আক্রোশ থেকে দিওন্যুসসকে রক্ষা করলেন। কালক্রমে
লোকে বলতে শুরু করল যে তিনি জেউস-এর উরুতে গাঁথা ছিলেন। ২৯৫

দিওনুসস কোনো এক সময় হেরাদেবীর প্রতিভূ হয়েছিলেন ব'লে
'প্রতিভূ' শব্দের বিপর্যয়ের ফলে লোকে এমনি গল্প বানিয়েছে। [১৫]
যা হোক, এই দেবতা একজন দৈবজ্ঞ, কেননা বাক্থীয় উদ্দাম নৃত্যে
ও প্রমত্ততায় আছে দিব্যজ্ঞানের প্রাচুর্য
—দেবতা যখন অমিত পরিমাণে শরীবে আবিষ্ট হন, ৩০০
তখন প্রমত্তদের দেন ভবিষ্যৎ বলার শক্তি।
আরেস [১৬]-এর খানিকটা শক্তিও তাঁব আছে
—বর্শা হাতে নেবার পূর্বে সশস্ত্র ও ব্যূহবদ্ধ বাহিনীকে
ভয় এসে যখন ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়,
তখন যে মত্ততা, তাও দিওনুসস-এব দান। ৩০৫
দেল্‌ফৈ-এবও পাহাড়ে পাহাড়ে তুমি তাঁকে দেখতে পাবে,
দেখবে পাইনের মশাল হাতে তিনি দ্বিশৃঙ্গ মালভূমি লাফিয়ে পাব হচ্ছেন,
বাক্থীয় শাখা দুলিয়ে ঘোরাচ্ছেন হেল্লাস্-এব সর্বব্যাপী মহান দেব।
কিন্তু হে পেন্থেয়ুস, শোনো আমাব কথা।
বাহুবলই মানুষকে দমনে বাখে—এ ভরসা রেখো না। ৩১০
যে ধারণা পোষণ কবছ, তা যখন অসুস্থ,
তখন তাকে প্রজ্ঞা ব'লে ভুল কোবো না। ববং দেবতাকে
দেশে স্বাগত জানাও, তর্পণ করো, নাচো, মাথায় পবো মুকুট।
আফ্রদিতে-র ডাকে দিওনুসস মেয়েদের সংযমের উপর
চাপ দেন না। কিন্তু তাদের আপন স্বভাবে ৩১৫
সর্ববিষয়ে সংযম সর্বদা সহজাত।
একথা বেশ মনে রেখো—বাক্থীয় কৃত্যে
সুসংযত নারী কখনো চবিত্র হারায় না।
দেখো, তুমি আনন্দ কর যখন বহুলোক তোমার তোরণে
ভিড় জমায়, যখন নিখিল শহর পেন্থেয়ুস-নামের স্তব গায়। ৩২০
তিনিও, আমার বিশ্বাস, সম্মানিত হ'য়ে উল্লসিত হন।
সেজন্যই তো আমি ও কাদ্‌মস, যাকে তুমি বিদ্রূপ করছ—
আমরা মাথায় আইভি-মুকুট প'রে নাচব।
পলিতকেশ বৃদ্ধযুগল আমরা—তবু নাচব।
তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে দেবতার বিরুদ্ধে লড়ব না। ৩২৫

তোমার পাগলামি বড় উৎকট ; যে বিষে জর্জরিত তুমি
কোনো ঔষধে তার উপশম নেই।

খো। ওগো বৃদ্ধ, তুমি জ্ঞানী। তোমার কথায় ফৈবসকেও লজ্জা দাওনি,
আবার ধ্বনিময় মহান দেবকেও করেছ সম্মানিত।

কা। বৎস, তাইরেসিয়াস তোমায় চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন। ৩৩০
আমাদের সঙ্গে থাকো, থেকো না ঐতিহ্যের বাইরে।
এখন শূন্যে উড়ছে তোমার মন, জেনেও জানছ না তুমি।
তুমি যেমন বলছ, তিনি যদি দেবতা নাও হন,
তুমি তাঁকে দেবতা ব'লে মেনে নাও। চতুর মিথ্যায় বলো
তিনি দেবতা, যাতে সেমেলে দেবজননীরূপে প্রকাশ পায় ৩৩৫
এবং আমাদের ও সমস্ত বংশের গৌরব বাড়তে পারে।
তুমি তো জান আক্তাইয়োন-এর[১৭] দারুণ দুর্ভাগ্য ;
আম-মাংসলোভী যে কুকুরীদলকে সে পালন করেছিল,
তারা ক্রোধে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল
কারণ শিকারে সে আর্তেমিস্-এর চাইতেও বড় ব'লে দম্ভ করেছিল। ৩৪০
তোমার যেন সেই দশা না হয়। এসো, তোমার মাথায়
আইভি-মুকুট পরিয়ে দিই ; এসো, যোগ দাও আমাদের সঙ্গে দেবপূজায়।

পে। আমার দিকে হাত বাড়িও না। যাও, পাগলের নাচ নাচো।
আমার গায়ে তোমার পাগলামি মাখিয়ো না।
তোমার নির্বুদ্ধিতার এই গুরুকে আমি শাস্তি দেব। ৩৪৫
কেউ আসুক তাড়াতাড়ি।
পাখীর পক্ষপাত-দর্শনের আসনে গিয়ে
শাবল দিয়ে মাটি চাড় দাও, উপড়ে ফেলো,
চারদিকে সব কিছু ছড়িয়ে দাও,
মালাগুলি ঝড়ের-বাতাসে উড়িয়ে দাও ৩৫০
এই ক'রে আমি তার আঁতে ঘা দেব।
শহর ঘুরে কেউ কেউ খুঁজে বের করো
সেই মেয়েলি পরদেশীকে যে আমাদের মেয়েদের মধ্যে
অদ্ভুত এক রোগ ছড়াচ্ছে এবং আমাদের বিবাহ-শয্যা পঙ্কিল করছে।
যদি হাতে পাও, তা হ'লে তাকে শেকল পরিয়ে ৩৫৫

এখানে টেনে আনো ; পাথরের মার খেয়ে খেয়ে ম'রে
সে দেখতে পাবে থেবাইয়ে তার উৎসবের তিক্ত পরিণাম।

তাই। ওরে নিষ্ঠুর! জান না কোথায় কী বলছ।
এখন তুমি উদ্দাম পাগল, আগে ছিলে খেপাটে।
এসো, কাদ্‌মস, আমরা যাই। এসো, আমরা প্রার্থনা করি ৩৬০
তার জন্য—সে যতই পশু হোক না কেন—
এবং থেবাই-এর জন্য, যাতে দেবতা হঠাৎ কিছু ক'রে না বসেন।
আইভি-জড়ানো দণ্ড নিয়ে এসো কাছে ;
আমার দেহটা তুমি সামলানোর চেষ্টা করো, এবং আমি করি তোমার।
দুই বুড়ো পড়লেই লজ্জার কথা। যাই হোক, ৩৬৫
জেউস-তনয় বাক্‌খস-এর সেবা করা উচিত।
হে কাদ্‌মস, পেন্থেয়ুস যেন তোমার ঘরে
দুর্ভোগ না আনে[১৮]। দেবজ্ঞানে বলছি না,
বলছি তাব কাজ দেখে। আনাড়ীই আনাড়ী কথা বলে।

(তাইবেসিয়াস ও কাদ্‌মস-এর প্রস্থান)

খোরস দ্বিতীয় গাথা

প্রথম স্তবক

হায়! হে ভক্তি! ওগো দেবেশ্বরি! ৩৭০
হায়! হে ভক্তি!
স্বর্ণপক্ষ নিয়ে এ ধরায় নামিয়াছ তুমি।
শুনিতেছ কানে কী বলিছে পেন্থেয়ুস?
শোনোনি কি কানে কী স্পর্ধা উঠিছে গুমরি
লক্ষ্য করি' ধ্বনিময়ে সেমেলে-তনয়ে— ৩৭৫
মুকুটে কুসুমে মাল্যে শোভিত উৎসবে
সুধন্যগণের মাঝে যিনি সুরপতি।
আছে শক্তি তাঁর
আহ্বানিতে নর্তকের দলে,
বেণু-রবে রবে ফুটাইতে হাসি, ৩৮০

ঘুচাইতে দুর্ভাবনারাজি,
জ্যোতির্ময় দ্রাক্ষাগুচ্ছ যবে দেবতার ভোজে
বিচ্ছুরিত করে দিব্য বিভা ;
আইভি-মণ্ডিত উৎসবে যবে
সুরাপাত্র জনে জনে ঢালে নিদ্রা গভীর তৃপ্তির। ৩৮৫

প্রথম প্রতিস্তবক

বল্গাহীন রসনার
যুক্তিহীন মূর্খতার
পরিণাম দুঃখ দুর্বিপাক।
কিন্তু শান্ত জীবনের ধারা,
বিবেক-বিতত বর্ত্ম ৩৯০
রহে অচঞ্চল,
নিরাপত্তা দেয় ঘরে ঘরে।
স্বর্গবাসিগণ বাস করে সুদূর দ্যুলোকে,
তবু দৃষ্টি রাখে মানুষের ক্রিয়া-কর্মে।
চাতুর্য বিবেক নহে ; ৩৯৫
অমর্ত্য বস্তুর চিন্তা
সঙ্কুচিত করে আয়ু।
উচ্চ কামনা যার
সে কভু লভে না হস্তগত ধনে।
এই পথ মোর মতে তাহাদের ৪০০
মূঢ় যারা, ভ্রান্ত যারা ভ্রান্ত উপদেশে।

দ্বিতীয় স্তবক

আফ্রদিতে-নিকেতনে
কুপ্রস-এ[১৯] যদি পারিতাম যেতে।
যেথায় মনোহারী মনোজ-দেবেরা
চরাইছে মর্ত্য জনে জনে ; ৪০৫

যদি পাফস-এ[২০] পাইতাম যারে
শতমুখধারা পরদেশী নদী
বিনা মেঘজলে করিছে উর্বর।
পাইতাম যদি সুন্দরীরতন পিয়েরিয়া[২১]
কলাদেবীগণের নিবাস ৪১০
অলুম্পস-পুণ্য পার্শ্বদেশে।
সেথা মোরে নিয়ে চলো, ধ্বনিময়। ওগো ধ্বনিময়।
'এউঐ'-রবোন্মত্ত হে মোর দেবতা!
সেথা লাবণ্য-ভগিনীত্রয়[২২],
সেথা রতির কুমার[২৩], সেথা স্বীয় অধিকারে ৪১৫
উন্মত্ত উৎসব পালে বাক্খে ভক্তদল।

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

জেউস্-নন্দন দেব
রমিছে ভোজনে পানে,
ভালোবাসে শান্তিদেবীরে
আনন্দদায়িনী যিনি তরুণ-পালিকা। ৪২০
সুখীরে অসুখীরে দেয়
সম অধিকার
ক্লেশ-হারী সুরা-উপভোগে।
ঘৃণা করে তারে
দিবা ও রমণনিশি ভোর
নিঃস্পৃহ যে সুখময় জীবনযাপনে; ৪২৫
জ্ঞানময় চিত্তবৃত্তি ত্যজি'
যে থাকে মানুষের গণ্ডীর বাহিরে।
জনতার সংস্কার-আচার ৪৩০
অব্যাজ সরল বলি'
আমি বরি তারে।

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত

(পেন্থেয়ুস-এর ভৃত্যদল শৃঙ্খলিত দিওনুসস-কে নিয়ে এল)

ভৃত্য। হে পেন্থেয়ুস, আমরা এসেছি ; তোমার নির্দেশে
শিকার ধ'রে এনেছি।
আমাদের ছুটোছুটি ব্যর্থ হয়নি। ৪৩৫
শিকারটি নেহাত ভাল মানুষ ; সে ছুটে পালায়নি ;
বরং স্বেচ্ছায় হাত এগিয়ে দিলে।
মুখ হল না মলিন, পানারুণ গালের রূপান্তর হল না ;
'তাকে বেঁধে আনবার জন্য সে হাসিমুখে জিদ ধরল।
গড়িমসি ক'রে আমাদের কাজ সহজ ক'রে দিল। ৪৪০
লজ্জায় তাকে বললাম : ওহে পরদেশী, স্বেচ্ছায়
তোমায় নিচ্ছি না, নিচ্ছি পেন্থেয়ুসের আদেশে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন।
তা ছাড়া যে বাক্খেদের ধ'রে শৃঙ্খল পরিয়ে
সাধারণ কাবাগারে আপনি আটকে রেখেছিলেন,
তারা মুক্ত হয়ে মাঠে মাঠে পালিয়ে গেছে ; ৪৪৫
সেখানে তারা নৃত্য করতে করতে ধ্বনিময় দেবের আবাহন করছে।
তাদের পায়ের বাঁধন আপনা আপনি খসে পড়েছিল,
মানুষের হাত না লেগেই দ্বারগুলোর তালা গিয়েছিল খুলে[২৪]।
নানা বিভূতি নিয়েই এই লোকটি থেবাইয়ে এসেছে।
এখন কী হবে, সে ভাবনা আপনার। ৪৫০

পেন্থেয়ুস। ওর হাত খুলে দাও। জালে ধরা প'ড়ে
সরে পড়বার জন্য ও এতটুকুও চঞ্চল নয়।
হে পরদেশী, তোমার দেহ রূপহীন নয়—
বিশেষ ক'রে মেয়েদের কাছে, যাদের জন্য তুমি থেবাইয়ে এসেছ।
দীর্ঘ তোমার কুঞ্চিত কেশদাম, কুস্তির অনুপযোগী, ৪৫৫
গালেব উপর লম্বিত বাসনার উদ্দীপন।
প্রসাধনে, সূর্যের তাপে নয়,
ছায়ায় ছায়ায় বর্ণ তোমার গৌর।
রূপ তোমার আফ্রদিতেকে বাঁধবার ফাঁদ।
কিন্তু আগে বলো, তোমার জাত কোথায় ? ৪৬০

দিওনুসস। এটা অহংকারের কথা নয়, সহজ কথা ;
পুষ্পিত ৎমোলস কোথায় জান কি ?

পেস্থে। জানি, সার্দেইস্-নগরীর মেখলা ৎমোলসের গিরিমালা।

দি। আমি সেখানকারই ; লিদিয়া আমার পিতৃভূমি।

পে। হেল্লাসে কোথা থেকে এই কৃত্য এনেছ ? ৪৬৫

দি। জেউস-তনয় দিওনুসস আমায় দীক্ষিত করেছেন।

পে। সেখানে কি এমন জেউস্ আছেন যিনি নূতন নূতন দেবতা
উৎপাদন করেন ?

দি। না। একই জেউস্ যিনি এখানে সেমেলেকে বিয়ে করেন।

পে। তিনি তোমায় বশে আনলেন রাতে না দিনের আলোকে ?

দি। চোখে চোখ রেখে তিনি আমায় সঁপে দিয়েছেন তাঁর কৃত্যগুলি। ৪৭০

পে। তোমার মতে এগুলি কীরূপ ?

দি। অদীক্ষিতের এটা জানবারও নয়, শোনবারও নয়।

পে। দীক্ষিতদের এগুলি কী ফল দেয় ?

দি। জ্ঞেয় হলেও জানবার অধিকারী তুমি নও।

পে। বেশ চাতুরী খেলছ যাতে আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগে। ৪৭৫

দি। দেবের কৃত্যগুলি অধার্মিকদের ক্ষতি করে।

পে। তুমি বলছ তুমি এই দেবকে চোখে দেখেছ ; কেমন রূপ তাঁর ?

দি। আপন ইচ্ছায় যে রূপ নিলেন, আমার ইচ্ছায় নয়।

পে। আবার চালাকি করছ ; কিছুই বলছ না।

দি। জ্ঞানীর কথা মূর্খের কাছে বাজে কথা হয়ে ওঠে। ৪৮০

পে। আগে তুমি কি এই দেবকে আর কোথাও নিয়েছিলে ?

দি। সকল পরদেশীরা তাঁরই কৃত্য অনুসারে নাচছে।

পে। তা বটে। তারা সকলে হেল্লাসের তুলনায় জড়বুদ্ধি।

দি। প্রথার ভিন্নতা থাকলেও এ বিষয়ে তারা সূক্ষ্মদর্শী।

পে। তোমাদের অনুষ্ঠান দিনে না রাতে ? ৪৮৫

দি। সাধারণত রাতে ; আঁধারের আছে এক বিশেষ পবিত্রতা।

পে। মেয়েদের কাছে অন্ধকার হল প্রবঞ্চক ও ব্যভিচারী।

দি। দিনের আলোয়ও চলতে পারে নির্লজ্জ পাপ।

পে। কুৎসিত বিতণ্ডার জন্য তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত।

দি। তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত তোমার মূঢ়তা ও নাস্তিকতার জন্য। ৪৯০
পে। বেপরোয়া এই বাক্‌খস! বাগ্মিতায় অদক্ষও নয়।
দি। বলো, কী শাস্তি দেবে? আমার জন্য কোন্ দুর্ভোগ ঠিক করেছ?
পে। প্রথম আমি তোমার চারু কেশ কেটে নেব।
দি। আমার এই কেশ পবিত্র, দেবের উদ্দেশে আমি এ কেশ পোষণ করি।
পে। দ্বিতীয়ত, হাত থেকে থির্সাস্ আমায় দাও। ৪৯৫
দি। নিজের হাতে কেড়ে নাও; দিওন্যুসসের প্রতীক ব'লে আমি তা বয়ে থাকি।
পে। তোমার দেহটা আমি কারাগারে বাধব।
দি। যখনই চাইব দেবতা স্বয়ং এসে মুক্তি দেবেন।
পে। যখনই বাক্‌খে-দের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকবে।
দি। এখনও পাশে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন আমাব কষ্ট। ৫০০
পে। কোথায় তিনি? আমাব চোখের সামনে তো নেই।
দি। আছেন আমাব সামনে; কিন্তু অধার্মিক ব'লে তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।
পে। ধবো ওকে। ও আমাকে ও থেবাই-কে অপমান করছে।
দি। সুবুদ্ধি হয়ে আমি দুর্বুদ্ধিকে বলছি—আমায় বেঁধো না।
পে। তোমার চেয়ে বেশি শক্তিধর ব'লে আমি বলছি—তাঁকে বাঁধো। ৫০৫
দি। তুমি জান না কী বলছ, কী করছ, তুমিই বা কে[২৫]।
পে। আমি তো পেন্থেয়ুস আগাউয়ের পুত্র; এখিওন্ আমার পিতা।
দি। ঐনামে তুমি দুর্ভাগ্যের বলি ব'লে চিহ্নিত[২৬]।
পে। যাও। অদূরে মন্দুরায় বেঁধে বাখো তাকে
যাতে সে কেবল ঘন অন্ধকার দেখতে পায়। ৫১০
সেখানেই নাচো। তোমার পাপের সহকারীরূপে
যে-মেয়েদের সঙ্গে এনেছ, তাদের আমি বেচব,
অথবা ঝন্‌ঝনানি ও ঢাকের বাজনা থেকে তাদের হাত
কেড়ে নিয়ে আমি ক্রীতদাসীর তাঁতের কাজে লাগাব।
দি। চললাম। অ-দৃষ্ট যে অদৃষ্ট তা আমাকে পোহাতে হবে না ৫১৫
আর তুমি—তোমার অহংকারেব জন্য
সেই দিওন্যুসস তোমায় দেখে নেবেন যাঁর অস্তিত্ব তুমি মানছ না।
আমার উপর অত্যাচার ক'রে তুমি তাঁকেই নিগড়ে বাঁধতে চলেছ।

খোরস তৃতীয় গাথা

স্তবক

হে ! আখেলউস-দুহিতা,
সুকুমারী দির্কে[27] মহীয়সী, ৫২০
উচ্ছ্বসিত তব জলস্রোতে
একদা রাখিলে ধরি' জেউস্-তনয়ে।
তখন অমর সে-বজ্রাগ্নি হতে
জনক জেউস্ ধরি তারে
বাঁধি' উরুমাঝে নাদিল গম্ভীরে— ৫২৫
এসো, এসো, দিথুরাম্বস্[28]।
পুরুষ গর্ভে মোর এসো।
হে বাক্খে-দলপতি। এই নামে
থেবাই-নগরে তোমারে ঘোষিতে চাহি।
কিন্তু তুমি দির্কে, ওগো ভাগ্যবতী, ৫৩০
সমুকুট নর্তকদল সাথে
তব কাছ হতে ফেলে দিলে মোরে।
কেন অপমান ? কেন বিতাড়ন ?
দিওনুসসের সুরার
দ্রাক্ষাপুষ্ট প্রসাদের নামে কহি শোনো, ৫৩৫
একদিন তোমারে পূজিতে হবে ধ্বনিময়ে

প্রতি স্তবক

কী প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশে
পেন্থেয়ুস পৃথিবীকুমার !
একদা নিল সে জন্ম সর্পদন্তকুলে[29]
পৃথ্বীজ এখিওন জনক তাহার। ৫৪০
বন্য দানব সে;
মানবকুলে নহে তো মানব,
রক্ত-ভোজী রাক্ষস

দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী!
অবিলম্বে শৃঙ্খলে বাঁধিবে মোরে ৫৪৫
ধ্বনিময়-ভক্তদাসীরে।
সঙ্গিনী নর্তকীদলে
রেখেছে লুকায়ে
গৃহ-অভ্যন্তরে অন্ধ-কারাগারে।
দেখিতেছ কি হে! দিওনুসস জেউস্-তনয়? ৫৫০
দেখিতেছ তব চারণীরা
যুঝিতেছে অত্যাচারে?
হে হিরন্ময়মুখ! থির্সাস্ দোলায়ে
নামি' এসো অলুম্পস হতে
শোণিত-তৃষালু অত্যাচারী জনে করহ দমন। ৫৫৫

শেষ স্তবক

হে দিওনুসস্! কোথা তুমি?
পশুপালিনী নুসা-য়[30] কোন্ প্রান্তে
থির্সাস্ হাতে মিলাইছ নর্তকীদলে
কোরুকসেব[31] কোন্ সে চূড়ায়?
শীঘ্রই দেবে দেখা ৫৬০
ঘনবৃক্ষ অলুম্পসের গুপ্ত কুঞ্জমাঝে,
পূর্বে যেথা অর্ফেউস্[32] বীণা-তানে তানে
সুরে মোহি' এনেছিল কাছে বৃক্ষবাজি
এনেছিল বন্যপশুগণে।
ভাগ্যবতী ওগো পিয়েরিয়া! ৫৬৫
বাক্‌খস প্রসাদে তোরে।
বিলাস-উৎসবে আসিবে সে
সাথে নিয়ে সুনর্তকীদলে;
অতিক্রমি' ক্ষিপ্রস্রোতা আক্সিয়স্
আনিবে সে কেলিরত মত্তনারীগণে; ৫৭০

অতিক্রমি নদপিতা লিদিয়াস[৩৩]
মানবের সুখকল্পতরু—
সুচারু জলের নিষেকে যে
উর্বরা করিছে
সুতুরঙ্গ ভূমিরে। ৫৭৫

দি। (প্রাসাদ থেকে) ওরে ওরে বাক্‌খেদল।
শোনো শোনো শোনো মোর বাণী।

খো। কে ও? কে ও? কোথা হতে আসে ধ্বনি?
আমারে কি ডাকিছে বাক্‌খস?

দি। ওরে। ওরে। ডাকিছি আবার ৫৮০
সেমেলের পুত্র আমি, জেউস্‌-তনয়।

খো। হে রাজা। হে রাজা।
এসো এসো নৃত্যদলে
ওগো ধ্বনিময়। ওগো ধ্বনিময়।

দি। ওগো! মহীয়ান ভূমিকম্প, ভূমিতলে দাও নাড়া। ৫৮৫

খো। হা। হা!
পেস্থেয়ুসের গৃহচূড়া
কাঁপি' ত্বরা পড়িবে খসিয়া।
গৃহশিরে দিওনুসস!
সেবা করো তারে।—সেবা করি মোরা। ৫৯০
দেখো, স্তম্ভ সাথে নড়িতেছে পাথরের কড়ি।
গৃহমাঝে ধ্বনিছে ধ্বনিময়—
হারে রেরে রেরে।

দি। মুক্ত করো ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের জ্বালা;
দগ্ধ করো, দগ্ধ করো পেস্থেয়ুস-নিলয়। ৫৯৫

খো। হা। হা। আগুন দেখিছ নাকি? লক্ষ করিছ কি
জ্বলিছে আগুন পবিত্র সমাধি ঘিরে সেমেলের
যারে পূর্বে বজ্রপাত সঁপে দিল
জেউস্‌-এর বজ্রাগ্নি মাঝে।
ফেলি' দাও, ভূমে ফেলি' দাও ৬০০

কম্পমান দেহ ওরে। মত্তনারীবৃন্দ।
আসিছে জেউস্‌-পুত্র পরমেশ
মথিয়া প্রাসাদ উর্ধ্ব-অধ-রূপে।

তৃতীয় বৃত্তান্ত

(দিওনুসস প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে)

দি। পরদেশী ওগো নারীদল! ভয়ে কি এতই বিভোল
মাটিতে প'ড়ে আছ? তোমরা দেখেছ বুঝি ৬০৫
বাক্‌খস পেন্থেয়ুসের ঘর ঝাঁকিয়ে চুরমার করছে।
ওঠো, বুকে বল ধরো, দেহ থেকে কাঁপুনি ঝেড়ে ফেলো।

খো। বাক্‌খস-উৎসবে প্রকাশিত ওগো মহাজ্যোতি!
নিভৃতে একাকী ছিলাম; তোমায় দেখে এখন কী আনন্দ!

দি। ভিতরে আমায় নিয়ে গেলে তোমরা কি এই ভয়ে নিরাশ হয়েছিলে ৬১০
যে, আমি পেন্থেয়ুসের অন্ধ-কারাগারে বন্দী হব?

খো। কেনই বা না? তুমি বিপাকে পড়লে আমার রক্ষক কে হবে?
কিন্তু সেই অধার্মিকের হাতে প'ড়ে মুক্তি পেলে কী ক'রে?

দি। আমি অনায়াসে অক্লেশে নিজেকে মুক্ত করেছি।

খো। সে কি শক্ত কড়ায় তোমার হাত দুটো বাঁধেনি? ৬১৫

দি। এতে আমি তার দর্প ভেঙ্গে দিলাম। আমায় বাঁধছে ভেবে
শূন্য আশার মোহে পড়ে সে আমায় ছোঁয়ওনি, ধরেওনি।
যেখানে নিয়ে আমায় আটকে রাখল, সেখানে ডাবার কাছে
একটি ষাঁড় দেখল। তার হাঁটু ও খুর জড়িয়ে শিকল বাঁধতে বাঁধতে
সে রাগে গরগর করতে লাগল, ঘামে নেয়ে উঠে ৬২০
ঠোঁট কামড়াতে লাগল। আমি কিন্তু তার পাশে
আরামে ব'সে তামাসা দেখতে লাগলাম। ঠিক এমনি সময়
বাক্‌খস এসে ঘরখানা ঝাঁকিয়ে মায়ের সমাধির পাশে
আগুন জেলে দিলেন। এই দেখেই পেন্থেয়ুস ঘরে আগুন লেগেছে ভেবে
এদিক-ওদিক ছুটোছুটি ক'রে ক্রীতদাসদের হাঁক দিয়ে জল আনতে ৬২৫
বলল। প্রত্যেক ভৃত্যই কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল—সবই পণ্ডশ্রম।
আমি মুক্ত হয়েছি ভেবে সে সে-কাজ ছেড়ে

ঘরের ভিতর থেকে কৃষ্ণ কৃপাণ টেনে নিয়ে এগিয়ে এল।
তখন মনে হয়—আমার ধারণা বলছি—ধ্বনিময় কক্ষের মধ্যে
এক মায়ামূর্তি গ'ড়ে তুললেন। পেন্থেয়ুস ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
আক্রমণ করল ; ৬৩০
আমার গলা কাটছে ভেবে সে স্বচ্ছ বাতাসেই আঘাত হানতে লাগল।
এসব ছাড়াও বাকৃখস অনেক ভাবে তাকে অপদস্থ করলেন।
তার প্রাসাদ ভূমিসাৎ করলেন। তার গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখে
আমার বাঁধনই তার জ্বালা হয়ে উঠল। অবসাদে
কৃপাণ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে ৬৩৫
লড়তে সাহস করেছে। আমি কিন্তু ঘর থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এসে
পেন্থেয়ুসকে আমল না দিয়ে তোমাদের সামনে হাজির।
মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে ভারি পদক্ষেপের আওয়াজ উঠছে।
এক্ষুনি সে আমাদের সামনে আসবে। এসব সম্বন্ধে সে এখন
কী বলবে ?
যতই সে বড়াই করুক না কেন, আমি তার বাখানি সহজে সইব। ৬৪০
কারণ জ্ঞানী ক্রোধ দমন ক'রে প্রশান্ত থাকেন।

(পেন্থেয়ুসের প্রবেশ)

পে। অনেক দুর্ভোগ ভুগেছি ; হাতছাড়া হল পরদেশী
সবেমাত্র যাকে শৃঙ্খলের বাঁধনে অসহায় রেখেছিলাম।
এ কী ? সে যে এখানে ?
ব্যাপারটা কী ? কী ক'রে বেরিয়ে এসে তুমি ৬৪৫
এই প্রাসাদের সামনে উঠলে ?

দি। স্তব্ধ হও। মন্থর হোক তোমার ক্রোধের পদক্ষেপ।

পে। বাঁধন খুলে কী ক'রে বেরিয়ে এলে ?

দি। আমি কি বলিনি—তুমি কি শোননি—যে, একজন আমায় মুক্ত করবে ?

পে। কে ? সব সময় তুমি উদ্ভট কথা বলছ। ৬৫০

দি। মানুষকে যিনি দেন ফল-প্রচুর দ্রাক্ষালতা।

পে। (যিনি সুরার নেশায় থেবীয়দের শাসন করতে চান ?)[৩৪]

দি। দিওন্যুসসকে নিয়ে চমৎকার তোমার অপ্রস্তুত প্রশংসাটি।

পে। আমার আদেশ—চারিদিককার গম্বুজদ্বার রুদ্ধ করো।

দি। এ কী কাণ্ড? দেবতারা কি প্রাচীর ডিঙিয়ে আসতে পারেন না?

পে। বিবেচনার অবসর যখন নয়, তখনই তুমি বিবেচক। ৬৫৫

দি। বিবেচনার অবসর যখন বেশি, তখনই আমি বিবেচক।

আগে কিন্তু শুনে বোঝো কী সংবাদ

তোমার দুত পাহাড় থেকে নিয়ে এল।

আমি আছি, পালাব না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। থেবাই-দেশের অধীশ্বর হে পেন্থেয়ুস! ৬৬০

আমি আসছি কিথাইরোন[৩৫] ছেড়ে

অঝোর যেখানে শুভ্র তুষারের চটুল আসার।

পে। জরুরি কী খবর নিয়ে আসছ?

দূত। আমি দেখে এলাম সেই সব মত্ত শুভ্রতনু বাক্‌খে-দের

যারা আবেগের দংশনে শহর থেকে ছুটে গেছে। ৬৬৫

তোমায় হে রাজা, এবং শহরকে বলতে উৎসুক আমি

কী অদ্ভুত, কী তাক-লাগানো কাণ্ড তারা করছে।

কিন্তু আমি জানতে চাই ওখানে কী ঘটছে

তা নির্ভয়ে তোমায় বলব, না চেপে যাব।

হে রাজা! আমি ভয় করি তোমার কোপন স্বভাব, ৬৭০

তোমার মেজাজ এবং তোমার রাজকীয় অধৈর্য।

পে। বলো, বলো; তুমি আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে যেতে পারবে।

সংলোকের উপর রাগ করা শোভন নয়।

বাক্‌খেদের সম্বন্ধে তোমার সংবাদ যত ভয়াবহ হবে

তত ভয়াবহ শাস্তি তাকে দেব যে মেয়েদের ৬৭৫

শিখিয়েছে এমনি কুৎসিত কলা।

দূত। পৃথিবী-তাপন প্রথম রবিকরে

চারণভূমির অভিমুখে

পশুপাল পাহাড় বেয়ে উঠছে

এমনি সময় দেখলাম নর্তকীদের তিনটি দল। ৬৮০

প্রথম দলের নেত্রী আউতনয়ে, দ্বিতীয়ের

তোমার মা আগাওয়ে, তৃতীয়ের ইনো।

সকলেই শরীর এলিয়ে শুয়ে আছে।
কেউ কেউ পাইনের গায়ে কেশদামের ঠেসান দিয়ে আছে;
কেউ কেউ আরামে মাটিতে ওক-পাতায় ৬৮৫
মাথা রেখেছে সরল শালীনতায়—তুমি যেমনটি বলেছিলে,
মদে মাতালও হয়নি, রেণুরবে নিভৃত অরণ্যে
আফ্রদিতে-র সন্ধানেও যায়নি।
তোমার মা বাক্‌খেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে
সশৃঙ্গ পশুদের হাম্বারব শুনেই ৬৯০
ঘুম থেকে শরীরগুলো নেড়ে তুলতে চেঁচিয়ে উঠলেন।
তারা চোখ থেকে নিবিড় ঘুম ঝেড়ে ফেলে
খাড়া হয়ে উঠল—সলাজ কমনীয়তার কী চমৎকার দৃশ্য!
যুবতী, বৃদ্ধা, অপরিণীতা কুমারী।
তারা প্রথম কাঁধের উপর চুল খুলে দিল, ৬৯৫
যাদের কটিবন্ধ শিথিল ছিল, তারা
মৃগচর্ম এঁটে নিল, যে সাপগুলো দিয়ে কৃষ্ণসার-চর্ম
কোমরে জড়িয়ে বাঁধছিল, তারা তাদের গাল চাটছিল।
কেউ কেউ মৃগশিশু ও বন্য বৃকশাবকদের
বাহুবন্ধনে জড়িয়ে শুভ্র স্তন্যদান করছিল— ৭০০
সদ্যজাত শিশুদের ছেড়ে এসেছিল
স্ফীতস্তনী ঐ জননীরা। তারা মাথায় পরল
আইভি, ওক ও ফুলেল ইউয়ের মুকুট।
একজন থির্সাস্ হাতে নিয়ে পাথরে ঘা দিতে লাগল;
সঙ্গে সঙ্গে ফিন্‌কি দিয়ে উঠল উচ্ছল জলের ঝর্ণা। ৭০৫
আর একজন মাটিতে লাঠি ঠুকতেই
দেবতা সেখান থেকেই মদের ধারা ছুটিয়ে দিলেন;
শুভ্রপানীয় পিপাসুরা
আঙুলের ডগা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতেই
পেল দুধের প্রবাহ। আইভি-মণ্ডিত থির্সাস্ থেকে ৭১০
বিন্দু বিন্দু ঝরতে লাগল সুস্বাদু মধুর ধারা।
উপস্থিত হয়ে এসব দেখলে তুমি যে দেবতাকে এখন

অবজ্ঞা করছ, তাঁরই কাছে যেতে প্রার্থনা নিয়ে।
আমরা গোপালক ও মেষপালকেরা একত্র হয়ে
মেয়েরা যে সব ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত কাণ্ড করছিল, ৭১৫
তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক বাধিয়ে দিলাম।
আমাদের মধ্যে শহর-চলা এক বাগ্মী
আমাদের সকলকে বলল : "পর্বতের পবিত্র মালভূমির
ওগো অধিবাসীরা! তোমরা কি চাও আমরা
পেন্থেয়ুস-এর মাতা আগাউয়ে-কে বাক্‌খস-উৎসব থেকে ধ'রে নিয়ে ৭২০
রাজাকে প্রসন্ন করব?" তার কথা আমাদের ভাল লাগল
এবং ঝোপের পাতার আড়ালে লুকিয়ে
আমরা ওত পেতে রইলাম। এদিকে মেয়েরা যথাসময়ে
নাচের শুরুতে থির্সাস দুলিয়ে
সমস্বরে জেউস-তনয় ধ্বনিময় ইয়াক্‌খসকে[৩৬] ৭২৫
আবাহন করতে লাগল। নিখিল পর্বত ও বন্যপশুরা
সমতালে নাচতে লাগল। উত্তেজনায় অস্থির কিছু থাকল না।
লাফিয়ে উঠে আগাউয়ে আমার কাছে এসে পড়লেন;
আমিও যে ঝোপে লুকিয়ে ছিলাম তা ছেড়ে
তাঁকে ধরবার জন্য সম্মুখে ছুটে গেলাম। ৭৩০
কিন্তু তিনি চেঁচাতে লাগলেন : "ওহে! আমার ক্ষিপ্রপদ কুক্কুরীদল!
হায়! আমরা এদের শিকার হলাম। তোমরা এগিয়ে এসো,
আমায় অনুসরণ করো থির্সাস-প্রহরণ হাতে নিয়ে।"
আমরাও পালিয়ে বাক্‌খেদের বিদারণ থেকে
রক্ষা পেলাম। তারা কিন্তু নিরস্ত্র হাতে ৭৩৫
তৃণভূমিতে চারণশীল পশুদের তাড়াতে লাগল।
তুমিও দেখতে পেতে এক মহিলা হাম্বারবরত
পূর্ণস্তনী এক বৎসতরীকে নিজের হাতে ফাড়ছে।
অন্যেরা গরুগুলোকে টুকরো টুকরো করছে।
দেখতে পেতে পাঁজরা, চেরা খুরগুলি ৭৪০
এদিক ওদিক ছড়ানো আছে; কতক বা রক্তাপ্লুত অঙ্গ
পাইনের ডালে ঝুলে রক্ত ঝরাচ্ছে।

শিঙ বাঁকিয়ে উত্তেজিত ষাঁড়গুলি
তরুণীদের হাজার হাজার হাতের গুঁতোয়
হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ছে। ৭৪৫
তোমার রাজকীয় চোখের নিমেষের চেয়েও
দ্রুততায় তারা ষাঁড়গুলোর ছাল খুলে নিচ্ছে।
তারপর ছোটার চোটে উড়ন্ত পাখিদের মতো
তারা গিয়ে উঠল আসোপস-নদীর ধারে
থেবাইয়ের সমৃদ্ধশস্য-ভাণ্ডার নিম্ন সমতলে। ৭৫০
কিথাইরোন্ পর্বতের পাদদেশে হুসিয়ায়
ও এরুথ্রায় এসে শত্রুদের মতো
তারা এদিক ওদিক উল্টোপাল্টা ক'রে সব কিছু
তচ্‌নচ্‌ ক'রে ফেলল। গৃহ থেকে ছিনিয়ে আনল শিশুদের।
যা কিছু কাঁধে ফেলে রাখল, সে সব বাঁধন ছাড়াও ৭৫৫
আঁকড়ে রইল এবং কালো মাটিতে পড়ল না।
তাদের হাতে না ছিল পিতল, না ছিল লোহা।
চুলে বইছিল আগুন, তবু পুড়ল না। বাকখেদের আক্রমণে
ক্রুদ্ধ হ'য়ে লোকেরা অস্ত্র তুলে নিল।
তখন, হে রাজা। এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে হল। ৭৬০
তাদের নিশিত তীরগুলি রক্ত ঝরাতে পারল না,
বরং বাকখেরা হাতের থির্সাস ছুঁড়ে
ক্ষত করল, পালাতে বাধ্য করল
নারীরা পুরুষদের, দেবতার বিনা সাহায্যে নয়।
তারপর তারা ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল ৭৬৫
দেবতার দেওয়া সেই ঝর্ণার কাছে।
তারা রক্ত ধুয়ে ফেলল, সাপগুলো এদিকে জিভ দিয়ে
রক্ত-বিন্দু চেটে চেটে তাদের গালগুলো কান্ত করে তুলল।
অতএব হে রাজা। এই দেবতা যেই হোক না কেন
তাঁকে শহরে অভ্যর্থিত করো। নানা মহিমা ছাড়াও ৭৭০
লোকে বলে, আমি শুনেছি,
তিনি মানুষকে দিয়ে থাকেন দুঃখান্তক মদিরা।

মদিরা ছাড়া প্রেম নেই,

মানুষকে আনন্দ দেবার মতো বাকি থাকে না আর কিছু।

খো। রাজার কাছে সোজা কথায় বলতে ৭৭৫

ভয় পাচ্ছি ; তবুও বলব।

দিওনুসস কোনো দেবতার চেয়ে ছোট নন।

পে। জলন্ত অগ্নির মতো বাক্‌খেদের পাপাচারের আঁচ

আমাদের গায়ে লাগছে—হেল্লাস-এর চোখে মহালজ্জা।

কিন্তু আর দ্বিধা করব না। এলেকত্রা-তোরণে যাও ; ৭৮০

বলো গিয়ে সকল ঢালীকে,

দ্রুতপদ অশ্বারোহীকে,

যারা ফলক দোলায়, যারা স্বহস্তে ধনুর্গুণে টংকার তোলে—

বলো তাদের বাক্‌খেদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে।

কারণ, নারীদের হাতে যে নির্যাতন সইছি, ৭৮৫

তার তুলনা নেই।

দি। হে পেন্থুস! আমার কথা শুনেও তোমার মতি বদলাচ্ছে না।

আমি তোমার হাতে নিগৃহীত হয়েও

বলছি, দেবতার বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ তোমার উচিত নয়।

শান্ত হয়ে থাকো। উৎসব-মুখর পর্বত থেকে ৭৯০

বাক্‌খেদের তাড়া করলে ধ্বনিময় তা সইবেন না।

পে। তুমি কি আমায় শিক্ষা দিচ্ছ? বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছ

এই তো যথেষ্ট। আবার শাস্তি দেব নাকি?

দি। আমি বরং এই দেবের উদ্দেশে বলি দিতাম, ক্রোধে

অঙ্কুশের আঘাতের প্রতিরোধ করতাম না।[৩৭] তুমি যে মানুষ,

দেবতা নও। ৭৯৫

পে। বলিই দেব—নারীবলি। এই তাদের পাওনা।

কিথাইরোন্-এর কুঞ্জে কুঞ্জে অনর্থ ঘটাবে।

দি। তোমরা সকলেই পালাবে। কী লজ্জাই না পাবে পিতলের ঢাল

যদি বাক্‌খেদের থির্সাস্-এর আঘাতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পে। এ পরদেশী অতি খল ; তার সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ছি। ৮০০

নির্যাতনে বা আক্রমণে সে মুখ বন্ধ করবে না।

দি। বন্ধু! সুব্যবস্থার এখনো সুযোগ আছে।

পে। কী ক'রে? আমার ক্রীতদাসদের ক্রীতদাস হয়ে?

দি। আমি ঐ মেয়েদের বিনা অস্ত্রে এখানে নিয়ে আসব।

পে। এ্যাঁ! তুমি আমার বিরুদ্ধে ছলনার কু-মতলব আঁটছ! ৮০৫

দি। কী ছলনা? ইচ্ছা করলে কলাগুণে আমি তোমায় বাঁচাতে পারি।

পে। তাদের সঙ্গে তোমার যোগসাজশ আছে, যাতে নাচে ছেদ না পড়ে।

দি। হাঁ, যোগসাজশ। সত্যি। কিন্তু দেবতার সঙ্গে।

পে। তোমরা আমার অস্ত্র নিয়ে এসো। আর তুমি থামো!

দি। শোনো শোনো! তারা পর্বতে একসঙ্গে কী ক'রে বিহার করে ৮১০
তাই চোখে দেখতে চাও তো!

পে। নিশ্চয়ই! হাজার হাজার সোনার তালের বিনিময়ে।

দি। তা দেখবার এমন ব্যাকুল কামনা হল কেন?

পে। হল বটে, কিন্তু পানোন্মত্তাদের দৃশ্য আমার পক্ষে ক্লেশকর হবে।

দি। তুমি কি তা হ'লে সানন্দে ক্লেশকর দৃশ্য দেখবে? ৮১৫

পে। পাইনের ছায়ায় চুপচাপ ব'সে দেখতে চাই।

দি। চুপিসারে গেলেও তারা কিন্তু তোমায় খুঁজে বের করবে।

পে। প্রকাশ্যে যাব। ঠিক বলেছ তুমি।

দি। আমি কি তোমায় নিয়ে যাব? পথে নামবে তুমি?

পে। যত শীঘ্র নিয়ে চলো। আর তর সইছে না। ৮২০

দি। তাহলে সারা অঙ্গে ক্ষৌমবাস জড়িয়ে নাও।

পে। এ কী? পুরুষ থেকে কি নারীতে রূপান্তরিত হব?

দি। যাতে তারা তোমায় পুরুষ দেখে মেরে না ফেলে।

পে। বেশ বলেছ। আবার তোমায় বুদ্ধিমান ব'লে মনে হচ্ছে।

দি। দিওনুসস আমায় সবই শিখিয়েছেন। ৮২৫

পে। যে সুশিক্ষা আমায় দিচ্ছ তা কাজে লাগাব কী ক'রে?

দি। ঘরের ভিতরে গিয়ে আমি তোমায় সাজিয়ে দেব।

পে। কী পোশাকে? মেয়েলি পোশাকে? আমি লজ্জায় পড়ব।

দি। তা হ'লে বাক্‌খেদের প্রত্যক্ষ দেখবার আগ্রহ বুঝি জুড়িয়ে গেছে।

পে। কী পোশাক আমায় পরিয়ে দেবে বলছ?

দি। তোমার মাথায় এলিয়ে দেব এলো চুল। ৮৩০

পে। তোমার কল্পিত প্রসাধনের দ্বিতীয় দফাটি কী ?

দি। চরণচুম্বী ঘাগরা। মাথায় পরাব কেশবন্ধনী।

পে। এ ছাড়া আর কিছু পরাবে ?

দি। হাতে থির্সাস ; গায়ে কৃষ্ণসার-চর্ম। ৮৩৫

পে। আমি কিছুতেই মেয়েলি পোশাক পরতে পারব না।

দি। তা হ'লে বাক্খেদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার রক্তপাত হবে।

পে। ঠিক কথা। আড়ি পেতে দেখবার আগে ওখানে পৌঁছতে হবে।

দি। নষ্টামি দিয়ে নষ্টামি ওপড়ানোর চাইতে এটা অনেক ভাল।

পে। কী ক'রে কাদ্মস-শহর দিয়ে অজান্তে যেতে পারব ? ৮৪০

দি। গুপ্ত পথে আমরা যাব ; আমি নিয়ে যাব পথ দেখিয়ে।

পে। সবই ভাল যদি বাক্খেরা দেখে না হাসে।

আগে ঘরে যাই ; পরে ভেবে দেখব কোন্‌টা উচিত।

দি। দেখবে দেখো, কিন্তু আমার পক্ষে সবই তৈরি।

পে। আচ্ছা, যাচ্ছি। হয় সশস্ত্র হয়ে যাব ৮৪৫

না হয় তোমার পরামর্শে চলব।

(পেন্থেয়ুস প্রাসাদে ঢুকলেন)

দি। হে নারীবৃন্দ ! লোকটি ফাঁদে পা বাড়াচ্ছে।

এ বাক্খেদের কাছে পৌঁছবে ; সেখানে মৃত্যু দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে।

হে দিওনুসস ! এখন তোমার কাজ। কারণ তুমি দূরে নেই।

ওকে শাস্তি দেওয়া যাক। প্রথম অবুঝ পাগলামি ভরে ৮৫০

ওর মাথাটা দাও গুলিয়ে। মাথা ঠিক থাকলে

মেয়েলি পোশাক পরতে কিছুতেই রাজী হবে না।

কিন্তু মন থেকে ছাড়া পেয়ে সে এটা পরবে।

আমি তাকে নারীবেশে শহরের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাবার সময়

থেবীয়দের পরিহাসের পাত্র তাকেই ক'রে তুলতে চাই ৮৫৫

যে ক্ষণপূর্বে আস্ফালন প্রকাশে ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছিল।

আমি যাচ্ছি পেন্থেয়ুসকে সেই বেশ পরাতে

যা নিয়ে মায়ের হাতে নিহত হ'য়ে

সে পাতালে প্রবেশ করবে। এমনিভাবে সে চিনবে

জেউস-তনয় দিওনুসসকে যিনি ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার— ৮৬০

যেমন অতি ভয়ঙ্কর, তেমনি মানুষের কাছে পরম কারুণিক।

(দিওনুসস প্রাসাদে ঢুকলেন)

খোরস চতুর্থ গাথা

স্তবক

আবার কি দীর্ঘযামা রজনীতে
নৃত্যে নৃত্যে শুভ্র পদ করিব বিন্যাস
বাক্খস-মত্ততায় মাতি'
শিশিরার্দ্র বায়ে দোলাইয়া মোর গ্রীবাখানি? ৮৬৫
তরুণী হরিণী যথা উপবনমাঝে
লীলা করে শ্যামল প্রমোদে,
ছাড়া পেয়ে দুরন্ত তাড়না হ'তে
রক্ষীর নাগাল টুটি'
উত্তরিয়া চলে দৃঢ়গ্রন্থি জাল। ৮৭০
ব্যাধেরা যখন উচ্চকণ্ঠনাদে
লেলায় কুকুরে,
হরিণী তখন মহাত্রাসে পদক্ষেপে তুলি ঝড়
লাফাইয়া চলে নদীতীরে সমতলে
তরুণ তরুর কিশলয়চ্ছায়ে ৮৭৫
জনহীন বনমাঝে জুড়ায় নিজেরে।
প্রজ্ঞা কাহার নাম?
শত্রুশিরে বিজয়ীর হস্ত-চাপ হ'তে
মানুষের কাছে
দেবতার শুভতর দান আর কি বা আছে? ৮৮০
কাম্য যাহা, নিত্য প্রিয় তাহা।

প্রতিস্তবক

দেবতার তেজ মন্দচারী বটে
কিন্তু তবু প্রয়োগে অমোঘ হ'য়ে

ঋজু ক'রে তোলে
আত্মম্ভরী দম্ভীজনে— ৮৮৫
ছন্নমতি যে জন নাহি পূজে দেবে
কিন্তু কুটিল রহস্যে
গুপ্ত করি' কালের মন্থর পদ
দেবগণ তাড়ায় অশুচিরে।
জ্ঞানে ও কর্মে ৮৯০
কোনো জন নাহি যাবে ঋত অতিক্রমি';
অল্পই হারায়ে যায় যদি মানি দেবতারে—
সে যাহাই হউক না কেন—
শক্তির আধার দেব
কালের বিবর্তে চিরধ্রুব, ৮৯৫
নিত্য জাগরণ যার প্রকৃতি-অন্তরে।
প্রজ্ঞা কাহার নাম?
শত্রুশিরে বিজয়ীর হস্ত-চাপ হ'তে
মানুষের কাছে
দেবতার শুভতর দান আর কী বা আছে? ৯০০
কান্ত যাহা, নিত্যপ্রিয় তাহা।

মূলগায়েন

কত সুখী সে, সমুদ্রের ঝড় হ'তে ত্রাণ পেয়ে যে
বন্দরে উঠেছে আসি';
কত সুখী সে সংকট-উত্তীর্ণ যে।
ধনে ও শক্তিতে ৯০৫
কেহ বা অন্যেরে ছাপায়ে ওঠে;
সহস্র সহস্র আশা উতলিয়া ওঠে;
পরিণামে কিছু আশা সমর্পিত সুখে,
অবশিষ্ট আপনি ঝরিয়া পড়ে।
জীবিত যে দিনে দিনে সুখময় ৯১০
তাকে বলি ভাগ্যবান॥

চতুর্থ বৃত্তান্ত

(দিওনুসস ও পেন্থেয়ুস-এর প্রবেশ)

দি। হে পেন্থেয়ুস। বলি শোনো। পাপীর উৎসাহে
উৎসাহিত তুমি অ-দ্রষ্টব্যকে দেখতে চাও বুঝি।
প্রাসাদেব বাইরে এসে দেখা দাও।
বাকখস-এব মত্তা ভক্তার বেশে ৯১৫
গোপনে দেখতে যাবে তোমাব মাকে ও তাব দলেব কাজ।
তোমায় দেখাচ্ছে কাদ্‌মস-এব এক মেয়ের মতো।
পে। সত্যি! আমি যেন দেখছি দুটো সূর্য।
আমি দেখতে পাচ্ছি দুটো থেবাই ও সপ্তদ্বাব প্রাচীব।
মনে হচ্ছে তুমি যেন ষাঁড় হ'য়ে আমায় পথ দেখাচ্ছ। ৯২০
আব তোমার মাথায় গজাচ্ছে শিঙ্।
কখনো কি পশু ছিলে? এখন তো তুমি বৃষে রূপান্তরিত।
দি। এখন দেবতা আমাদেব সহচব, আগে সুমনা ছিলেন না,
আজ কিন্তু অনুকূল। এখন দ্রষ্টব্যকে দেখছ।
পে। কেমন দেখাচ্ছে আমায়? ইনো বা আমাব মা ৯২৫
আগাউয়ে-র অঙ্গহাব কি আমাব মধ্যে দেখতে পাচ্ছ?
দি। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যেন তাদেবও দেখছি।
এ কী? তোমাব একটি অলক যে ঝুলছে।
কিন্তু আমি তো এটাকে কেশবন্ধনীতে জড়িয়ে রেখেছিলাম।
পে। প্রাসাদের ভিতরে মাথা নেড়ে নেড়ে ৯৩০
নাচবার সময় আমি এটাকে খুলে ফেলেছিলাম।
দি। তোমার প্রসাধনের দায়িত্ব আমার—
আমিই আবার এটাকে তুলে বাঁধছি। মাথা তোলো।
পে। দেখো! তুমিই সাজাচ্ছ। আমি তো তোমার হাতেই।
দি। শিথিল তোমার কটিবন্ধন, ঘাগরার ভাঁজগুলিও ৯৩৫
পায়েব উপর সমান হ'য়ে পড়ছে না।
পে। আমার মনে হচ্ছে ডান পায়ে ঠিকই আছে,
কিন্তু বাঁ পায়ে ওপরে উঠে গেছে।
দি। নিশ্চয়ই তুমি আমায় তোমার সেরা বন্ধু ব'লেই মানবে

যখন তুমি তোমার ধারণার বিরুদ্ধে দেখবে বাক্‌খেরা শান্ত সংযত। ১৪০
পে। ডান ও বাঁ হাতের কোন্‌টায় থির্সাস নিলে
আমায় ঠিক বাক্‌খে-র মতো দেখাবে ?
দি। তুমি নেবে ডান হাতে, সঙ্গে সঙ্গে ডান পা বাড়াবে।
তোমার মতান্তরের জন্য ধন্যবাদ।
পে। বাক্‌খেরা যেখানে নাচে কিথাইরোন্‌-এর সেই ঢালু অঞ্চলকে ১৪৫
আমি কি কাঁধে ক'রে বইতে পারব ?
দি। ইচ্ছে হ'লে বইবে। আগে তোমার মন সুস্থ ছিল না,
এখন কিন্তু যেমন হওয়া উচিত তেমনটি।
পে। হাতে কি শাবল নেব ? অথবা কাঁধ ও বাহুর চাপ দিয়ে
নিজের হাতে পাহাড়টা উপড়ে নেব ? ১৫০
দি। না না, ভেঙে দিও না অপ্সরাদের মন্দির
আর মুরলীমুখর পান-এর[৩৮] বিহারভূমি।
পে। চমৎকার কথা। বাহুবলে মেয়েদের জয় করতে নেই।
আমি লুকিয়ে থাকব পাইন-বনে।
দি। তুমি লুকিয়ে থাকবে এমন লুকোবার জায়গায় ১৫৫
যা বাকখে-সন্ধানী কপট-চরের যোগ্য।
পে। আমার মনে হচ্ছে ওরা যেন কুঞ্জের পাখি—
কমনীয় প্রেমের জালে আটকানো।
দি। তাই তো তুমি তাদের প্রহরায় প্রেরিত।
তুমি হয় তো ওদের ধরতে পারবে—তাদের হাতে আগে যদি না পড়। ১৬০
পে। আমায় নিয়ে চলো থেবাইয়ের মাঝ দিয়ে,
কারণ আমিই তো এই অতিসাহসের কাজে সকলের মধ্যে একমাত্র পুরুষ।
দি। তুমি একা—সকল শহরের প্রায়শ্চিত্তে তুমি একেবারে একা।
তাই তো যোগ্য দুঃসময় তোমার জন্য অপেক্ষিত।
এখন চলো। আমি তোমায় নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছি। ১৬৫
সেখান থেকে কিন্তু আর একজন তোমায় ফিরিয়ে আনবে।
পে। হ্যাঁ, আমার জীবদাত্রী।
দি। সকলের প্রত্যক্ষে।
পে। তাই তো যাচ্ছি।

দি। তুমি ফিরবে বাহনে।

পে। আহা! কতই না আরামে।

দি। তোমার মায়ের হাতে।

পে। কোমল জীবনে ঠেলতে চাইছ ?

দি। কোমল জীবন ? তবে তাই।

পে। তাই তো' আমার প্রাপ্য। ৯৭০

(পেন্থেয়ুস-এর প্রস্থান)

দি। নির্মম তুমি নির্মম। তুমি চলেছ এমন নির্মম দুঃখের দিকে
যা তোমায় দেবে আকাশস্পর্শী খ্যাতি।
হে আগাউয়ে। তোমার হাত বাড়াও। হাত বাড়াও ওগো
কাদ্‌মস-এর আপন দুহিতারা। আমি এই তরুণকে নিয়ে চলেছি
এমন এক মহাযুদ্ধে যাতে বিজয়ী হব আমি, ৯৭৫
বিজয়ী হবে ধ্বনিময়। অবশিষ্ট যা, তা হবে প্রকট।

(দিওনুসস-এর প্রস্থান)

খোরস পঞ্চম গাথা

স্তবক

যাও, লুসসা-র[৩৯] ক্ষিপ্র কুকুরেরা, ছুটে যাও পাহাড়ে।
কাদ্‌মস-এর কন্যারা যেথা দলে দলে নাচে।
মত্ততার অঙ্কুশ হানো নারীদলে :
সেথা ধায় মোহিনীর সাজে ৯৮০
বাক্‌খে-সন্ধানী গুপ্ত ক্ষিপ্ত চর।
খাড়াই পাহাড় হতে মাতা তারে প্রথম হেরিবে
লক্ষ্যকারী তস্করেরে যেন।[৪০]
বাক্‌খেদলে উচ্চস্বরে ডাকিয়া কহিবে :
"ওরে ও বাক্‌খেদল। গিরিচারী কে ঐ সন্ধানী ৯৮৫
পর্বতে পর্বতে আসে—আসে
কাদ্‌মস-কন্যাদের কাছে ? কে দিয়েছে জন্ম তারে ?
নহে সে, কভু নহে মানবীর গর্ভজাত,
নিশ্চয়ই আত্মজ সে বন্য সিংহিনীর

অথবা লিবীয় গর্গোর পুত্র।"[৪১] ৯৯০
মূর্ত হোক শাসন-বিধাত্রী,
মূর্ত হোক খড়্গপাণি।
হানুক গ্রীবায় তাবে—
নিরীশ্বর নির্লজ্জ নির্ঘাতক
এখিওন-সন্তান পৃথিবীর গর্ভজাত। ৯৯৫

প্রতিস্তবক

অন্যায়-মতলবী যে অসংযত-ক্রোধ[৭২]
তব উৎসবের তরে, হে বাকখস,
তব মাতৃসমারোহ হেতু ক্ষিপ্তমনা—
অলীক দম্ভাশ্রয়ী সে— ১০০০
মনে ভাবে বলে জিনিবে যাহা স্বতই অজেয়।
তার তরে মৃত্যু আসে চিন্তার শোধনরূপে।
বিনা তর্কে দৈব ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ,
মর্ত্যতার স্বীকৃতিতে নিঃশোক জীবন।
নহি হিংসি জ্ঞান, ১০০৫
কিন্তু সুখ মোর অন্যতর লক্ষ্যের সন্ধানে—
মহনীয়, প্রত্যক্ষগোচর। সাধ্য মোর সুন্দরের মাঝে
জীবনের নিত্য সন্তরণ, অহর্নিশি শুদ্ধ ধর্মাচার,
দেবতারে পূজি' অন্যায় কর্মের শাস্তির
অব্যাহতি লাভ। ১০১০
এসো, শাসন-বিধাত্রী!
মূর্ত হও খড়্গপাণি।
গ্রীবাপথে হানো তারে—
নিরীশ্বর নির্লজ্জ নির্ঘাতক
এখিওন-এর পৃথ্বীজাত সন্তান। ১০১৫
মূর্তি ধরো ঋষভের,
মূর্তি ধরো বহুশিরা দানবের,[৪৩]
মূর্তি ধরো অগ্নিদীপ্ত কেশরীর!

এসো, এসো হে বাক্‌খস !
এসো অধরে ধরিয়া হাসি ১০২১
বাক্‌খেদের শিকারী কণ্ঠে
বেঁধে দাও মরণের ফাঁস।
সে যে আসে ঝাঁপায়ে পড়িতে বাক্‌খেদলে।

পঞ্চম বৃত্তান্ত

দ্বিতীয় দূত। হায়রে বংশ ! হেল্লাস-এর মাঝে ধন্য ব'লে
পূর্বপরিচিত হায়রে বংশ !
হায়রে ! সিদোনীয় বৃদ্ধ রাজা ! তুমিই আরেস-এর ক্ষেত্রে ১০২৫
বুনেছিলে সর্প দানবের পৃথ্বীজাত ফসল।
ক্রীতদাস হয়েও তোমার জন্য আমার কতই না শোক !
প্রভুর দুর্ভাগ্য অনুগত ভৃত্যের হৃদয় স্পর্শ করে।
খো। এ কী ? বাক্‌খেদের সম্পর্কে তোমার কি কিছু নূতন কথা আছে ?
দূত। এখিওন-এর পুত্র পেন্থেয়ুস মরেছে। ১০৩০
খো। হে রাজা ধ্বনিময় ! মহান দেবরূপে তুমি আত্মপ্রকাশ করেছ।
দূত। বলছ কী ! এ কী কথা শুনছি ? হে নারী !
আমার প্রভুর পতনে তুমি আনন্দ করছ ?
খো। এউঐ ! আমি পরদেশী, পরদেশী সুরে গাই।
শৃংখলের ভয়ে আর আমায় ভেঙে পড়তে হবে না। ১০৩৫
দূত। তুমি কি ভাবছ থেবাই পুরুষহীন ?
(তোমায় শাস্তি দিতে পারে এমন কেউ নেই ?)[৪৪]
খো। থেবাই নয়, দিওনুসস, দিওনুসস আমার প্রভু।
দূত। জানি তুমি ভক্ত। কিন্তু হে নারীবৃন্দ !
অন্যের সর্বনাশে উল্লাস কি ভাল ? ১০৪০
খো। বলো, বলো আমায়, দৈবের কোন্ আঘাতে মরল
সেই দুষ্টটা দুষ্টামির ফাঁদ পাততে গিয়ে ?
দূত। থেবাই নগরের বাস ছেড়ে
আসোপস-নদী পার হয়ে

নগ্নশৈল কিথাইরোনে পৌঁছে গেলাম ১০৪৫
পেন্থেয়ুস ও আমি—আমি আমার প্রভুর সঙ্গ নিয়েছিলাম—
এবং ঐ পরদেশী যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল দর্শনীয় দেখাতে।
প্রথম বসলাম তৃণাঞ্চিত উপত্যকায়
নিঃশব্দ পদে নীরব কণ্ঠে
যাতে দৃষ্টির অন্তরালে সবই দেখা যায়। ১০৫০
খাড়াইয়ে-ঘেরা, ঝর্ণা-সিক্ত, পাইন-ছায়ায় স্নিগ্ধ
একটি মালভূমি দেখা যাচ্ছিল যেখানে ব'সে
বাক্খেরা সুখকর কাজে হাত চালাচ্ছিল।
তাদের কেউ কেউ ঝরা-পাতা থির্সাস-এর মাথায়
কচি আইভির মুকুট পরিয়ে দিচ্ছিল। ১০৫৫
অন্যেরা জোয়াল ছাড়া নানারঙা অশ্ব তরুণীদের মতো
ডাকে-সাড়ায় বাকখীয় গান গাইছিল।
কিন্তু বেচারা পেন্থেয়ুস নারীদল দেখতে না পেয়ে
ব'লে বসলেন: "হে পরদেশী। যেখানে আছি
সেখান থেকে অলীক বাকখেদের কাছে আমার দৃষ্টি পৌঁছাচ্ছে না।, ১০৬০
কিন্তু টিলায় বা উচ্চশির পাইনের ডগায় উঠে
আমি ঠিক দেখতে পাব তাদের নির্লজ্জ লীলা।"
তারপর পরদেশীর অদ্ভুত কাণ্ড দেখলাম।
পাইনের আকাশস্পর্শী চূড়ো মুঠোয় পুরে
সে তা টেনে টেনে আরও টেনে কালো মাটিতে নিয়ে এল। ১০৬৫
গাছটি ধনুর মতো নুইয়ে পড়ল, ছুতারের কম্পাসে-আঁকা
অর্ধবৃত্তের মতো তা জঙ্গম চক্রের আভাস ঘটাল।
এইভাবে পরদেশী পাইন-শাখা হাতে নিয়ে
মাটিতে নুইয়ে দিল—মর্ত্য মানুষের অসাধ্য কাজ।
পেন্থেয়ুস-কে শাখায় বসিয়ে ১০৭০
সে টানা গাছটিকে হাতের মুঠো থেকে এমনি সাবধানে
ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল যাতে পেন্থেয়ুস ঠিকরে না পড়েন।
গাছটি আমার প্রভুকে কাঁধে নিয়ে
উচ্চ আকাশে খাড়া হয়ে উঠল।

তিনি বাক্‌খেদের যতটা দেখলেন তার চাইতে তাদের
নজরে পড়লেন বেশি। ১০৭৫
উঁচুতে পেন্থেয়ুস-কে দেখা যেতে না যেতে
পরদেশীকে আর দেখা গেল না।
কিন্তু আকাশে ধ্বনিত হল উচ্চকণ্ঠ, মনে হল
স্বয়ং দিওন্যুসস ডেকে বলছেন: "হে নারীবৃন্দ।
আমি তাকেই তোমাদের সামনে ধ'রে দিচ্ছি যে বিদ্রূপ করেছে ১০৮০
তোমাদের, আমাকে ও আমার কৃত্যগুলিকে। তোমরাই
প্রতিশোধ নাও।"
একথা বলতে বলতে তিনি জ্বেলে দিলেন
এক পবিত্র অগ্নিশিখা আকাশ ও পৃথিবীর অভিমুখে।
আকাশ হল নিস্তব্ধ, উপত্যকার গাছে গাছে
নিস্তব্ধ পাতা, শোনা গেল না পশুর চিৎকার। ১০৮৫
এদিকে বাকখেরা দৈববাণী স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে
খাড়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।
আবার বাণী শোনালেন দেবতা।
বাকখস-এর আদেশ স্পষ্ট বুঝতে পেরেই
পারাবত-বেগে দ্রুতপদে ব্যাকুল উৎসাহে ১০৯০
ছুটে চলল কাদ্‌মস-কন্যারা—
মাতা আগাউয়ে, তাঁর ভগ্নীরা ও সকল বাক্‌খে।
দেবের নিঃশ্বাসে প্রমত্ত হয়ে তারা
ধারাসঙ্কুল উপত্যকা ও খাড়াই লাফিয়ে লাফিয়ে চলল।
পাইন-গাছের ডগায় আমার প্রভুকে দেখেই ১০৯৫
তারা তাঁর দিকে দুরন্তভাবে পাথর ছুড়তে লাগল।
দুর্গতুল্য টিলার মাথায় চ'ড়ে
বল্লমের মতো পাইন-শাখা তারা নিক্ষেপ করল।
অন্যেরা বায়ুপথে থির্সাস ক্ষেপণ করতে লাগল
হতভাগ্য পেন্থেয়ুসকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ব্যর্থ হল তারা। ১১০০
তাদের ক্রোধের নাগালের বাইরে উচ্চস্থানে ব'সে
বেচারা পেন্থেয়ুস আপন অসহায়তার জালে জড়িয়ে পড়লেন।

অবশেষে তারা ওক-গাছের ডাল ছিনিয়ে
অ-লৌহ শাবলে শিকড় খুঁড়তে লাগল।
তাদের শ্রম নিষ্ফল হলে আগাউয়ে ব'লে উঠলেন : ১১০৫
"এসো, বাক্খেরা, এসো। ঘিরে দাঁড়িয়ে
আমরা গাছটাকে সাপটে ধরি,
ধরি ঐ উঁচুতে-বসা পশুটাকে যাতে ও ফাঁস করতে না পারে
দেবের গুপ্ত নৃত্যোৎসব। তারা হাজার হাতে
গাছটাকে সাপটে ধ'রে উপড়ে ফেলল। ১১১০
চূড়ায় আসীন পেন্থেয়ুস অধোমুখে
মাটিতে খ'সে পড়লেন হাজার বিলাপের ধ্বনি তুলে—
তিনি বুঝেছিলেন সর্বনাশ আসন্ন।
বলির প্রথম হোতা হলেন তাঁর জননী।
তিনি তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাজা মাথা থেকে ১১১৫
মুকুট খসিয়ে ফেললেন যাতে হতভাগিনী আগাউয়ে
তাঁকে চিনতে পেরে হত্যা না করেন। তাঁর গাল ছুঁয়ে তিনি বললেন :
"হে জননী। আমি পেন্থেয়ুস, তোমার আপন সন্তান,
এখিওন-এর ঘরে তুমিই আমায় প্রসব করেছিলে।
মা গো, আমায় দয়া করো। আমার পাপের জন্য ১১২০
তুমি সন্তান হত্যা কোরো না।"
কিন্তু আগাউয়ে—মুখে তাঁর ফেনার বুদ্বুদ,
ঘূর্ণ্যমান পাগলা চোখ দুটি, মনে পাশবিক মত্ততা—
বাকখস-এর ভরে কিছুই শুনলেন না।
পুত্রের বাঁ হাত ধ'রে পায়ে পাঁজরা চেপে ধ'রে ১১২৫
বেচারার কাঁধ ছিঁড়ে ফেললেন,
আপন শক্তিতে নয়,
দেবতাই তাঁর হাত দুটো সহজ-সাধন ক'রে তুললেন।
ইনো পেশীগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে অন্য হাতখানি ধ্বংস করলেন।
আউতনোয়ে সদলে সকলে ভিড় ক'রে দাঁড়ালেন। ১১৩০
বহু কণ্ঠ থেকে উঠল জড়ানো চিৎকার—
পেন্থেয়ুস-এর প্রাণ-আঁকড়ানো গোঙানি,

বাক্খেদের জয়োল্লাস। কেউ নিল বাহু,
কেউ জুতো-পরা পা ; ছেঁড়াছিঁড়িতে পাঁজরা
বেরিয়ে এল ; সকলে রক্তমাখা হাতে ১১৩৫
পেন্থেয়ুস-এর অঙ্গগুলি লুফতে লাগল।
দেহটি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হল ; কোনো অংশ পড়ল
রুক্ষ প্রস্তরে, কোনো অংশ ঘনবনের পত্রবহুল শাখায়।
অঙ্গগুলির অন্বয় দুঃসাধ্য। অভাগা মাথাটি
মাতা হাতে পেয়ে থির্সাস-এ গেঁথে নিলেন, ১১৪০
যেন কিথাইরোন-এর মধ্য দিয়ে
পার্বত্য সিংহের মাথাটি নিয়ে চলেছেন।
বাক্খস-নৃত্যে বোনেদের রেখে
শোকাবহ শিকারের উল্লাসে মেতে
তিনি আসছেন শহরে। আবাহন করছেন ১১৪৫
মৃগয়া-সহচর শিকার-সহকর্মী জয়দৃপ্ত বাকখস-এর
যাঁকে সঁপে দেবেন জয়ের অশ্রু-সিক্ত নৈবেদ্য।
আগাউয়ে প্রাসাদে পৌঁছবার পূর্বেই
আমি কিন্তু স'রে যাচ্ছি এ সব ব্যাপার থেকে।
সংযম ও দেবপূজাই শ্রেষ্ঠ, ১১৫০
এগুলির সংরক্ষণ মরণশীলের শ্রেয় পথ।

(দূতের প্রস্থান)

খোরস্- ষষ্ঠ গাথা

মূলগায়েন

এসো, নাচি বাক্খস সম্মানে,
সর্পদানবাত্মজ পেন্থেয়ুস পতনে
উচ্চকণ্ঠে গাহি গাথা। ১১৫৫
নারীবেশে সাজি'
হাতে নিল দণ্ডরূপে শোভন থির্সাস
—নিল নিশ্চিত মরণ।

বৃষ দেখাল তারে পতনের পথ।
কাদ্‌মস-দুহিতা, ওরে বাক্‌খে-দল, ১১৬০
উজ্জ্বল উৎফুল্ল জয়ের শেষ পরিণাম
আর্তনাদ, অশ্রুপাত।
শোভন সংগ্রাম বটে—
জননীর হাত বাহি' পুত্ররক্ত পড়িছে ঝরিয়া।
কিন্তু হেরিতেছি আগাউয়ে পেন্থেযুস-জননী ১১৬৫
আসিছে প্রাসাদপানে। ঘূর্ণ্যমান আঁখিতারা।
এসো, যাপি বাক্‌খস-উৎসব।
(আগাউয়ের প্রবেশ)

স্তবক

আগাউয়ে। আসিয়াব ওহে বাক্‌খেদল।
খো। কেন ডাকিছ আমায় ?
আ। গিরি হতে এনেছি প্রাসাদে
সজীব আইভি, ১১৭০
সুধন্য শিকার।
খো। হেরিতেছি। জয় হোক নৃত্যসঙ্গিনীর।
আ। বিনা জালে ধরেছি শিকার।
দেখো, দেখো, বন্যসিংহের তরুণ শাবক! ১১৭৫
খো। একান্তের কোন্ স্থান হতে ?
আ। কিথাইরোন হতে।
খো। কিথাইরোন ?
আ। কিথাইরোন বধেছে তারে।
খো। কে ধরিল তারে ?
আ। প্রথম বাখানি মোর।
নৃত্যোৎসবে তাই তারা গাহে "ধন্য আগাউয়ে"। ১১৮০
খো। দ্বিতীয় বা কে ?
আ। কাদ্‌মস্-এর…

খো। কাদ্‌মস-এর কে ?

আ। কন্যা,

মোর পরে হানিল-পশুকে—মোর পরে।

কত না সুভাগা ওরে মোদের শিকার।

প্রতিস্তবক

আ। এসো, বসো ভোজে।

খো। বসিব ভোজে ? হায়রে। অভাগিনী !

আ। তাজা এ তরুণ জীব। ১১৮৫

ঝুলিছে গালের 'পরে

প্রচুর পেলব কেশ।

খো। এ হেন কেশে মনে হয় বন্য পশু।

আ। চতুর শিকারী বাকখস।

চতুরতা সাথে লেলাইল ১১৯০

বাকখেদলে ঐ পশুর পশ্চাতে।

খো। সত্যই তো। শিকারী মোর রাজা

আ। স্তুতি কর মোর ?

খো। করি স্তুতি।

আ। অবিলম্বে কাদ্‌মস-এর প্রজা

খো। এবং পুত্র পেন্থেয়ুস

আ। করিবে মায়ের স্তুতি ১১৯৫

আনিয়াছি হেরি' সিংহ-শিশুর শিকার।

খো। আশ্চর্য শিকার।

আ। আশ্চর্য ছলায় ধৃত।

খো। উল্লসিত তুমি ?

আ। উল্লসিত।

মহান এ শিকারে আমি

সাধিয়াছি মহা অবদান সকলের প্রত্যক্ষগোচর।

ষষ্ঠ বৃত্তান্ত

খো। হায় অভাগিনী। নাগরিকদের দেখিয়ে দাও ১২০০
বিজয়িনীর এই শিকার।

আ। গম্বুজ কিরিটিনী থেবাই-নগরীর ওহে জনগণ!
দেখবে এসো, কাদ্‌মস-এর কন্যারা
কী পশু মেরে এনেছে;
থেসালীয় চর্মে-বাঁধা বল্লমে নয়, ১২০৫
জালে নয়, কেবল শ্বেত বাহুব অঙ্গুলি ক্ষেপণে।
অস্ত্র-কারিগরদেব যন্ত্রস্তুতিতে কী লাভ?
কী লাভ অস্ত্রের প্রয়োগে?
আমরা নিজেদের হাতে ধ'রে
পশুটার অঙ্গগুলি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছি। ১২১০
কিন্তু কোথায় আমার বৃদ্ধ পিতা? কাছে আসুন।
পুত্র পেন্থেযসই বা কোথায়? সে একটা লম্বা মই এনে
প্রাসাদের মাথায় রাখুক এবং বেয়ে উঠে
ছাঁচে লটকে রাখুক এই সিংহশির
যা আমি শিকার ক'রে নিয়ে এসেছি। ১২১৫

(কাদমস-এর প্রবেশ, সঙ্গে পেন্থেযুস-এর অঙ্গগুলি
খাট নিয়ে অনুচরেরা)

কা। ওহে অনুচরেরা! এসো, পেন্থেযুস-এর অশুভ বোঝা নিয়ে
আমার সঙ্গে এসো প্রাসাদের সামনে।
ক্লান্তিকর অসংখ্য অনুসন্ধানের পর তার দেহটি
কুড়িয়ে এনেছি, একে পেলাম কিথাইরোন-এর নানা উপত্যকায়
শতধা বিচ্ছিন্নরূপে; এক জায়গায় সংহত নয়, ১২২০
অপথ অরণ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।
বৃদ্ধ তাইরেসিয়াস-কে সঙ্গে নিয়ে বাকখস-উৎসব ছেড়ে
আমি যখন শহরের প্রাচীরের মধ্যে এসে পড়েছি,
তখন শুনলাম আমার কন্যাদের দুঃসাহসিক কাণ্ড।
ফিরে গেলাম পাহাড়ে, ১২২৫
নিয়ে এলাম বাক্‌খে-নিহত পুত্রকে।

ওখানে দেখলাম আরিস্তায়স্-এর স্ত্রী
ও আক্তেয়োন-এর মাতা আউতনোয়েকে, সঙ্গে দেখলাম ইনো-কে।
ওকগাছের মাঝে হতভাগিনী মেয়ে দুটি এখনও মত্ততায় উৎক্ষিপ্ত।
কেউ আমায় বলল আগাউয়ে এখানে আসছে ১২৩০
বাকখীয় নাচ নাচতে নাচতে। ঠিকই শুনেছি
কারণ সামনেই তাকে দেখছি—কী দুঃখের দৃশ্য।

আ। পিতা, উচ্চ অহংকার তোমাকেই মানায়।
সকল মানুষের মধ্যে তুমিই জন্মিয়েছ শ্রেষ্ঠ কন্যাগুলি—
সকলেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমি তাদের সেরা। ১২৩৫
তাঁতের মাকু ছেড়ে আমি মহত্তর সাধনার পথ নিয়েছি—
আপন হাতে বন্যপশু শিকার।
হাতে ক'রে এনেছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ,
চরম শিকারটি, তোমার প্রাসাদে ঝোলাবার মতো,
তুমি, পিতা, একে হাতে নাও ১২৪০
আমার শিকারের বাহাদুরিতে উল্লসিত হয়ে
ভোজে ডাক দাও তোমার বন্ধুদের, ধন্য তুমি,
ধন্য আমাদের এই কৃতিত্বে।

কা। হায়রে! অমিত নয়নতাপন দুঃখ।
আপন অভিশপ্ত হাতে তারা করেছে খুন, ১২৪৫
দেবতার কাছে নিবেদিত এক সৌম্য বলি বটে।
তুমিই ভোজে ডাকছ থেবীয়দের ও আমায়।
হায় রে! এতে যেমন তোর তেমনি আমারও অমঙ্গল
কিন্তু ন্যায্য হলেও কত না নিষ্ঠুরতায় আমাদের বংশধর
বাক্কা ধ্বনিময় আমাদের সর্বনাশ করেছেন। ১২৫০

আ। মানুষ-সব জরা কতই না খুঁতখুঁতে,
কত না দৃষ্টিকৃপণ! মাতৃমূর্তির অনুকরণে
আমার ছেলে যদি হত নিপুণ শিকারী,
থেবীয় তরুণদের যদি সঙ্গে নিয়ে যেত
বন্যপশুর সন্ধানে! কিন্তু সে শুধু জানে ১২৫৫
দেবতার বিরুদ্ধেই লড়তে। পিতা, তাকে শাসন করা তোমার উচিত।

কে তাকে ডাকবে এখানে আমায় দেখতে ?
সে দেখবে কত না সুখী আমি।
কা। হায় হায়! যখন বুঝবে কী করেছ,
তখন কত না শোকেই শোক করবে। অথবা যে দশায় পড়েছ, ১২৬০
শেষ পর্যন্ত—সারাজীবনই—যদি সেই দশায় টিকতে পারতে,
তা হ'লে সুভাগ্য না পেয়েও নিজের দুর্ভাগ্য বুঝতে পারতে না।
আ। আমার ভাগ্যে কী বা অসুন্দর, কী বা দুঃখজনক ?
কা। প্রথম চোখ তোলো আকাশে।
আ। তুলেছি। কী দেখতে বলছ ? ১২৬৫
কা। আকাশটি কি একই রকম দেখছ ? না দেখছ কিছু পবিবর্তন ?
আ। আগেব চাইতে অনেক উজ্জ্বল ও শুচি।
কা। মোহ এখনও কি তোমাব উপর ভর ক'বে আছে ?
আ। কী ঘটছে জানি না। কোনো বকমে মনের স্বস্তি
ফিবে পাচ্ছি। আগেব মেজাজ আব নেই। ১২৭০
কা। তা হ'লে কি শুনতে পাচ্ছ ? সুস্থ চিত্তে কি উত্তব দেবে ?
আ। পিতা, আগেব সব কথা যেন ভুলেই গেছি।
কা। বিয়েব গায়কদের সঙ্গে কোন্ বাড়িতে গিয়েছিলে ?
আ। মনে হচ্ছে পৃথ্বীজাত ব'লে খ্যাত এখিওন-এব বাড়িতে।
কা। সেই ঘরে তোমাব স্বামীব কোন্ ছেলে জন্মেছিল ? ১২৭৫
আ। পেন্থেযুস। আমাব ও তার বাপের সঙ্গমে।
কা। কাব মুখ হাতে নিয়েছ ?
আ। সিংহের মুখ ; শিকাবীবা তাই বলেছিল।
কা। তাকিয়ে দেখো তো ; এ খুব কঠিন কাজ নয়।
আ। হায়! কী দেখছি ? হাতে ক'বে কী বইছি ? ১২৮০
কা। বেশ ক'রে দেখো, ভাল ক'রে চেনো।
আ। দেখছি। কী দুঃসহ দুঃখ! হায়রে আমার কপাল!
কা। এখনও কি মনে হচ্ছে এটা সিংহ ?
আ। না না, হায়রে! পোড়া কপাল! আমার হাতে পেন্থেযুস-এর মাথা।
কা। একে নিয়ে অনেক কেঁদেছি তোমাব চেনবার আগে। ১২৮৫
আ। কে তাকে মারল ? কী ক'রে ও আমার হাতের মুঠোয় এল ?

কা। অকালে এলে সত্যের বোঝা বড ভারি হয়ে ওঠে।

আ। বলো আমায়, আসন্নের আশঙ্কায় আমার হৃৎপিণ্ড থরথর করছে।

কা। তুমি মেরেছ তাকে, মেরেছে তোমার বোনেরা।

আ। কোথায় মরল সে? ঘরে, না অন্য কোথাও? ১২৯০

কা। আগে যেখানে কুকুরেরা আক্তাইয়োন-কে ছিঁড়েছিল।[৪৫]

আ। সে হতভাগা কেন কিথাইরোন-এ গেল?

কা। দেবতা ও তোমাদের বাকখস-উৎসবকে উপহাস করতে।

আ। কেনই বা অ মরা সেখানে ছোঁ মারলাম?

কা। তোমরা পাগল হয়েছিলে, সারা শহর মেতে উঠেছিল
বাক্থীয় মাতনে। ১২৯৫

আ। এখন বুঝতে পারছি—দিওনুসস আমাদের ধ্বংস করেছেন।

কা। তাঁর দেবত্ব না মেনে তোমরা তাকে অপমানিত করেছ।

আ। পিতা, কোথায় আমার ছেলের প্রিয়তম দেহ?

কা। অনুসন্ধানের মহাকষ্টে সেটা আমি এনেছি।

আ। অঙ্গগুলি কি যথাবিন্যস্ত? ১৩০০

কা। ....

আ। আমার বুদ্ধিভ্রংশের পেন্থেয়ুস কেন অংশভাক?

কা। দেবতাকে না মেনে সে তোমাদেরই মতো হয়েছিল।
তাই দেবতা সকলকে একই সর্বনাশে জড়িয়েছেন—
তোমাদের ও তাকে। ফলে আমি ও আমার বংশ গেল।
আমার কোনো পুত্র জন্মেনি, ১৩০৫
এখন দেখছি তোমার গর্ভের সন্তান, হায়রে অভাগিনী,
নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায় নিহত হল।
হায়রে বৎস, নিখিল বংশ তোমার মুখ তাকিয়েছিল,
তুমি ছিলে আমার বংশের অবলম্বন। আমার কন্যার পুত্র,
তুমি ছিলে শহরের সম্ভ্রম। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ১৩১০
বৃদ্ধ রাজাকে অপমান করতে কেউ সাহসী হত না।
কেন না তুমি দিতে যোগ্য শাস্তি।
এখন অসম্মানে প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হব;
সেই মহান কাদ্‌মস আমি যে থেবাই-জাতির বীজ ছড়িয়ে

সোনার ফসল তুলেছিল। ১৩১৫

মানুষের মধ্যে ওগো আমার প্রিয়তম, হে বৎস!

কারণ বেঁচে না থাকলেও প্রিয়তমদের অন্যতম তোমায় মনে করি।

আর তুমি তোমার হাত দিয়ে গাল নেড়ে

মাতামহ ব'লে আমায় আলিঙ্গন করবে না; বৎস আমার,

আর আমায় বলবে না: "ওগো বৃদ্ধ! কে অন্যায় করেছে? ১৩২০

কে করেছে অপমান? কে জ্বালাতন ক'রে তোমার মনে দুঃখ দিচ্ছে?

বলো, পিতা, বলো, যাতে আমি দুষ্কৃতীকে শাস্তি দিতে পারি।"

এখন কিন্তু ভাগ্যহীন আমি, অভাগা তুমি,

দুঃখিনী তোমার মা, অভাগা তার বোনেরা।

দেবদ্বেষী যদি কেউ থাকে, তা হ'লে সে বিশ্বাসী হয়ে উঠুক ১৩২৫

পেন্থেয়ুস-এর মরণের দিকে তাকিয়ে।

খো। হে কাদ্‌মস! তোমার বেদনা আমি অনুভব করি। উচিত শাস্তি

পেয়েছে তোমার দৌহিত্র, কিন্তু তোমার কাছে কতই না করুণ।

আ। পিতা আমার! দেখছ তো কী পরিবর্তন আমার ঘটল।

[· ··· ···]

[হায়! এমন কুকাজে যদি আমার হাত মলিন না করতাম![৪৬]

কী ক'রে দুঃখিনী আমি তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধ'রে

তার দিকে চেয়ে থাকব? কেমন ক'রে গাইব শোকগীতি?

আমি আদর করতে চাই আমার পুত্রের সকল অঙ্গ,

চুমু খেতে চাই সেই দেহে যাকে আমি স্তন্য দিয়েছি।

ওগো বৃদ্ধ, এসো, হতভাগ্যের মাথাটি

বসিয়ে রাখি ঠিক জায়গায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করি

সুকান্ত দেহের পুনর্বিন্যাসে।

ওরে! প্রিয়তম মুখ। ওরে! কচি গাল।

দেখো দেখো এই ওড়না দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি তোমার মাথা,

রক্তমাখানো নখচ্ছিন্ন তোমার অঙ্গগুলি।]

(দিওনুসসকে আকাশে দেখা গেল)

দি। [হিংসায় উত্তেজিত হয়ে সে উপকারীর উপর পীড়ন করেছে;[৪৭]

গালিগালাজে তাকে বন্দী করেছে।

তাই সে নিজের লোকদের হাতে ন্যায়ত নিহত হয়েছে :
এই দুঃখ তার প্রাপ্য।
এই জাতির পাপের আসন্ন প্রায়শ্চিত্ত আমি লুকিয়ে রাখব না।
তারা শহর ছেড়ে চ'লে যাবে অশুচি কলুষের
মূল্য দিয়ে যার কলঙ্ক তাদের দেহে আঁকা।
তারা আর পিতৃভূমি দেখবে না, কারণ
সমাধির কাছে ঘাতকদের অবস্থিতি অধর্ম।
কাদ্‌মস! তোমায় বলছি তোমার আসন্ন দুরদৃষ্টের কথা।]
তুমি রূপান্তরিত হবে সর্প-দানবে এবং পশুতে পরিণত হয়ে ১৩৩০
সর্পাকৃতি গ্রহণ করবে তোমার স্ত্রী—
আরেস-কন্যা সেই হার্মোনিয়া যাকে তুমি মর্ত্য হয়েও বিবাহ করেছিলে।
জেউস-এর দৈববাণী অনুসারে তুমি সস্ত্রীক চালাবে বৃষযান।
বর্বর জাতির নেতা হয়ে
তুমি অনেক শহর জ্বালাবে অসংখ্য বাহিনী নিয়ে। ১৩৩৫
কিন্তু তারা যখন আপল্লোন-এর বাণী-মন্দির গুঁড়িয়ে দেবে,
তখন কত না দুঃখের মধ্যে তারা ফিরে আসবে।
আরেস রক্ষা করবেন তোমায় ও হার্মোনিয়া-কে।
তিনিই তোমায় স্থাপিত করবেন পুণ্যভূমিতে।
বলছি আমি দিওনুসস—মানব-তনয় নয়, ১৩৪০
জেউস-এর পুত্র। কী ক'রে জ্ঞানী হতে হয়
তা যদি জানতে,—জানতে চাওনি তোমরা—
তা হ'লে জেউস-পুত্রকে মিত্ররূপে পেয়ে তোমরা থাকতে অম্লান আনন্দে।

আ। হে দিওনুসস। ক্ষমা চাইছি। তোমার কাছে অপরাধ করেছি।

দি। বড় বিলম্বে বুঝলে, যখন উচিত ছিল, তখন আমায় জান নি। ১৩৪৫

আ। এখন বুঝতে পারছি, কিন্তু তোমার আঘাত যে বড় নির্মম।

দি। দেবতা হয়েও তোমাদের হাতে অপমান পেয়েছি।

আ। মানবসুলভ প্রতিহিংসা দেবের যোগ্য নয়।

দি। অনেক আগে থেকে আমার পিতা জেউস তোমাদের অদৃষ্ট
বেঁধে দিয়েছিলেন।

আ। হায় বৃদ্ধ পিতা। বিহিত হল মর্মান্তিক নির্বাসন। ১৩৫০

দি। তবে বিলম্ব কেন ললাটলিখনের ?

কা। হে বৎসে। আমরা সকলেই চলেছি দারুণ দুর্যোগের দিকে।
দুঃখিনী তুমি, দুঃখিনী তোমার বোনেরা ;
হতভাগা আমি। বৃদ্ধ আমি যাব বর্বরদেশে
পরদেশী-বেশে ; দৈববাণীর আদেশে হেল্লাস-এর বিরুদ্ধে ১৩৫৫
আমাকে চালনা করতে হবে বর্বর জাতির এক মিশ্র বাহিনী।
বন্য সর্পিণীরূপে রূপান্তরিত আমার স্ত্রী আরেস-কন্যা
হার্মোনিয়া-কে সাথে নিয়ে সর্পদানবরূপে
বর্শাধারীদের নেতা হয়ে আমি পরিক্রমা করব
হেল্লাস-এর মন্দির ও সমাধিগুলি। হতভাগ্য আমি ১৩৬০
পার পাব না আমার দুঃখের এবং নিম্নমুখী
আখেরোন বেয়েও কখনও পাব না শান্তি।

আ। পিতা, আমি তোমায় হারিয়ে নির্বাসনে চলেছি।

কা। অভাগিনী মেয়ে, অসহায় পলিত হংসকে হংসীর মতো
বাহুপাশে বেঁধে কেন তুমি আমায় আলিঙ্গন করছ ? ১৩৬৫

আ। পিতৃভূমি থেকে বিসর্জিত হয়ে কোথায় যাব আমি ?

কা। জানি না, মা। তোমার পিতা নিরুপায়।

আ। বিদায়, হে প্রাসাদ। বিদায়, পিতৃভূমি।
দুঃখের পথে চলিনু তোমায় ছাড়ি
নির্বাসনে বিবাহ-বাসর হতে। ১৩৭০

কা। যাও, মাগো, যাও আরিস্তায়স-এর[৪৮] ঘরে।

আ। পিতা, তোমা লাগি ব্যথিছে হৃদয়।

কা। তোমা লাগি, হে কন্যা, আমার।
ফেলেছি চোখের জল তোর বোনেদের তরে।

আ। তব গৃহে রাজা দিওনুসস ১৩৭৫
এ দুর্যোগ এনেছে নিষ্ঠুর।

দি। তোদের নিষ্ঠুর কাজ যেহেতু বেঁধেছে মোরে—
থেবাই শহর ফিরায়ে দিয়েছে মোর নাম।

আ। মঙ্গল হোক, পিতা!

কা। মঙ্গল হোক, অভাগিনী মেয়ে!

মঙ্গলের পথ বুঝি তবুও বন্ধুর। ১৩৮০

আ। সখীরা, নিয়ে মোরে চলো যেথায় মিলিবে
বোনেরা অভাগিনী সহ-নির্বাসিতা।
সেথা যাব
যেথা হেরিবে না মোরে কিথাইরোন রক্তকলুষিত,
কিথাইরোন যেথা স্বচক্ষে হেরিব না, ১৩৮৫
যেথা কভু নাহি জাগে থির্সাস-এর স্মৃতি।
মগ্ন থাক আর বাক্‌খ দল তাদের নেশায়।

খোরস-এর প্রস্থান

খো। বহুরূপী দেবতানিচয়,
আশা প্রতিরোধি' বহু কর্ম দেবতারা সাধে।
সম্ভাব্য ঘটিল না, ১৩৯০
অসম্ভাব্যের পথ দেবতা খুঁজিয়া নিল।
এই সাঙ্গ নাট্য শেষ হল।

———

সফক্লেস

রাজা অয়দিপউস

পেন্থেয়ুস-এর মৃত্যু ও কাদ্মস-এর নির্বাসনের পর থেবাইয়ের রাজা হলেন পলুদোরস। তারপর এলেন লাব্দাকস। লাব্দাকস-এর পুত্র লাইয়স রাজা পেলপস্-এর কাছে আশ্রয় পেয়ে তাঁর পুত্র খ্রুসিপ্পস্‌কে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। এই অপরাধে রুষ্ট আপল্লোন এই ব'লে তাঁকে অভিশাপ দিলেন: "যদি তোমার স্ত্রী ইয়কাস্তের গর্ভে তোমার কোনো পুত্র জন্মে, তাহলে সেই পুত্র তোমাকে হত্যা করবে এবং ইয়কাস্তেকে বিবাহ করবে।" থেবাইয়ের রাজা হবার পর ইয়কাস্তের গর্ভে লাইয়স-এর পুত্র জন্মে। পুত্র জন্মের পর ভীত হয়ে লাইয়স ও ইয়কাস্তে ঐ শিশুকে দিলেন এক মেষ, পালকের হাতে কিথাইরোন-এর নির্জন মালভূমিতে তাকে ফেলে আসতে। শিশুর প্রতি মমতায় মেষপালকটি তাকে করিন্থীয় এক বন্ধুর হাতে সঁপে দিল। করিন্থস-এর রাজা পলুবস শিশুটিকে নিয়ে পুত্রের মতো পালন করতে লাগলেন। তার নাম রাখলেন অয়দিপউস। অয়দিপউস বড় হয়ে এক দৈববাণীতে শুনলেন তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা ক'রে মাতাকে করবেন বিবাহ। করিন্থীয় রাজারাণীকে তাঁর জনকজননী ভেবে তিনি পালিয়ে গেলেন। থেবাইয়ের পথে পিতা লাইয়সকে না চিনে হত্যা করলেন। থেবাইয়ে পৌঁছে দানবী স্ফিংস-এর অত্যাচার থেকে মুক্ত করলেন শহরটি এবং বিবাহ করলেন রাণী ইয়কাস্তেকে। কয়েক বছর সুখেই কাটল; সন্তান হল চারটি, দুই ছেলে দুই মেয়ে। আদর্শ রাজা অয়দিপউস। এইখানেই নাটকের শুরু। নাটক আরম্ভের পূর্বে ফলিত হল দৈববাণী।

দৈববাণীটি বাতিল করবার জন্য ইয়কাস্তে ও অয়দিপউস মানুষের সাধ্য সব কিছুই করলেন। বিবাহেও জানলেন না যে তাঁরা দৈববাণীটি সার্থক করলেন।

সফক্লেস দেখাতে চেয়েছেন মানুষ তার জীবনের গতি নিজের হাতে চালনা করতে জানে। স্বাধীনভাবে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে সে বেছে নেয় তার কর্তব্য, তার অকর্তব্য। কিন্তু তার স্বাধীনতা তমসাচ্ছন্ন: তার কাজের শেষ পরিণাম সে কখনও জানে না। এই সীমিত জ্ঞানই মানুষের সহজাত অন্ধতা। সফক্লেস নীতির উপদেষ্টা নন, তিনি মানব-জীবনের তীক্ষ্ণধী সাক্ষী। তিনি বোঝাতে চান মানুষের স্বাধীনতার গণ্ডী সীমাবদ্ধ। সীমার বাইরে যে দুর্জয় শক্তি আছে মানুষ তাকে স্বীকার করুক, শ্রদ্ধা করুক। সেই শক্তির অস্বীকারেই "হুব্রিস" (hubris)।

"রাজা অয়দিপউস" নাটকখানিতে অন্ধতা থেকে সত্যের দুঃসহ ও ভয়াল উপলব্ধিতে সংক্রমণ।

নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হয় খৃঃ পূঃ ৪২০ অব্দে। সে বছর নাটক-প্রতিযোগিতায় সফক্লেস পুরস্কার পান নি বটে, কিন্তু উত্তরকালে এই নাটকখানি আদর্শ ট্র্যাজেডির গৌরব লাভ করেছে।

রাজা অয়দিপউস

পাত্রগণ

অয়দিপউস

জেউস-এর পুরোহিত

ক্রেয়োন

তাইবেসিয়াস

ইয়কাস্তে

কবিন্থীয় মেষপালক

থেবীয় মেষপালক

দূত

খোরস্—থেবীয় প্রাচীনেবা

থেবাই নগর। রাজপ্রাসাদের সামনে। প্রাসাদ-দেহলিতে উপবিষ্ট প্রার্থীগণ। হাতে তাদের অলিভ-শাখা। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন জেউস-এর পুরোহিত। প্রাসাদ থেকে অয়দিপউস-এর প্রবেশ।

প্রস্তাবনা

অয়দিপউস। বৎসগণ, প্রাচীন কাদমস-এর হে নব সন্ততি,
পবিত্র জলপাই শাখায় অলঙ্কৃত হয়ে
তোমরা আমার অপেক্ষায় এমনভাবে ব'সে আছ কেন ?
শহরটি যেমন ধূপাচ্ছন্ন
তেমনি গানে ও কান্নায় মুখর। ৫
বৎসগণ, তোমাদের আবেদন দূত-মুখে শোনা
অনুচিত ব'লে নিজে আমি এসেছি—
এসেছি সর্বজন-কথিত বিখ্যাত অয়দিপউস।
কিন্তু হে বৃদ্ধ, তুমি বলো। ওদের হয়ে বলবার
তুমিই যোগ্য মুখপাত্র। এমনভাবে এখানে বসে কেন ? ১০
তোমাদের কী ভয় ? কীই বা প্রার্থনা ? আমি চাই তোমাদের
যথাসাধ্য সাহায্য করতে। নির্মম হব আমি
যদি প্রার্থীদের আবেদন সাদরে গ্রহণ না করি।
পুরোহিত। হে আমার দেশের রাজা অয়দিপউস।
দেখতে পাচ্ছ ছোট বড় আমরা সকলে তোমার বেদির সামনে ১৫
ব'সে আছি। কেউ কেউ এখনও দূরে
উড়তে শেখে নি। অন্যেরা বার্ধক্য-আনত।
আমি জেউস-এর পুরোহিত, ওরা নির্বাচিত
তরুণ দল। পবিত্রভাবে সজ্জিত অবশিষ্টেরা
জানু পেতে ব'সে আছে হাটখোলায়, পাল্লাস-এর ২০

মন্দিরে ছুটিতে, ইস্‌মেনস্‌-এর ভবিষ্যজ্ঞাপক ভস্মরাশির কাছে।
দেখতে পাচ্ছ, সারাটা শহর
মহাসংকটে প'ড়ে সর্বনাশা বন্যার উপর
মাথা তুলতে পারছে না।
অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে নিরঙ্কুর শস্যবীজ, ২৫
অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে জীর্ণ গোধন, নিষ্ফলা রমণী।
বীভৎস মহামারী অগ্নিমুখী দেবীরূপে
কঠিন নিপীড়নে শহরকে করছে নাজেহাল।
তারই অত্যাচারে শূন্য হতে চলেছে কাদ্‌মস-এর গৃহ,
পাতালের ধনবৃদ্ধি ঘটছে হাহাকারে ও বিলাপে। ৩০
এই সংকট মুহূর্তে আমি ও তোমার দেহলীতে আসীন জনগণ
তোমায় দেবতুল্য মনে করি না,
তবুও জীবনের নানা রূপান্তরে এবং দেবগণের হস্তক্ষেপের কালে
আমরা তোমায় শ্রেষ্ঠ মানবের সম্মান দিই।
কারণ, যেদিন প্রথম এসেছিলে, মুক্ত করেছিলে ৩৫
কাদ্‌মস-এর শহরটিকে নৃশংস গায়িকার[২] খাজনার পীড়ন থেকে,
সেদিন আমাদের কাছ থেকে তুমি কিছু জানও নি,
শেখও নি। লোকে বলে, লোকে মনে করে,
এ শুধু এক দেবতার সহায়তায় তুমি আমাদের জীবন উদ্ধার করেছিলে।
এখন হে লোকরঞ্জন অয়দিপউস, আমরা সকলে ৪০
তোমার দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করছি,
তুমি এর একটা বিহিত করো, দৈববাণী শুনেই হোক
অথবা মনুষ্য-বিজ্ঞানেই হোক—
আমি দেখতে পাচ্ছি, সংকটে সচেষ্ট হলেই
মানুষ প্রায়ই সফল হয়। ৪৫
হে নরশার্দূল! বাঁচাও আমাদের শহরকে;
কিন্তু সাবধান, যে দেশ তোমার প্রাক্তন উৎসাহের জন্য
আজ তোমায় ত্রাণকর্তা ব'লে থাকে,
সে দেশ তোমার প্রথম সাফল্য ভুলতে পারে,
যদি প্রথম যাকে দাঁড় করিয়েছিলে, শেষে তাকে ভেঙে পড়তে দাও। ৫০

চিরকালের জন্য নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করো শহরটিকে।
সেদিন তুমি আমাদের ভাগ্য ফিরিয়ে এনেছিলে
শুভ অভিজ্ঞানের প্রকাশে—এখনও তেমনটি হও।
এই দেশে যখন তোমার রাজত্ব করতে হয়,
তখন জনশূন্য দেশের চাইতে জনবহুল দেশই তো ভাল। ৫৫
সৈন্যশূন্য দুর্গ বা নাবিকশূন্য জাহাজ কে চায় ?

অয়। হায়রে অসহায় সন্তানেরা, আমি জানি—অন্ধ নই আমি—
কী প্রার্থনা নিয়ে তোমরা এখানে এসেছ।
জানি তোমাদের সকলের কষ্ট।
কিন্তু যত কষ্টই তোমাদের হোক না কেন, তোমাদের মধ্যে ৬০
এমন কেউ নেই যার কষ্ট আমার কষ্টের সঙ্গে তুলনীয়।
কারণ, তোমাদের দুঃখ একনিষ্ঠ, প্রত্যেকের নিজের জন্য,
পরের জন্য নয়। কিন্তু আমার হৃদয় কাঁদছে
শহরের জন্য, নিজের জন্য, তোমার জন্য।
ভেবো না, নিদ্রামগ্ন আমায় তোমরা জাগিয়ে তুলছ। ৬৫
জেনো, আমি অনেক অশ্রুপাত করেছি,
উদ্বিগ্ন চিত্তে নানা পথ খুঁজে ঘুরেছি।
যে একমাত্র উপায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হাতে পেয়েছি,
তা আমি কাজে খাটিয়েছি—মেনয়কেউস-পুত্র,
আমার শ্যালক ক্রেয়োন-কে পাঠিয়েছি ফৈবস-মন্দিরে ৭০
পিথিয়া'র কাছে। সে জেনে আসবে
কী ক'রে কী ব'লে আমি শহরকে বাঁচাব।
তার যাবার পর থেকে সময়ের হিসেবে
আজ আমি বড় উতলা—কী করছে সে ? তার অনুপস্থিতির কাল
যাওয়া-আসার সময়কে অনেক পেরিয়ে গেছে। ৭৫
আমি হব পাতকী যদি তার আসবার সঙ্গে সঙ্গেই
দেবতার আদেশ পালন না করি—তা যাই হোক না কেন।

পু। ঠিক সময়ে বলেছ। ক্রেয়োন আসছে জেনে
ওই তো ওরা ইঙ্গিত করছে।

অয়। হে দেব আপল্লোন, ও যেন ভাগ্যক্রমে ত্রাণের উপায় ৮০

নিয়ে আসে। মুখখানি উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।

পু। ওকে খুশি মনে হচ্ছে। না হলে
ফলিত লবেলের মুকুট প'রে আসত না।

অয়। এক্ষুণি জানতে পারব। শোনবার মত কাছে এসে পড়েছে।
ওহে শ্যালক রাজকুমার, মেনয়কেউস-এর পুত্র, ৮৫
দেবতার কী বাণী নিয়ে এলে ?

(ক্রেয়োন-এর প্রবেশ)

ক্রেয়োন। শুভ। অর্থাৎ দুঃখের পরিস্থিতি সুষ্ঠু চালনায়
অবশেষে সুখকর হতে পারে।

অয়। বাণীটি কী ? তোমার কথা
আমায় আশা ও আশঙ্কার মাঝে দোলাচ্ছে। ৯০

ক্রে। এদের সবার শুনতে বাধা না থাকলে,
এক্ষুণি বলতে পারি, না হয় ভেতরে চলো।

অয়। সকলকেই শুনিয়ে বলো। নিজের জীবনের চিন্তার চেয়েও
এদের কষ্টেই আমি পীড়িত।

ক্রে। দেবতার কাছে কী শুনেছি তা আমি বলছি— ৯৫
দেব ফৈবস আমাদের স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন
এই দেশের ক্ষতকারী কলুষকে তাড়াতে
যাতে তা বেড়ে বেড়ে অপ্রতিরোধ্য না হয়ে ওঠে।

অয়। পরিশুদ্ধির উপায় কী ? কলুষের স্বরূপই বা কী ?

ক্রে। হয় নির্বাসনে, না হয় হত্যার দ্বারা হত্যার প্রতিশোধন, ১০০
কারণ রক্তপাতে সংক্ষুব্ধ শহর।

অয়। দৈববাণী কোন্ মানুষের হত্যার কথা প্রকাশ করেছে ?

ক্রে। রাজা, তোমার শাসনের পূর্বে
এই দেশে আমাদের শাসক ছিলেন লাইয়স।

অয়। আমি তাঁর কথা শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। ১০৫

ক্রে। তিনি নিহত হলেন। আজ দেবতা স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন
হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে।
পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তারা ? কী ক'রেই বা আমরা
এত পুরানো পাপের অনিশ্চিত পদচিহ্নের সন্ধান করব ?

ক্রে। দেবতা বলেছেন তারা এখানেই আছে। ১১০
অন্বেষণ করলে পাওয়া যায়, অবহেলায় হারিয়ে যায়।

অয়। লাইয়স নিহত হয়েছিলেন কোথায়? এই প্রাসাদে?
শহরের বাইরে? অথবা পরদেশে?

ক্রে। তিনি বলেছিলেন দৈববাণী শুনতে যাচ্ছেন।
কিন্তু তারপর আর তিনি ঘরে ফেরেন নি। ১১৫

অয়। প্রত্যক্ষদর্শী কোনো দূত কোনো অনুচর কি পাওয়া যায় নি
যার কাছ থেকে কিছু সংবাদ শোনা যায়?

ক্রে। সকলেই নিহত হয়েছে, শুধু একজন ভয়ে পালিয়ে এসেছিল।
চোখে যা দেখেছিল, তা ছাড়া সে আর কিছু বলতে পারে নি।

অয়। সে কী দেখেছিল? একটার থেকেই আমরা বহুর
সন্ধান পেতে পারি, ১২০
যদি তার মধ্যে আশার ক্ষীণ আলোক থাকে।

ক্রে। সে বলেছিল দস্যুরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁকে হত্যা করেছিল;
একজন নয়, বহুজনে।

অয়। কোনো দস্যু কি এ কাজ করতে সাহস পেত,
যদি এখান থেকে তাকে টাকার লোভ না দেখানো হত? ১২৫

ক্রে। লোকে তাই মনে করেছিল; কিন্তু লাইয়স-এর মৃত্যুর পর
উৎপাত থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না।

অয়। এমন কী উৎপাতের সম্মুখীন হয়েছিলে
যাতে সিংহাসনের পতনে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার নি?

ক্রে। গীতিপাশিনী স্ফিংস প্রত্যক্ষে দেখা দিয়ে আমাদের ১৩০
এমনি জড়িয়ে ফেলল যে আমরা পরোক্ষের কথা ভুলে গেলাম।

অয়। একেবারে গোড়া থেকে আমি এর রহস্য খুলতে চাই।
ধন্য ফৈবস, সাধু সাধু তুমি ক্রেয়োন,
কারণ তোমরা মৃতের প্রতি এমন শ্রদ্ধা দেখিয়েছ।
তাই আমার মধ্যে তোমরা পাবে এক যোগ্য সহ-সংগ্রামী, ১৩৫
দেশ ও দেবতার সেবার কাজে।
দূরবর্তী বন্ধুর জন্য এ কাজ নয়;
এই কলুষের মোক্ষণই আমার নিজের স্বার্থে নিজের কাজ।

যে লোক তাঁকে হত্যা করেছে, সে যেই হোক না কেন,
সে আমার বিরুদ্ধেও হাত তুলতে পারে। ১৪০
তাই লাইয়স-এর উপকার ক'রে নিজেই উপকৃত হব।
সন্তানগণ, দেহলি থেকে চটপট উঠে পড়ো,
প্রার্থিত্বের শাখা দূরে ফেলে দাও।
কাদ্‌মস-এর প্রজাদের কেউ জমায়েত ক'রে বলুক,
প্রয়োজনীয় সব কিছু আমি করব। নিশ্চয় জেনো, ১৪৫
হয় মন্ত্রের সাধন, না হয় শরীর-পতন।

(অয়দিপউস ও ক্রেয়োন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন)

পু। ওঠো বৎসগণ, যে অনুগ্রহের জন্য আমরা
এখানে এসেছি, তার প্রতিশ্রুতি পেলাম।
যে ফৈবস দৈববাণী পাঠিয়েছিলেন
তিনি এসে আমাদের ত্রাণ করুন, উৎপাত নিঃশেষ করুন। ১৫০

(পুরোহিতের সঙ্গে সকলের প্রস্থান)

খোরস-এর প্রবেশ—প্রথম গাথা

প্রথম স্তবক

জেউস-এর ওগো বাণী মধুরভাষিণী,
হিরণ্ময়ী পিথো[১] হ'তে এসেছ কি নামি উজ্জ্বল থেবাইয়ে ?
ভয়ে বিতত আমার মন, আতঙ্কে কম্পমান দেহ।
ওগো দেলীয় তাপহর, আর্তরব শোনো কান পেতে।
তোমা লাগি ভয় মোর, ১৫৫
কী ঋণ চাহিছ ? নূতন নবীন ?
অথবা কালচক্রে পুনঃ শোধনীয় ?
বলো মোর, স্বর্ণময়ী আশার কুমারী,
ওগো চিরন্তনী বাণী।

প্রথম প্রতিস্তবক

জেউস-দুহিতা হে অমর আথেনা, সর্বাগ্রে তোমারে ডাকি, ১৬০
ডাকি আর্তেমিস-এ তোমার ভগিনী, দেশপালিনী,

নগরাঙ্গনের বর্তুল বেদীতে উজ্জ্বল আসন যার ;[*]
ধনুষ্পাণি ফৈবস-এ ডাকি।
এসো, এসো ত্রয়ী মরণ-তারিণী, আবির্ভূত হও সম্মুখে আমার।
পূর্বে ধ্বংস যবে শঙ্কিত করিল শহর, ১৬৫
দুর্যোগের দীপ্তশিখা নির্বাপিত করিলে তোমরা।
সেইভাবে এসো আজ।

দ্বিতীয় স্তবক

হায়! বহিছি অনন্ত দুঃখ।
আর্ত দেশবাসী সবে ;
কোনো অস্ত্র খুঁজে নাহি পাই মনে ১৭০
আত্মরক্ষা তরে। আর শস্য নাহি ফলে
সুন্দর ধরণীতে ; বেদনায় নারী করে হাহাকার,
সন্তান লভে না তবু।
দেখো, লোক সবে একে একে চারুপক্ষ বিহঙ্গম-সম ১৭৫
বেগমান বহ্নি হ'তে দ্রুততর গতি
ধায় বৈতরণী-তীরে।

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

কত লোক মরিছে শহরে কে তাহা গণিবে ?
ভূমিশায়ী নগর-সন্তান লাগি' কেহ নাহি কাঁদে । ১৮০
মৃত্যুব বাহন বলি' দয়া নাহি পায়।
হেথা জায়া ও জরতী জননী
ব'সে আছে বেদিপার্শ্বে ;
হোথা প্রার্থিনী রমণীরা সবে দুঃসহ ব্যথায় করে আর্তনাদ- ১৮৫
শোকগীতি জড়াইয়া ওঠে কাতর চীৎকারে।
তাদের উপর জেউস-এর হে স্বর্ণ-কুমারি,
পাঠাইয়া দাও কৃপাদৃষ্টিসনাথ সহায়।

তৃতীয় স্তবক

হের। পিতল কলঙ্কহীন বিভীষণ যুদ্ধদেব ১৯০
সোল্লাসে আরাবে
আক্রমিছে দহিছে আমারে।
পিতৃভূমি পবিত্যজি' ফিরে যাক
দ্রুত পলায়নে,
যাক চলি' আম্ফিত্রিতের[৫] বিশাল ভবনে ১৯৫
অথবা থ্রাকীয় তরঙ্গমালার
নিরাশ্রয় পোতাশ্রয়ে।
রাত্রির অসমাপ্ত কাজে
দিবস সমাপ্তি আনে।
হে বহ্নিবাহন, হে পিতা জেউস, ২০০
বলিষ্ঠ বিজলীধব!
বধ তাবে বজ্রের আঘাতে।

তৃতীয় প্রতিস্তবক

হে লিকীয়রাজ!
তব স্বর্ণধনুর অদম্য শব
দিকে দিকে উড়ি' রাখুক আমার প্রাণ। ২০৫
ঝরুক চাবিধারে জ্বলন্ত দীধিতি
যাহার মণ্ডল মাঝে ধায় দেবী আর্তেমিস
লিকীয় পাহাড়ে।
ডাকি স্বর্ণকিরীটিরে,
রাখিলেন শহরের নাম যিনি, ২১০
অরুণবদন তিনি, আবাহিত 'এউঐ' ধ্বনি সাথে,
বাকৃখস বাকৃখে-সহচর।
আসি' নামি'
জ্বলন্ত মশালে দহন দেবেরে
অর্ঘ্যহীন যিনি দেবসভা মাঝে। ২১৫

প্রথম বৃত্তান্ত

(অয়দিপউস প্রাসাদ থেকে এসে দেহলীর উপর দাঁড়িয়ে
খোরসকে সম্ভাষণ করছেন)

অয়। প্রার্থনা করেছ তুমি। আমিও তোমার প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছি।
যদি তুমি তা শুনে মানতে রাজী হয়ে উৎপাতের কারণ না ভোল,
তা হ'লে তুমি পাবে সাহস ও উপশম।
ঘটনার বিবৃতি ও পাপ কার্যের কথা
পরের মুখ থেকে বলছি—কোনো সূত্রের হদিস না পেয়ে ২২০
আমার অনুসন্ধান খুব এগোতে পারে নি।
যে হেতু আমি সবার শেষে এসে নাগরিক হয়েছি,
তাই আজ কাদ্‌মস-এর সকল প্রজাদের সামনে ঘোষণা করছি :
"যদি তোমাদের মধ্যে কেউ জেনে থাকে
কার হাতে লাব্‌দাকস-পুত্র লাইয়স নিহত হয়েছেন, ২২৫
আমি তাকে আদেশ করছি সে আমার কাছে সব খুলে বলুক।
যদি সে ভয় পায়, তা হ'লে সে নিজের থেকে
শাস্তি গ্রহণ করুক। এছাড়া আর কোনো ঘৃণ্য জবরদস্তি
তাকে পোহাতে হবে না, নিরাপদে সে দেশ ছেড়ে যাবে।
আর কেউ যদি অপরাধীকে জেনে থাকে, ২৩০
সে এদেশী বা পরদেশী হোক, সে যেন চুপ ক'রে না থাকে।
আমার পুরস্কার ছাড়া সে পাবে আমার কৃতজ্ঞতা।
কিন্তু নিজের বা বন্ধুর কথা ভেবে যদি চুপ ক'রে থাক,
যদি আমার আবেদন নাকচ কর,
তা হ'লে শোনো তোমরা, কী করতে আমি কৃতসংকল্প। ২৩৫
এই দেশের সিংহাসন ও শক্তির অধিকারী আমি—
আমি নিষেধ করছি, লোকটা যেই হোক না কেন,
কেউ যেন তার অভ্যর্থনা না করে, তার সঙ্গে কথা না বলে,
দেবোদ্দেশে প্রার্থনায় বা যজ্ঞে তাকে অংশ নিতে না দেয়,
তাকে মন্ত্রপূত জল না দেয়। ২৪০
আমার আদেশ, সকলে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিক,
কারণ সে আমাদের জীবনের কলুষ—সদ্য দৈববাণী

আমায় এ কথা জানিয়েছেন।
এমনিভাবে দেবতার পক্ষে এবং মৃতের পক্ষে
আমি হব সংগ্রামী। ২৪৫
আমি সেই দুষ্কৃতকে অভিশাপ দিচ্ছি,
সে একাকী গোপনে বা অন্যের সঙ্গে একাজ ক'রে থাকলে,
সে অধম, অধমভাবেই নিরানন্দ জীবন যাপন করুক।
যদি আমি সজ্ঞানে তাকে আমার ঘরে
তুলে থাকি, তা হ'লে আমার প্রার্থনা, ২৫০
যে সব অভিশাপ উচ্চারণ করেছি সেগুলো আমার মাথায় এসে পড়ুক।
এই সব তোমাদের করতে অনুরোধ করছি
আমার জন্য, দেবতার জন্য,
দেবহীন ফলহীন অবক্ষয়ী দেশের জন্য।
(দেহলী থেকে নেমে খোরসের সামনে গিয়ে)
দেবাদেশ না পেলেও এমনি সংস্থিতি ২৫৫
আশুচি রাখা উচিত হয় নি—
সেরা মানুষ তোমাদের রাজার নিধনের পরেই
কর্তব্য ছিল তার তদন্ত করা। কিন্তু এখন দৈবক্রমে
আমার হাতেই সেই শক্তি যার অধিকারী একদা তিনি ছিলেন ;
আমি পেয়েছি তাঁর বিবাহ-শয্যা, তাঁর সক্ষেত্র স্ত্রী ২৬০
যাকে তিনি অন্তঃসত্ত্বা করেছিলেন ; সহোদর সন্তানদের
আজ আমরা দুজন পিতা হতাম, যদি তাঁর বংশে দুর্দৈব না দেখা দিত।
কিন্তু এখন দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে তাঁর কপালে।
তাই আমি তাঁর পক্ষে যেন আমার পিতার পক্ষে
সংগ্রামে নামব, সকল উপায় পরখ করব। ২৬৫
আমার একমাত্র সংকল্প লাইয়স-এর হত্যাকারীকে ধরা—
লাইয়স যাঁর পিতা লাব্‌দাকস, পিতামহ পলিদোরস্‌,
প্রপিতামহ কাদ্‌মস, আদিপুরুষ আগেনোর।[৬]
যারা আমার আদেশ মানবে না, তাদের বিরুদ্ধে দেবতাদের কাছে
আমার অনুরোধ—তাদের ভূমি নিষ্ফলা হোক, ২৭০
তাদের ভার্যা বন্ধ্যা হোক ; তারা ধ্বংস হোক অধুনাতন দুর্বিপাকে,

আরও আরও ভয়াল দুর্বিপাকে।
তোমাদের জন্য এবং কাদ্‌মস-এর প্রজাবৃন্দের জন্য
আমার শুভেচ্ছা, ন্যায়ধর্ম তোমাদের সহসংগ্রামী হোক,
নিখিল দেবতা নিত্যকাল তোমাদের সহায় হোন। ২৭৫

খো। তোমার অভিশাপ-পাশে জড়িয়ে প'ড়ে বলছি—
আমি হত্যাও করিনি, হত্যাকারীকেও দেখাতে পারব না।
কে সে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত ছিল ফৈবস-এর
যিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

অয়। ঠিক বলেছ। কিন্তু মানুষ দেবতাকে ২৮০
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাতে পারে না।

খো। দ্বিতীয় পরামর্শ আমি তোমায় দিতে পারতাম।

অয়। যদি তৃতীয়ও থাকে, বলতে ইতস্তত কোরো না।

খো। জানি, দৈবজ্ঞানে গুরু তাইরেসিয়াস
ফৈবস-দেবের সমতুল, তাঁর সঙ্গে একযোগে ২৮৫
অনুসন্ধান করলে, হে রাজা, যথার্থ সংবাদ জানা যায়।

অয়। এই উপায়ও আমি অবহেলা করি নি।
ক্রেয়োন-এর পরামর্শে আমি তাঁর কাছে দু'বার
দূত পাঠিয়েছি। আমি আশ্চর্য হচ্ছি তিনি এখনও এলেন না।

খো। আরও অনেক গুজব রটছে, কিন্তু সবই বাজে। ২৯০

অয়। কী গুজব? আমি সব কিছু পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই।

খো। শোনা যায় পথিকদের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন।

অয়। আমিও শুনেছি। কিন্তু যে চোখে দেখেছে, তাকে এখানে দেখা যায় না।

খো। ভয়ের লেশমাত্র থাকলে তোমার মুখে
এমন অভিশাপ শুনে সে লুকিয়ে থাকতে পারে না। ২৯৫

অয়। কাজে যার ভয় নেই, কথায় তার কী ভয়?

খো। একজন কিন্তু তাকে সনাক্ত করতে পারেন—
দেখো, তারা নিয়ে আসছে সেই দেবতুল্য দৈবজ্ঞকে
মানুষের মধ্যে একমাত্র যাঁর আত্মায় সত্য সহজাত।

(অন্ধ তাইরেসিয়াস-এর প্রবেশ; একটি বালক তাঁর
হাত ধ'রে নিয়ে আসছে; সঙ্গে দুজন দূত।)

অয়। হে সর্বদর্শী তাইরেসিয়াস। পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়, ৩০০
দিব্য ও অদিব্য সত্যের হে জ্ঞাতা!
চোখে দেখতে না পেলেও তুমি ভাল ক'রেই জান
কোন্ রোগে খাবি খাচ্ছে আমাদের শহর। হে গুরু,
একমাত্র তোমারই মধ্যে পেয়েছি ত্রাতা ও মুক্তিদাতা।
বোধহয় তুমি দূতের কাছে খবর শোন নি— ৩০৫
আমাদের জিজ্ঞাসায় ফৈবস জানিয়েছেন
এই সংকটের একমাত্র মুক্তির উপায়—
যদি লাইয়স-এর হত্যাকারীদের খুঁজে বের ক'রে
আমরা তাদের হত্যা করি বা দেশ থেকে নির্বাসিত করি।
তাই তুমি পাখিদের অভিজ্ঞান বা দৈবজ্ঞানের ৩১০
যদি কোনো অন্য পথ থাকে, তার বাণী গোপন কোরো না।
রক্ষা করো নিজেকে ও শহরকে, রক্ষা করো আমাকে,
রক্ষা করো সকলকে এই মৃত্যুজনিত কলুষ থেকে।
তোমার হাতেই আমাদের জীবন—নিজের শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে
মানুষকে সাহায্য করাই সুন্দরতম অবদান। ৩১৫

তাইরেসিয়াস। হায়! হায়! ভয়াল সে প্রজ্ঞা যা জ্ঞাতার উপকারে
আসে না। এই কথা ভাল ক'রে জেনেও আমি ভুলেছি।
তা না হলে আমি এখানে কিছুতেই আসতাম না।

অয়। এ কী? এখানে এসেই এত বিহ্বল কেন?

তাই। আমায় বাড়ী ফিরতে দাও। যদি দাও, তাহ'লে ৩২০
সহজেই তুমি পারবে তোমার ভাগ্য বইতে, আমিও আমার।

অয়। অন্যায় কথা বলছ। তোমার বাণী থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রে
তুমি তোমার ধাত্রী নগরীর আর বন্ধু নও।

তাই। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার কথাগুলি
কালোচিত নয়। তাই তোমার দশায় যেন না পড়ি··· ৩২৫

অয়। দেবতাদের নামে বলছি—যদি জান, তা হ'লে বিমুখ হয়ো না।
আমরা সকলে প্রার্থীর মতো তোমার পায়ে পড়ছি।

তাই। তোমরা সকলেই মূঢ়। আমি কিন্তু নিজের সর্বনাশ
—তোমার বলব কেন—প্রকাশ করব না।

অয়। বলছ কী? জেনেও বলবে না? তুমি কি বোঝ না ৩৩০
আমাদের বঞ্চিত ক'রে শহর ধ্বংস করছ?
তাই। তোমার বা আমার পতন আমি ঘটাতে চাই না।
এমন অবিশ্বাস কেন? আমার মুখ থেকে কিছুই জানতে পারবে না।
অয়। ওরে শঠচূড়ামণি, তুমি পাথরকেও ক্ষেপিয়ে তুলছ।
তুমি কিছুই বলবে না? শেষ পর্যন্ত ৩৩৫
তুমি অকরুণ ও অসাড় থাকতে চাও?
তাই। তুমি আমার ক্রোধের নিন্দা করছ;
নিজের ক্রোধ না দেখে তুমি আমায় ছোট করছ।
অয়। কেই বা রাগবে না এমন কথা শুনে?
তুমি শহরকে অপমান করছ। ৩৪০
তাই। নীরবতায় মুড়ে রাখলেও ঘটনা যা তা ঘটবেই।
অয়। যা ঘটবে তা আমায় বলা তোমার উচিত।
তাই। আমি এর বেশি বলব না। ইচ্ছে হয় তো
প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ো।
অয়। যে ক্রোধে জ্বলছি তাতে আমার অনুমান ৩৪৫
চেপে রাখব না। জেনে রাখো, আমার চোখে
তুমি চক্রান্তকারীদের একজন, তুমিই এ কাজ করেছ,
যদিও নিজের হাতে হত্যা কর নি। যদি তোমার চোখ থাকত,
তাহ'লে বলতাম তুমি একাই এ কাজ করেছ।
তাই। সত্যিই? তাহ'লে শোনো—যে আদেশ ৩৫০
তুমি ঘোষণা করেছ, তা মেনে চলো—
আজ থেকে এদের ও আমার সঙ্গে কথা বলবে না,
কারণ তুমিই এ দেশের সর্বনাশী কলুষ।
অয়। এমনি নির্লজ্জের মতো তুমি এ কথা বলতে পারলে?
কী ক'রে ভাবছ যে তুমি রেহাই পাবে? ৩৫৫
তাই। রেহাই পেয়েছি। সত্যপালনেই আমার শক্তি।
অয়। কার কাছে শিখলে? সত্য তো তোমার বৃত্তির মধ্যে পড়ে না।
তাই। তোমারই কাছে। তুমি যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
আমায় কথা বলাচ্ছ।

অয়। কী কথা? আবার বলো যাতে আমি বুঝতে পারি।
তাই। আগে বোঝ নি? তুমি কি আমায় আরও কিছু বলবার
লোভে ফেলতে চাও? ৩৬০
অয়। না। তোমার কথা বুঝি নি। আবার বলো।
তাই। আমি বলি, যাকে তুমি ধরতে চাইছ, তুমিই সেই ঘাতক।
অয়। এ বিষ আবার ওগরাচ্ছ ব'লে অনুতাপ করতে হবে।
তাই। তোমার ক্রোধ জ্বালাবার জন্যই কি আরও কিছু বলব?
অয়। যত খুশি বলো। কোনো কথাই কাজে লাগবে না। ৩৬৫
তাই। আমি বলছি—না জেনে তোমার অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে
তুমি বিষম লজ্জায় জড়িয়ে আছ; দেখতেই পাচ্ছ না কী জালে পড়েছ।
অয়। তুমি কি ভাবছ তুমি সব সময় নিশ্চিন্তে এমনি ব'লে যাবে?
তাই। যাব, যদি সত্যের মধ্যে কোনো শক্তি থাকে।
অয়। থাকে বটে, কিন্তু তোমাতে নয়। তোমার কোনো শক্তি নেই, ৩৭০
কেন না তুমি চোখে, কানে ও মনে অন্ধ।
তাই। হায়রে দুর্ভাগ্য! যে তিরস্কার তুমি আমায় করছ,
সকলেই সেই তিরস্কার অবিলম্বে তোমায় করবে।
অয়। আঁধার তোমার একমাত্র অবলম্বন; তাই তুমি আমার
ক্ষতি করতে পার না—পার না তাদের যারা আলো দেখতে পায়। ৩৭৫
তাই। তোমার আঘাতে পতন আমার ভাগ্যে লেখা নেই,
কারণ আপল্লোনই শক্তিধর, প্রতিশোধ যাঁর হাতের মুঠোয়।
অয়। এ ছলনা তোমার, না ক্রেয়োন-এর?
তাই। ক্রেয়োন তোমার ধ্বংসক নয়, তুমি নিজেই নিজের ধ্বংসক।
অয়। হায়রে সম্পদ! হায়রে রাজমহিমা! হায়রে পরাশিল্প! ৩৮০
তোমাদের জন্য রাজপদলোভী কত লোকের ঈর্ষায়ই না
চোখ রাখতে হয়।
দেখো, আমি না চাইতেই এই শহরটি
যে রাজ্য আমার হাতে উপহার দিয়েছে,
সেই রাজ্যের জন্য আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু ক্রেয়োন ৩৮৫
আমায় নির্বাসিত করতে গোপনে চেষ্টা চালাচ্ছে।
সেই লাগিয়েছে এই কৌশল-কুশলী যাদুকরকে,

এই ভণ্ড তপস্বীকে যার চোখ শুধু লাভের সন্ধানী
কিন্তু অন্ধ আপন বৃত্তিতে।
বলো, বলো, কবে তুমি ছিলে শ্রদ্ধেয় দৈবজ্ঞ? ৩৯০
বলো, সারমেয়-মুখী গায়িকা যখন এখানে ছিল,
তখন কেন তুমি এই শহরবাসীদের ত্রাণের উত্তর শোনাও নি?
এই প্রহেলিকার উত্তর দেওয়া সাধারণের সাধ্য ছিল না,
এর জন্য প্রয়োজন ছিল দৈবশক্তির।
তখন তো দেখাওনি দৈবশক্তির তুমি অধিকারী, ৩৯৫
তখন ব্যর্থ ছিল তোমার পক্ষী-বিজ্ঞান ও দৈববিজ্ঞান।
কিন্তু আমি এলাম—এলাম অজ্ঞ অয়দিপউস। মুখ বন্ধ ক'রে দিলাম
দানবীর শুধু সাধারণ জ্ঞানে, পক্ষী-বিজ্ঞানে নয়।
ক্রেয়োন-এর সিংহাসনের পাশে বসবার আশায়
এমন মানুষটিকে তুমি নির্বাসিত করতে চাইছ। ৪০০
এই পাপের জন্য একদিন অনুতাপ করতে হবে তোমাকে
ও তোমার সহকর্মীকে। আমি যদি তোমায় বৃদ্ধ না দেখতাম,
তা হ'লে শাস্তি পেয়ে বুঝতে পারতে তোমার মনের নষ্টামি।
খো। হে অয়দিপউস, আমাদের মনে হচ্ছে
ওর কথা যেমন ক্রোধপ্রসূত, তেমনি তোমারও। ৪০৫
ক্রোধ আমরা চাই না, আমরা যা চাই তা হল
দেবের বাণীর সমাধানের চরম উপায় কী তার পরীক্ষা।
তাই। যদিও তুমি রাজা, উত্তর দেবার অধিকার সকলেরই সমান।
আমিও সেই অধিকারে অধিকারী।
আমি তোমার সেবক নই, আপল্লোন-এর সেবক, ৪১০
তাই আমি মালিকরূপে ক্রেয়োন-কে দাবি করছি না।
আমার বক্তব্য—তুমি আমার অন্ধত্ব নিয়ে খোঁচা দিয়ে থাক।
কিন্তু চোখ থাকলেও দেখতে পাও না কী দুর্দশায় তুমি ডুবে আছ,
কোন্ ঘরে তুমি বাস করছ, কাদের নিয়ে গড়েছ পরিবার।
জানো কে তোমায় জন্ম দিয়েছে? পাতালে ও মর্ত্যে ৪১৫
তুমি যে তোমার আপন জনের শত্রু—এ সন্দেহ কখনও কর নি।
তোমার মাতা ও পিতার অভিশাপ দ্বিধার অঙ্কুশের মতো

টুঁ মেরে এ দেশে থেকে তোমায় তাড়াবে।
এখন আলো দেখছ বটে, শেষে দেখবে অন্ধকার।
কোন্ আশ্রয়, কোন্ কিথাইরোন ৪২০
না তোমার বিলাপে মুখর হবে,
যখন বুঝবে এই পরিবারে পরিণীত হয়ে
তুমি আনন্দ-যাত্রার শেষে এক বন্দরহীন তটে পৌঁছেছ।
তুমি টের পাচ্ছ না কোন্ দুঃখের বন্যা
তোমায় তোমার সন্তানদের সমভূমিতে ভাসিয়ে নেবে। ৪২৫
এখন আমায় ও ক্রেয়োন-কে যেমন খুশি গালি দাও।
মর্ত্যদের মধ্যে এমন কেউ নেই
যে তোমার মতো বিচূর্ণ হবে।

অয়। এমন কথা কে সহ্য করতে পাবে ?
জাহান্নামে যাও ! এখনি সরে পড়ো। ৪৩০
আজ থেকে আর কখনও এই প্রাসাদের সামনে এসো না।

তাই। তুমি না ডাকলে আমি আসতাম না।

অয়। আমি কি জানতুম তুমি এমনি আনাড়ি কথা বলবে ?
জানলে তোমাকে আমার প্রাসাদে ডেকে আনবার আগে
ভেবে দেখতাম।

তাই। তোমার চোখে আমি মূর্খ হতে পারি। ৪৩৫
তোমার জনক জননীর চোখে কিন্তু আমি জ্ঞানী।

অয়। কোন্ জনক-জননী ? দাঁড়াও। কে আমায় জন্ম দিয়েছে ?

তাই। আজকের দিনই তোমার জন্মদিন, তোমার মৃত্যুদিন।

অয়। তুমি শুধু দুর্বোধ ও শ্লিষ্ট কথা বলতে জান।

তাই। তুমি কি প্রহেলিকার মর্মভেদে সুপটু নও ? ৪৪০

অয়। যে পটুতা নিয়ে তামাসা করছ, তা-ই আমায় বড় ক'রে তুলেছে।

তাই। তোমার এই কৃতিত্বই তোমার ধ্বংস।

অয়। আমি কি শহরকে রক্ষা করি নি ? তারপর যাই হোক না কেন।

তাই। আমি যাচ্ছি। বৎস, তুমি আমায় নিয়ে চলো।

অয়। হ্যাঁ, ও তোমায় নিয়ে যাক। তুমি থাকলেই আমার বাধা, বিরক্তি। ৪৪৫
গেলে আমি দুঃখিত হব না।

তাই। আমি যা বলতে এসেছি তা শেষ ক'রে আমি যাব।
তোমার মুখের উপর বলতে ভয় করি না, কেননা আমার ক্ষতি করবার
মতো তোমার কিছু নেই।
বলি, শোনো। শাসানির সঙ্গে লাইয়স-এর হত্যা-সম্পর্কে
ঘোষণা জানিয়ে তুমি যাকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছ, ৪৫০
সে লোকটি এখানেই।
লোকে মনে করে সে পরদেশ থেকে এসে এখানে বাস করছে,
কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সে থেবাই-সন্তান ব'লে আত্মপ্রকাশ করবে।
এই নূতন জ্ঞানেই তার সর্বনাশ।
এখন সে চক্ষুষ্মান, পরে হবে অন্ধ, এখন ধনী, পরে নির্ধন। ৪৫৫
পরে লাঠি ঠুকে ঠুকে তাকে ভিন দেশের পথে চলতে হবে।
সে কাছজনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে
আপন সন্তানদের ভ্রাতা ও পিতা ব'লে,
যে নারী থেকে জন্ম নিয়েছে, তার পুত্র ও স্বামী ব'লে,
আপন পিতার সমসঙ্গমী ও ঘাতক ব'লে। ৪৬০
ভেতরে গিয়ে মনে মনে ভেবো। আমি মিথ্যুক, এই যদি ধরতে পারো
তা হ'লে খুশিমতো বলতে পারবে যে
দৈববিজ্ঞানের আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না।
(তাইরেসিয়াস-এর প্রস্থান। অয়দিপউস প্রাসাদে প্রবেশ করলেন)

খোরস—দ্বিতীয় গাথা

প্রথম স্তবক

কে সে পাপকৃৎ
যারে দেল্‌ফীয় দৈবজ্ঞগিরি করেছে প্রকাশ—
শোণিতনিষিক্ত হাতে ৪৬৫
যে সাধিয়াছে দুরুচ্চার্য মহাপাপ ?
সময় এসেছে তার দূরে পালাবার
বায়ুবেগ অশ্ব জিনি' দ্রুততর পদে।
জেউস-তনয়, দেখো, সশস্ত্র বিদ্যুতে আগুনে

ঝাঁপিছে তাহার 'পর। প্রতিহিংসা-দেবীগণ ঐ ৪৭০
অনিবার পদে পশ্চাৎ নিয়েছে তার।

প্রথম প্রতিস্তবক

তুষার-কিরীটী পার্নাসস-বাণী
সবেমাত্র দীপ্ত মহাতেজে—
ধরো ধরো, ধরো সবে অজ্ঞাত সে জনে ! ৪৭৫
ধায় সে যে পার হয়ে দুর্গম অরণ্য
দরী ও পর্বত বলীবর্দসম ।
একাকী সে চলে ভাগ্যহারা,
ভাগ্যহারা পদে,
অতিযত্নে এড়াইয়া চলে ৪৮০
পৃথ্বীকেন্দ্র হ'তে উচ্চারিত দৈববাণী,
কিন্তু জাগ্রত সে বাণী নিত্য তারে করে প্রদক্ষিণ।

দ্বিতীয় স্তবক

শাকুনতত্ত্বজ্ঞ এই গুণী মহাজন
দারুণ বিভ্রান্তি আনে মোর।
বিশ্বাস করি না, অবিশ্বাসও নাহি করি ; ৪৮৫
কি বা বলি ? বিহ্বল বিমূঢ় আমি,
আশঙ্কা- ডানায় উড়ি দিশাহারা,
না হেরিয়া কিছু সম্মুখে পশ্চাতে ।
লাব্‌দাকস-বংশে ও পলুবস-পুত্রে
ছিল কি কলহ ? অতীতে ও বর্তমানে ৪৯০
কিছু নাহি জানি।
পরীক্ষিত প্রমাণ নাহিকো
যাতে করি' আক্রমিব প্রখ্যাতযশা অয়দিপউসে ;
যাতে করি' অনিশ্চিত মৃত্যু লাগি'
লাব্‌দাকস-বংশধরে প্রতিহিংসা হানি। ৪৯৫

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

এ কথা নিশ্চিত, মহাজ্ঞানী জেউস ও আপল্লোন ;
মানবের সব কিছু বিদিত তাঁদের।
কিন্তু মানুষের মাঝে
আমা হতে কেউ অধিক দৈবজ্ঞ ও জ্ঞানী, ৫০০
প্রমাণ নাহিকো তার।
বুদ্ধিবলে একজন অন্য হ'তে শ্রেয় হতে পারে।
আমি কিন্তু যতক্ষণ নাহি হেরি
সত্যরূপী অভিযোগ-বাণী, ৫০৫
ততক্ষণ করি প্রত্যাখ্যান।
জানি জানি, পক্ষময়ী কুমারী যখন
পরীক্ষা করিল তার,
সে তখন আপনারে প্রকাশিল
জ্ঞানী ও দেশপ্রিয়রূপে। ৫১০
তাই চিত্ত হতে মোর
কভু না কহিব তারে পাপী।

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত

(ক্রেয়োন-এর প্রবেশ)

ক্রে। নাগরিকগণ, শুনলাম রাজা অয়দিপউস
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।
এ আচরণ দুঃসহ ব'লে আমি এসেছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ৫১৫
তিনি যদি ভেবে থাকেন বাক্যে বা কাজে
ক্ষতিসাধন ক'রে আমি তাঁকে ব্যথা দিয়েছি,
তা হ'লে এই অভিযোগ কাঁধে নিয়ে
আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না।
এই কথায় যে কলঙ্ক, তা উপেক্ষণীয় নয়। ৫২০
তার আঘাত গুরুতর, কারণ শহরে তোমাদের ও বন্ধুবান্ধবের সামনে
সকলে আমায় বলবে বিশ্বাসঘাতক।

খো। এই অপবাদ অনিচ্ছাক্রমে ক্রোধপ্রসূত,
ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তিপ্রভাবিত নয়।
ক্রে। তিনি কি স্পষ্ট বলেছেন যে দৈবজ্ঞ ৫২৫
আমার মতে প্রভাবিত হয়ে মিথ্যা বলেছে ?
খো। তা-ই বলেছেন। কিন্তু কী অভিপ্রায়ে জানি না।
ক্রে। তিনি যখন আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুললেন,
তখন কি তার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও মন শান্ত ছিল ?
খো। আমি জানি না। প্রভুদের কার্য আমার দেখবার নয়। ৫৩০
দেখো, ঐ তিনি প্রাসাদ থেকে আসছেন।
(অয়দিপউসের প্রবেশ)
অয়। ও তুমি ? কী করে এখানে এলে ? কোন্ মুখ নিয়ে
এই প্রাসাদে আসবার এমন দুঃসাহস হল ?
সকলেই জানে তুমি আমায় হত্যা ক'রে
আমার সিংহাসন কেড়ে নিতে চাও। ৫৩৫
দেবতার দোহাই। বলো, তুমি কি আমার মধ্যে
এমন ভীরুতা বা মূর্খতা দেখেছ যে তার জন্য এমন মতলব এঁটেছ ?
তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার চতুর ও সর্পিল চক্রান্ত ধ'রে ফেলব না
এবং ধ'রে ফেলে তা নির্মূল করব না ?
মূর্খতাই তোমার চক্রান্তে। ৫৪০
জনবলে ও বন্ধুবলে নিঃস্ব হয়ে তুমি
সিংহাসন ধরতে ছুটেছ
যা লভ্য শুধু জনতার সমর্থনে ও অর্থের উপহারে।
ক্রে। জান তোমার কী করা উচিত ? তোমার কথার উত্তরে
আমার কথা শোনো। শুনে বিচার করো।
অয়। তুমি ভাল বক্তা, কিন্তু আমি অনিচ্ছুক শ্রোতা। ৫৪৫
আমি বুঝেছি তুমি আমার প্রতি দুঃশীল ও দুর্ভার।
ক্রে। এই বিষয়ে আগে আমার কথা শোনো।
অয়। এই বিষয়ে তুমি দুষ্ট নও ব'লে শুরু কোরো না।
ক্রে। যদি ভেবে থাক যুক্তিহীন গোঁয়ার্তুমি এক বিশেষ সুযোগ,
তা হ'লে তুমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছ। ৫৫০

অয়। যদি ভেবে থাক আত্মীয়ের ক্ষতি ক'রে কোনো লোক শাস্তি পাবে না,
তা হলে তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন।
ক্রে। ঠিক বলেছ। এ কথা মানি, কিন্তু বলো আমায়
কোন্ ক্ষতি করেছি ব'লে তুমি দাবি করছ।
অয়। বলো আর না বলো, কাউকে ধার্মিক দৈবজ্ঞের কাছে পাঠাতে ৫৫৫
তুমি আমায় সমর্থন করেছিলে কি ?
ক্রে। নিশ্চয়ই। এখনও আমাব সেই মত।
অয়। কতদিন আগে লাইয়স…
ক্রে। কী করেছিল লাইয়স ? আমি বুঝতে পারি না।
অয়। কতদিন আগে লাইয়স মানুষের হাতে নিহত হয়ে লুপ্ত হয়েছিল ? ৫৬০
ক্রে। দীর্ঘ অতীত কাল গ'ণে দেখতে হয়।
অয়। ঐ সময় কি ঐ দৈবজ্ঞ তার শিল্প-চর্চায় অভ্যস্ত ছিল ?
ক্রে। হ্যাঁ, সমান ঋষিত্ব নিয়ে সসম্মানে।
অয়। ঐ সময়ে কি ঐ দৈবজ্ঞ কখনও আমার নাম করেছিল ?
ক্রে। কখনও না, অন্তত আমার সামনে নয়। ৫৬৫
অয়। তখন কি তোমরা ঐ মৃতের তদন্ত করেছিলে ?
ক্রে। নিশ্চয় করেছিলাম, কিন্তু পাই নি কিছু।
অয়। কেন তা হলে ঐ জ্ঞানী তখন কিছু বলে নি ?
ক্রে। আমি যা জানি না, যা বুঝি না, সে সম্বন্ধে নীরব থাকা
ভাল মনে করি।
অয়। মন ঠিক থাকলে যা জান তা বলো। ৫৭০
ক্রে। বলছ কী ? যদি কিছু জানি তা অস্বীকার করব না।
অয়। বলছি—যদি সে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করত,
তা হ'লে সে কখনও বলত না যে আমিই লাইয়স-এর ঘাতক।
ক্রে। একথা যদি সে ব'লে থাকে, তা হ'লে তুমি নিজেই বুঝতে পারছ।
কিন্তু আমার দাবি, আমি যেমন তোমাব প্রশ্নেব উত্তর দিয়েছি,
তুমিও তেমনি আমাব প্রশ্নের উত্তর দেবে। ৫৭৫
অয়। জিজ্ঞাসা করো। ঘাতক ব'লে আমি নিশ্চয়ই ধরা পড়ব না।
ক্রে। দেখা যাক। তুমিই তো আমার বোনকে বিয়ে করেছ ?
অয়। তোমার প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলা সম্ভব নয়।

ক্রে। তার সঙ্গে সমানাধিকারে তুমি এই দেশ শাসন করছ ?

অয়। হ্যাঁ, সে যা চায়, তা সব সময় আমার কাছ থেকে পেয়ে থাকে। ৫৮০

ক্রে। আমিও কি তোমাদের দু'জনের সঙ্গে রাজমর্যাদা ভোগ করি না ?

অয়। ক'রেই থাক। তাই তো তুমি মিথ্যা বন্ধু ব'লে প্রতীয়মান হয়েছ।

ক্রে। মোটেই না। আমার পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায়

ভেবে দেখো। প্রথম চিন্তা করো—

তোমার ধারণায় কি কোনো লোক নিরাতঙ্ক ও নিশ্চিন্ত

রাজভোগ ছেড়ে ৫৮৫

ভয়ত্রস্ত রাজশাসন বেছে নেবে ?

রাজা হবার সাধ আমার স্বভাবে নেই,

আছে নির্লিপ্ত রাজকীয় জীবনযাপনে।

বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো লোকই তাই করবে।

ভয়লেশহীন হয়ে আজও আমি সব কিছু তোমার কাছ থেকে

পেয়ে থাকি। ৫৯০

শাসনাধিকারে থাকলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে হত।

ভাবনাহীন অধিকার ও রাজমর্যাদার চেয়ে

কী ক'রে আমি সিংহাসনের মূল্য বেশি দেব ?

আমার এমন মোহ নেই যে

লাভজনক মুক্ত জীবনের পরিবর্তে অন্য কিছু কামনা করি। ৫৯৫

আজ আমি সকলের শুভেচ্ছায় আছি,

আজ সকলে আমায় প্রীতির চোখে দেখে, তোমার কাছে যারা প্রার্থী,

তাদের প্রার্থনার সিদ্ধির জন্য তারা আজও আগে আমার কাছে আসে।

কী ক'রে আমি ওটার জন্য এটা ছাড়ি ?

কেনই বা পাগল হয়ে উঠবে নিশ্চিত বুদ্ধি ? ৬০০

তেমন কু-অভিপ্রায় আমি পোষণ করি না

এবং এমন অভিপ্রায়ীর সঙ্গে আমি যোগ রাখি না।

প্রমাণ চাও ? দেল্‌ফীয় মন্দিরে গিয়ে অনুসন্ধান করো

আমি দৈববাণী ঠিক ঠিক তোমায় বলেছি কিনা।

তারপর দৈবজ্ঞের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব'লে ৬০৫

যদি ধরা পড়ি, তা হ'লে সরাসরি আমায় হত্যা করো।

এই মৃত্যুদণ্ড তোমার মতো আমিও সমর্থন করব।
কিন্তু আমার পরোক্ষে শুধু সন্দেহবশে আমায় অভিযুক্ত করো না।
বিনা যুক্তিতে অসাধুকে সাধু
এবং সাধুকে অসাধু প্রতিপন্ন করা অন্যায়। ৬১০
আমি বলি, সুবন্ধুকে তাড়ানো
আর পরম কাম্য প্রাণকে দেহ থেকে বিচ্যুত করা সমান।
কিন্তু সময়সাপেক্ষ এই নিঃসংশয় উপলব্ধি।
সময়ই পারে ন্যায়ী মানুষকে প্রকাশ করতে,
কিন্তু একদিন না একদিন তুমি পাপীকে চিনতে পারবে। ৬১৫

খো। পতন-সাবধানী লোকের চোখে ও ভালই বলেছে।
রাজা, দ্রুত চিন্তা নিরাপদ নয়।

অয়। ষড়যন্ত্রী যখন গোপনে দ্রুতপদী,
তখন আমাকেও দ্রুত চিন্তা করতে হয়।
অলস মেজাজে ব'সে থাকলে, ৬২০
সে হবে লক্ষ্যভেদী, আর আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট।

ক্রে। তা হ'লে কী চাও তুমি? দেশ থেকে তাড়াতে চাও?

অয়। মোটেই না। আমি চাই তোমার মৃত্যু, তোমার পলায়ন নয়।

ক্রে। আগে বলো কেন তুমি আমায় এত ঘৃণা কর।

অয়। বিদ্রোহী ও অবিশ্বস্তের মতোই কি তুমি কথা বলছ না? ৬২৫

ক্রে। দেখতে পাচ্ছি তোমার মন ঠিক নেই।

অয়। এ সংকট আমার।

ক্রে। এ সংকট আমারও।

অয়। কিন্তু তুমি দুষ্ট।

ক্রে। যদি অবুঝ হও?

অয়। তা হ'লেও মানতে হবে আমায়।

ক্রে। অন্যায়ী শাসককে নয়।

অয়। থেবাই! থেবাই!

ক্রে। থেবাই শুধু তোমার নয়, আমারও। ৬৩০

খো। থামো থামো, রাজকুমারেরা।
আমি দেখছি ইয়কাস্তে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন।

তাঁর সহায়তায় তোমাদের আত্মকলহ মিটতে পারবে।

(ইয়কাস্তে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে দুজনের মাঝে
এসে দাঁড়ালেন)

ইয়কাস্তে। অভাগারা, বাজে কথা তুলে আত্মহারা এই কলহ কেন?
দেশের যখন এমন দুর্দশা, ৬৩৫
তখন ব্যক্তিগত আক্ষেপ নিয়ে গলাবাজি করতে লজ্জা হচ্ছে না?
স্বামী, প্রাসাদে যাও। ক্রেয়োন, তুমি বাড়ী যাও।
তুচ্ছ ক্ষোভ নিয়ে এত তোলপাড় করছ কেন?

ক্রে। ভগিনী! তোমার স্বামী অয়দিপউস আমার সঙ্গে
অকথ্য ব্যবহারে বড় বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে ৬৪০
আমায় সে পিতৃভূমি থেকে নির্বাসিত করবে বা হত্যা করবে,
এই দুই শাস্তির মধ্যে বোঝাপড়া করছে।

অয়। ঠিক তাই। শোনো জায়া। আমার জীবনের বিরুদ্ধে
চতুর কৌশলে ফন্দি আঁটতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

ক্রে। তোমার অভিযুক্ত দুষ্কৃতির একরত্তিও যদি আমি ক'রে থাকি, ৬৪৫
তা হ'লে এই মুহূর্তে আমার জীবনের ভোগে ছেদ পড়ুক এবং
আত্ম-অভিশাপে আমার মৃত্যু হোক।

ইয়। অয়দিপউস! দেবতাদের নামে তাকে বিশ্বাস করো।
দেব-সমর্থিত শপথের সম্মান দাও;
সম্মান দাও আমাকে ও এখানে উপস্থিত সকলকে।

খো। হে রাজা, আমি প্রার্থনা করছি সদিচ্ছা ও সুস্থ মন নিয়ে
তাকে বিশ্বাস করো। ৬৫০

অয়। আমায় কী বিশ্বাস করতে বলছ?

খো। তাকেই সম্মান দাও যে এর আগে কখনও দায়িত্বশূন্য হয় নি
এবং আজ শপথে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

অয়। জান কী চাইছ?

খো। জানি।

অয়। যা বলতে চাও বলো। ৬৫৫

খো। সে তোমার বন্ধু, সে শপথ নিয়েছে।
অনিশ্চিত কথায় অভিযোগ এনে তাকে মর্যাদাহীন কোরো না।

অয়। ভাল করে জেনো, এর চেয়ে
তুমি চাইছ আমার মৃত্যু বা নির্বাসন।
খো। না। আদিদেব সূর্যের নামে বলছি, ৬৬০
যদি আমি এমন চিন্তা ক'রে থাকি,
তা হ'লে দেবতা ও স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে
আমি যেন নিষ্ঠুর পীড়নে মরি।
হায়রে অভাগা আমি।
দেশের যন্ত্রণা আমার আত্মাকে যথেষ্ট পীড়িত করছে। ৬৬৫
তোমরা কি এই কলহের পাপে
কালকের দুঃখকে বাড়াতে চাও ?
অয়। আচ্ছা, ও যাক। কিন্তু যদি আমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়,
কিংবা জোর ক'রে লজ্জাকর নির্বাসনে আমায় তাড়ানো হয়,
তা হ'লে জেনো তার নয়, তোমারই করুণ বচন, ৬৭০
আমার অন্তরে লেগেছে। তাকে কিন্তু আমি চিরদিন ঘৃণা করব।
ক্রে। এটা স্পষ্ট যে তিক্ত মনে তুমি মত পাল্টাচ্ছ।
কিন্তু রাগ পড়লে খেদ করবে।
তোমার মতো মেজাজীরা
যে নিজের দুঃখ টেনে আনে এতে বিস্ময় কি ? ৬৭৫
অয়। তুমি কি আমায় ছাড়বে না ? যাও।
ক্রে। যাচ্ছি। তুমি আমায় ভুল বুঝলেও
লোকের চোখে আমি সমান।

(ক্রেয়োন-এর প্রস্থান)

খো। ওহে নারী, কেন তুমি ওকে প্রাসাদে নিতে বিলম্ব করছ ?
ইয়। আমি আগে জানতে চাই কী ঘটল। ৬৮০
খো। একদিকে ভুল ধারণা,
অন্য দিকে অন্যায় অভিযোগের জ্বলুনি।
ইয়। উভয়েরই দোষ ?
খো। হাঁ।
ইয়। কী নিয়ে ঝগড়া ?
খো। ঝগড়া থেমেছে। এখানেই শেষ করা যাক। ৬৮৫

দেশের কষ্টে কি হাবুডুবু খাচ্ছি না ?

অয়। আমার ক্রোধ দুইয়ে ও ভোঁতা ক'রে

তুমি কি জান তোমার সদভিপ্রায়ের পরিণামে কী ঘটবে ?

খো। রাজা, কতবার বলেছি না ?

জেনো, আমার পক্ষে তোমার কাছ থেকে স'রে যাওয়া ৬৯০

মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা হবে।

একদিন যখন আমার প্রিয় দেশ যন্ত্রণায় ধুঁকছিল,

তুমিই তখন তাকে অনুকূল

বাতাসের মুখে ধরেছ।

আজ আবার হাল ধ'রে তুমি আমাদের কাণ্ডারী হও। ৬৯৫

ইয়। রাজা, দেবতাদের নামে বলো

কোন্ কাজ তোমার মনকে এমন জ্বালিয়েছে।

অয়। বলছি, আমি যে তোমায় সবার চেয়ে

বেশি সম্মান করি, রাণী।

এ ক্রেয়োন-এর কাজ। সেই আমার বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করেছে। ৭০০

ইয়। তোমাদের কলহের কারণটা স্পষ্ট ক'রে বলো তো।

অয়। আমিই লাইয়স-কে হত্যা করেছি, এই তার দাবি।

ইয়। নিজে জেনে, না, অন্যের থেকে শুনে ?

অয়। সে একজন দুর্বৃত্ত দৈবজ্ঞকে কাজে লাগিয়েছে।

মুখে চাবি এঁটে সে নিজে কিন্তু সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত। ৭০৫

ইয়। পাপের কথা ছেড়ে এখন শোনো আমার কথা।

শুনে জানবে যে-কোনো মানুষেরই দৈবজ্ঞান নেই।

আমি এর একটা ছোট্ট প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি।

একদিন অনেক আগে

লাইয়স-এর কাছে এক দৈববাণী এল, ৭১০

বলছি না আপল্লোন-এর কাছ থেকে, তার সেবকদের কাছ থেকে—

আমাদের মিলনে আত্মজের হাতে মৃত্যু ঘটবে, এই তার অদৃষ্ট।

কিন্তু লোকশ্রুতি মতে

একদল বিদেশী দস্যু তে-পথের মাথায় ৭১৫

তাকে হত্যা করে। এ দিকে পুত্রজন্মের পর তিন দিন যেতে না যেতে
লাইয়স শিশুর গোড়ালি বেঁধে
অন্যকে দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলল এক দুর্গম পাহাড়ে।
সেখানে আপল্লোন
দৈববাণী ঘটাতে পারলেন না— ১২০
শিশু পিতৃহন্তা হল না
এবং ভয়ত্রস্ত লাইয়স ও পুত্রের হাতে প্রাণ দিল না।
তবুও এই ছিল দৈববাণীর নির্ণয়।
অতএব অমন কিছুর দিকে কান দিও না।
দেবতা যা ঘটাতে চান, তা স্বয়ংই প্রকাশ করবেন। ১২৫

অয়। রাণী, এইমাত্র তোমার কথা শুনে
আমার মন দিশেহারা, চিত্ত অস্থির।

ইয়। কিসের উদ্বেগে মুখ ফিরিয়ে এমন কথা বলছ?

অয়। আমি যেন তোমার মুখে শুনেছিলাম
লাইয়স তে-পথের মোড়ে নিহত হয়েছিল। ১৩০

ইয়। এই সংবাদ তখনও বলা হয়েছিল, এখনও বলা হয়।

অয়। কোথায় সে-জায়গা যেখানে তার মৃত্যু ঘটল?

ইয়। জায়গাটির নাম ফোকিস। মোড়ে দুটি পথ—
একটি এসেছে দেল্‌ফই থেকে, অন্যটি দাউলিয়া থেকে।

অয়। দুর্ঘটনা কতদিন আগে ঘটেছে? ১৩৫

ইয়। তুমি এ দেশের রাজদণ্ড হাতে নেবার কিছু পূর্বে
সংবাদটি শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

অয়। হে জেউস। তুমি আমাকে নিয়ে কী করবে স্থির করেছ?

ইয়। হে অয়দিপউস, কিসের এ ব্যাকুলতা?

অয়। প্রশ্ন কোরো না। লাইয়স দেখতে কেমন ছিল? ১৪০
তার বয়স কত?

ইয়। সে ছিল লম্বা; সবেমাত্র চুলে পাক ধরেছে।
তার আকৃতি অনেকটা তোমারই মতো।

অয়। হায়রে দুর্ভাগা! আমার ভয় হচ্ছে কিছু আগেই
আমি নিজেকে লক্ষ্য ক'রে না জেনে দুরন্ত অভিশাপ উচ্চারণ করেছি। ১৪৫

ইয়। রাজা, কী বলছ ? তোমার দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হচ্ছে।

অয়। এই আশঙ্কায় সাহস ভেঙ্গে পড়ছে যে দৈবজ্ঞ ঠিকই দেখেছে।
একটিমাত্র কথায় তুমি এটাকে নিশ্চিত করতে পার।

ইয়। আমারও ভয় আছে, তবুও তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।

অয়। সে কি ছোট একটা রক্ষীদল নিয়ে গিয়েছিল, ৭৫০
অথবা রাজপ্রথা অনুসারে বহু সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে ?

ইয়। তারা সংখ্যায় ছিল পাঁচজন, তাদের মধ্যে
একজন ঘোষক। লাইয়স ছিল রথে।

অয়। হায় হায়। সবই স্পষ্ট। রাণী, সে সময়
কে তোমাদের খবর জানিয়েছিল ? ৭৫৫

ইয়। একজন চাকর। সেই মাত্র জীবন নিয়ে ফিরে এসেছিল।

অয়। সে কি এখন প্রাসাদে আছে ?

ইয। না। সে ফিরে এসে যখন দেখল
তুমি ক্ষমতায় আসীন এবং লাইয়স নিহত,
তখন সে আমার হাত ধ'রে প্রার্থনা করল ৬০
মাঠে পশু চরাতে তাকে ছেড়ে দিতে।
সে চাইল শহর থেকে যতদূরে পারে থাকতে।
আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সেই বিশ্বস্ত মানুষ
চাকর হলেও এর চাইতেও বেশি অনুগ্রহের যোগ্য।

অয়। তাকে কি এখানে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা যায় ? ৭৬৫

ইয়। যায়। কিন্তু এ নিয়ে এত মেতেছ কেন ?

অয়। রাণী। আমার মনে হচ্ছে অনেক বেশি কথা
ব'লে ফেলেছি। তাই আমি তাকে দেখতে চাই।

ইয়। সে আসবেই। কিন্তু আমি কি জানতে পারি না,
রাজা, তোমার মনে এত বেদনা কেন ? ৭৭০

অয়। না-পারবে কেন ? আমি এখন নৈরাশ্যের অ-থই জলে।
এমন দুরবস্থায় শোনাবার মতো লোক
তুমি ছাড়া আর কে আছে ?
পিতা আমার করিন্থীয় পলুবস,
মাতা দোরীয় মেরপে। আমি সেখানে ৭৭৫

নাগরিক-শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হচ্ছিলাম, এমন সময়
এক ঘটনা ঘটল—অদ্ভুত বটে
কিন্তু আমি একে মনে অতি-আগ্রহে জড়িয়ে নিলাম।
ভোজে সুরা-পরিবেশনকালে একজন মদে চুর হয়ে
আমায় ব'লে উঠল : "তুমি তোমার পিতার কৃতক-পুত্র।" ৭৮০
আমি এতে খুব আহত হলাম এবং সেদিন
নিজেকে সামলানো দায় হয়ে উঠল।
পরের দিন মা-বাবার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম।
এমন গুজব যে রটিয়েছে, তার উপর তাঁরা রেগে উঠলেন।
তাঁদের উত্তরে তৃপ্ত হ'লেও গুজবটি ছড়াচ্ছে ব'লে ৭৮৫
মনে ক্ষত জমতে লাগল।
মা-বাবাকে জানতে না দিয়ে আমি গেলাম
দেল্‌ফই-যে। কিন্তু আপল্লোন আমায় নিরাশ ক'রে
তাড়িয়ে দিলেন—আমার প্রশ্নটি অবহেলা ক'রে
তিনি এক ভয়ঙ্কর ও দারুণ দৈববাণী উচ্চারণ করলেন : ৭৯০
"হায়রে দুর্ভাগা। বিধির বিধানে তুমি তোমার মাতাকে
বিবাহ ক'রে লোকসমাজে উৎপন্ন করবে ঘৃণ্যতম সন্ততি
এবং তোমার জনক-পিতার তুমি হবে ঘাতক।"
এ কথা শুনে করিন্থীয় দেশ অনেক দূরে ফেলে
আমি এমন জায়গায় পালিয়ে গেলাম ৭৯৫
যেখানে দৈববাণী-কথিত কুৎসিত ও জঘন্য কাজে
আমার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।
যেতে যেতে আমি সেই জায়গায় গিয়ে উঠলাম
যেখানে তুমি বলছ, রাজা নিহত হ'য়েছিল।
রাণী। আমি কিছুই লুকিয়ে রাখব না— ৮০০
তে-পথের কাছে আসতেই দেখলাম
একজন ঘোষক এবং অশ্বরথে আসীন এক ব্যক্তি,
যেমন তুমি বলেছিলে, আমার দিকে এগিয়ে আসছে।
সারথি ও বৃদ্ধটি জোর ক'রে
আমাকে পথ থেকে সরাতে চাইল। ৮০৫

সারথি আমায় ধাক্কা দিতেই আমি বেগে
তাকে মেরে বসলাম। রথের পাশ দিয়ে যেতেই
সুযোগ বুঝে বৃদ্ধটি দ্বিফলা অঙ্কুশ
আমার মাথায় বসিয়ে দিল।
সে পুরো শাস্তি পেল। চোখের পলকে ৮১০
এই হাতে লাঠি মারতেই সে চিং হয়ে প'ড়ে
রথ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।
তারপর আমি সকলকে মেরে ফেললাম।
লাইয়স ও সেই অপরিচিতের সঙ্গে যদি কোনো সম্পর্ক থাকে,
তা হ'লে আমার চাইতে অধিক হতভাগ্য আর কে আছে? ৮১৫
কে আছে দেবতার ঘৃণিত?
বিদেশী বা দেশী কেউ আমায় ঘরে নিতে
পারে না, পারে না কথা বলতে। সকলেই আমায়
ঘর থেকে তাড়া করবে। আমিই আর কেউ নয়—
আমিই নিজের বিরুদ্ধে অভিশাপ উচ্চারণ করেছি। ৮২০
আমি আমার সেই হাতে মৃতের স্ত্রীকে কলুষিত করছি
যে হাত তাকে নিহত করেছে। আমি কি পাপী নই?
অশুচি নয় আমার সমগ্র সত্তা? এখন পালাতেই হবে;
পালাই যদি, আমি স্বজনের কাছে যেতে পারব না,
পিতৃভূমিতে পা ছোঁয়াতে পারব না। নতুবা মাকে ৮২৫
বিয়ে করতে হবে এবং সেই পিতা পলুবস-কে হত্যা করতে হবে
যিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন, আমায় পালন করেছেন।
কে না বলবে কোনো নিষ্ঠুর দেবতা
আমার জন্য এই সর্বনাশ গড়েছেন?
দেবতার হায়রে পবিত্র মাহাত্ম্য! ৮৩০
সে দিন যেন না দেখি। আমি যেন
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই মর-জগৎ থেকে
এমন পাপের কলুষে লিপ্ত হবার আগে।

খো। রাজা! এমন কথায় আমরাও আতঙ্কিত।
তবু যতক্ষণ সাক্ষীর কথা না শুনছ, ততক্ষণ আশা রাখো। ৮৩৫

অয়। হাঁ, এই একমাত্র আশা ঐ লোকটির জন্য,
ঐ মেষপালকের জন্য অপেক্ষা করা।
ইয়। কিন্তু তাকে আসতে দেখবার এত বাসনা কেন ?
অয়া। বুঝতে পারছ না কি ? তাকে যদি তোমার মতোই
একই কথা বলতে দেখা যায়, তা হ'লে আমি নিষ্পাপ। ৮৪০
ইয়। এমন কোন্ জরুরি কথা তুমি আমায় বলতে শুনেছ ?
অয়। তুমি বলেছিলে সে খবর দিয়েছে দস্যুদলই
তাকে হত্যা করেছে। সে যদি আবার
বহুবচনের উল্লেখ করে, তা হ'লে আমি লাইয়সকে খুন করি নি।
একজন তো দল হতে পারে না। ৮৪৫
কিন্তু যদি সে একক পথিকের কথা বলে,
তা হ'লে আর কোনো সন্দেহ নেই—আমিই দোষী।
ইয়। নিশ্চয়ই সে একথা বলেছে।
আর সে অস্বীকার করতে পারে না।
শুধু আমি নয়, সারা শহর শুনেছে। ৮৫০
যদিও সে আগের কথা থেকে সরে যায়,
তা হ'লেও, রাজা, লাইয়স-এর হত্যায় তার সংবাদ
বিশ্বাস্য হবে না। কারণ আপল্লোন-এর ঘোষণা অনুসারে
তার মৃত্যু আমার পুত্রের হাতে হওয়া চাই।
কী ক'রে আমার হতভাগ্য পুত্র তাকে মেরে থাকবে ? ৮৫৫
সে যে অনেক আগেই মরেছে।
তাই দৈববাণী নিয়ে
আজ থেকে আর আমি মাথা ঘামাব না।
অয়। ঠিক কথা। তবুও কাউকে পাঠিয়ে
সেই চাকরটাকে আনিয়ে নাও। ভুলো না। ৮৬০
ইয়। আমি এখনই পাঠাচ্ছি। চলো, প্রাসাদে যাই।
তোমায় খুশি করবার জন্য সবই করব।

(অয়দিপউস ও ইয়কাস্তের প্রাসাদে প্রবেশ)

খোরস্—তৃতীয় গাথা

প্রথম স্তবক

অদৃষ্ট সদা মোর হউক সহায়
রক্ষা করিবারে পুণ্য পবিত্রতা
মোর বাক্যে মোব কর্মে। ৮৬৫
পালিব ধর্ম ঊর্ধ্বচারী
দিব্যাকাশে জন্ম যার,
অলুম্পস যার একমাত্র পিতা ;
মর্ত্য মানবের সৃষ্টি এ নহে কখনও ;
বিস্মৃতিতে নাহি নিদ্রা তাব, ৮৭০
তারই মাঝে রাজে মহান অজর দেব।

প্রথম প্রতিস্তবক

স্বেচ্ছাচাবীর অহংতা[৮] জননী।
উন্মত্তা অহংতা যবে আকণ্ঠ নেশায়
উদাসীন দেশ-কালে ৮৭৫
ওঠে তুঙ্গ পর্বত শিখবে.
সহসা স্খলিয়া পড়ে দুর্বাব পতনে
পদাশ্রয়হীন অতল গহ্বরে।
যাচি দেবে যুদ্ধ যেন স্তব্ধ নাহি হয়
দেশেব মঙ্গল লাগি'। ৮৮০
দেবেরে নিয়ন্তা বলি'
মানিব সদাই।

দ্বিতীয় স্তবক

কিন্তু যদি কেউ কাজে ও কথায়
ঔদ্ধত্যের সাথে করে পদক্ষেপ,
শাস্তি-ভয়হীন নাহি পূজে ৮৮৫
দেবতা-মন্দির,

নামুক তাহার শিরে রূঢ় সর্বনাশ।
প্রায়শ্চিত্ত করুক সে জন মরণান্ত দণ্ড লাগি'
যদি সে সন্ধানী হয় অধর্ম-ধনের,
যদি করে অপূজ্যেরে পূজা, ৮৯০
যদি মূঢ়তায় শুচিরে অশুচি করে।
কেমনে এহেন জন ক্রোধের নিখাত শর হতে
গর্ব করে পরিত্রাণের?
এ আচার যদি চলে সসম্মানে ৮৯৫
পবিত্র সঙ্গীতে তবে কেন নৃত্য করি?

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

আর আমি নাহি যাব পূজিবার তরে
পৃথিবীনাভিতে স্থিত পুণ্য দেবালয়ে।[৯]
নাহি যাব আবাই মন্দিরে[10]
নাহি যাব অলুম্পসে, ৯০০
যদি ঘৃণ্য এ-আচার
মানে সর্বলোকে।
শক্তিধর জেউস, তব নাম যদি সত্য হয়,
সর্বনিয়ন্তা তুমি, এ কলুষ তোমার নয়ন,
সনাতন তোমার শাসন যেন কভু না এড়ায়। ৯০৫
বৃদ্ধ লাইয়স-এর তরে উচ্চারিত দৈববাণী
অবিশ্বাস্য ব'লে ত্যজিল সকলে।
আপল্লোন কোথাও পূজা নাহি পান,
অস্তমিত দেবশ্রদ্ধা। ৯১০

তৃতীয় বৃত্তান্ত

(ইয়কাস্তের প্রবেশ। সঙ্গে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য হাতে অনুচরীরা)

ইয়। দেশনায়কগণ। আমার মনে এল
দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে নিজের হাতে দিই
মাল্য ও গন্ধদ্রব্য।

অয়দিপউস বড় জ্বলছে
এই সব উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে। মনের ব্যাকুলতায় ৯১৫
সে অতীত ও বর্তমান ঘটনা সব গুলিয়ে ফেলছে;
কেউ ভয়ের কথা বললে সে মনপ্রাণ দিয়ে শোনে।
ওর কাছে আমার সব পরামর্শই নিষ্ফল।
তাই, হে লিকীয় আপল্লোন, প্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছি
এই সব নৈবেদ্য নিয়ে। তুমি যে আমাদের কাছেই আছ। ৯২০
এই কলুষ থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও।
আমাদের তরণীর কাণ্ডারী অয়দিপউসকে
এমন উৎক্ষিপ্ত দেখে আমরা সবাই যে আতঙ্কিত।
(তিনি বেদিতে বেদিতে অর্ঘ্য দিচ্ছেন; করিন্থীয় মেষপালকের প্রবেশ)

করিন্থীয়। ওগো পরদেশীরা, তোমরা কি বলতে পার
রাজা অয়দিপউস-এর প্রাসাদ কোথায়? ৯২৫
আর যদি জান, বলো তিনি কোথায়?
খো। হে পরদেশী, এই তাঁর প্রাসাদ; তিনি ভিতরে।
এই নারী তাঁর সন্তানদের জননী।
করি। তিনি তাঁর সুখী সন্তানদের নিয়ে সুখে থাকুন।
তিনি যে তাঁর সহধর্মিণী। ৯৩০
ইয়। হে পরদেশী, তুমিও থাকো সুখে।
তোমার শুভেচ্ছাবাণীর জন্য ধন্যবাদ।
কিন্তু বলো, কেন এসেছ? কী সংবাদ এনেছ?
করি। সুসংবাদ, রাণী, তোমার স্বামীর জন্য, তাঁর পরিবারের জন্য।
ইয়। কী রকম সংবাদ? কার কাছ থেকে আসছ? ৯৩৫
করি। করিন্থস থেকে। আমি যা বলতে যাচ্ছি,
তাতে তোমার আনন্দ হবে—হওয়া তো উচিত—আবার দুঃখও হবে।
ইয়। সে আবার কী, যা দিতে পারে একই সঙ্গে সুখ ও দুঃখ?
করি। ওখানকার লোকে বলে যে প্রজারা
অয়দিপউসকে করিন্থস-এর রাজা করবে। ৯৪০
ইয়। কী, বৃদ্ধ পলুবস কি এখন শাসক নন?

করি। না তো। তিনি মৃত, সমাধিস্থ।

ইয়। বলছ কী? পলুবস মৃত?

করি। সত্য না বলি তো আমার যেন মরণ হয়।

ইয়। অনুচরী, শীঘ্র গিয়ে রাজাকে খবর দাও। ৯৪৫

ওহে দৈববাণী, কোথায় তুমি?

অনেক আগে অয়দিপউস এরই কাছ থেকে

ভয়ে পালিয়েছিল পাছে একে হত্যা ক'রে বসে।

আজ কিন্তু মানুষটি নিয়তির বিধানে মরেছে, পুত্রের হাতে নয়।

(অয়দিপউস-এর প্রবেশ)

অয়। সহধর্মিণী-রত্ন, প্রিয়তম ইয়কাস্তে, ৯৫০

কেন তুমি আমায় প্রাসাদ থেকে ডেকে পাঠিয়েছ?

ইয়। এই লোকটির মুখে শোন, শুনে ভেবে দেখো

দেবের অমোঘ বাণী কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে!

অয়। কে এই লোকটা? আমার জন্য কী খবর এনেছে?

ইয়। ও আসছে কারিন্থস থেকে। বলছে তোমার পিতা ৯৫৫

পলুবস আর নেই, মারা গেছে।

অয়। কী বলছ, পরদেশী? নিজের মুখে বলো।

করি। আগেই এ কথা স্পষ্ট বলা দরকার:

তোমার পিতা পলুবস মৃত্যুলোকে গেছে।

অয়। ষড়যন্ত্রের ফলে না রোগে? ৯৬০

করি। সামান্য আঘাতেই তো বৃদ্ধ কালঘুম ঘুমুতে পারে।

অয়। মনে হয় বেচারা রোগে মরেছে।

করি। বয়সের বার্ধক্যেও বটে।

অয়। রাণী, রাণী, কে আর মানবে

দৈববাণীর মন্দির অথবা আমাদের মাথার উপরে ৯৬৫

পাখির অব্যর্থ ডাক? তাদের কথা সত্য হলে

আমি হতাম পিতৃহন্তা। কিন্তু তিনি ম'রে প'ড়ে আছেন

দূর দেশে, আর আমি এখানে অস্ত্রও স্পর্শ করি নি।

অবশ্য যদি তিনি আমার জন্য দুঃখ নিয়েই ম'রে থাকেন,

তা হলে কোনোমতে বলা যায় যে আমি তাঁকে হত্যা করেছি। ৯৭০

কিন্তু আসল কথা, পলুবস এই সব দৈববাণী সাথে নিয়ে
পাতালে প'ড়ে থাকায়, তারা হয়েছে ফাঁকা আওয়াজ।
ইয়। আমি কি আগেই এ কথা বলি নি ?
অয়। বলেছিলে কিন্তু আমি ভয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।
ইয়। ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। ৯৭৫
অয়। কিন্তু জননীকে বিবাহ করার ভয় এড়াই কী ক'রে ?
ইয়। কিসের ভয় মানুষের, যাকে শাসন করে অদৃষ্ট
এবং কোনো বিষয়ে নেই যার দূরদৃষ্টি ?
না-ভেবে না-চিন্তে জীবনধারায় ভেসে বেঁচে থাকাই ভাল।
তাই জননীকে বিবাহের ভয় কোরো না। ৯৮০
এমন অনেক মানুষ আছে যারা স্বপ্নে
মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। যার কাছে
ও সবের মূল্য নেই, তার জীবন সরল ও অনায়াস।
অয়। সবই ভাল শুধু মা যদি বেঁচে না থাকতেন।
কিন্তু যতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন, ততক্ষণ— ৯৮৫
তোমার কথা যতই সুন্দর হোক না কেন—ভয় করতেই হবে।
ইয়। কিন্তু তোমার পিতা যে সমাধিস্থ আছে, এতেই বড় স্বস্তি।
অয়। বড়ই বটে। তবু জীবিত জননীতেই আমার ভয়।
কবি। কে সে নারী যাকে তুমি ভয় করছ ?
অয়। হে বৃদ্ধ, তিনি মেরপে, পলুবস-এর স্ত্রী। ৯৯০
কবি। কী কারণে তুমি তাঁকে ভয় করছ ?
অয়। হে পরদেশী, দেবতার ভয়ঙ্কর বাণী।
কবি। বলতে পার কি ? না, অন্যে এ কথা জানায় দোষ আছে ?
অয়। নেই। অনেক আগে আপল্লোন আমাকে বলেছিলেন
আমি আমার মাকে বিয়ে করব ৯৯৫
এবং নিজের হাতে পিতার রক্তপাত করব।
এই কারণে করিন্থসকে অনেক দূরে ফেলে এসেছি।
এইটুকুই বরাত; যদিও মা বাবার মুখ
দেখতে পাওয়া কতই না মধুর।
কবি। এই ভয়েই কি তুমি করিন্থস থেকে এত দূরে আছ ? ১০০০

অয়। হে বৃদ্ধ, আপন পিতার হন্তা কে হতে চায় ?

কবি। রাজা, এ ভয় থেকে তোমায় মুক্তি দিতে
কেন বিলম্ব করেছি ? আমি যে তোমার মঙ্গল চেয়েই এসেছি।

অয়। মুক্তি দিলে তুমি যোগ্য পুরস্কার পাবে।

কবি। সেইজন্য তো এসেছি। তুমি দেশে ফিরলে ১০০৫
আমার উপকার হবে।

অয়। দেশে ? না, আমি কখনই মা বাবার কাছে ফিরব না।

কবি। যুবক, বেশ স্পষ্ট বুঝেছি, তুমি জান না তোমার ভুল কোথায়।

অয়। সে আবার কী ? বৃদ্ধ, দেবতার নামে বলো।

কবি। এই সব কারণে যদি দেশে ফিরতে আপত্তি হয়··· ১০১০

অয়। আমার ভয় হচ্ছে পাছে আপল্লোন-এর কথাই সত্য হয়।

কবি। পাছে জনকজননীর সংস্পর্শে তুমি কলুষিত হও ?

অয়। ঠিক তাই, বৃদ্ধ। দিনরাত ঐ আমার আশঙ্কা।

কবি। তুমি কি জান না অকারণে বৃথা ভয় পাচ্ছ ?

অয়। কী ক'রে বলছ ? আমি যে তাঁদের ছেলে। ১০১৫

কবি। কোনো দিক দিয়েই পলুবস-এর সঙ্গে তোমার রক্তসম্পর্ক নেই।

অয়। বল কী ? পলুবস আমার জনক নন ?

কবি। তিনি তোমার জনক নন যেমন আমিও নই।

অয়। যেমন তুমিও নও ? এ কথার অর্থ কী ?

কবি। তিনিও তোমায় জন্ম দেন নি, আমিও দিই নি। ১০২০

অয়। তা হলে কী ক'রে তিনি আমায় পুত্র বলতেন ?

কবি। শোনো, আমার এই হাত তাঁর হাতে তোমাকে দান করেছিল।

অয়। পরের ছেলেতে তাঁর এত স্নেহ ছিল কেন ?

কবি। বহুদিন তিনি অপুত্রক ছিলেন।

অয়। তুমি কি আমায় কিনেছিলে না এমনি পেয়েছিলে ? ১০২৫

কবি। আমি তোমায় কিথাইরোন-এর উপত্যকার বনভূমিতে
পেয়েছিলাম।

অয়। কেন তুমি সেখানে ঘুরছিলে ?

কবি। পাহাড়ে আমি মেষ চরাচ্ছিলাম।

অয়। তুমি তা হ'লে বেতনভুক মেষপালক ছিলে ?

কবি। হাঁ, তা-ই। কিন্তু, যুবক, সেদিন আমি তোমায়
 বাঁচিয়েছিলাম। ১০৩০

অয়। সেদিন কি আমি বিপদে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিলাম ?

করি। আজও বোধহয় তোমার গোড়ালি সেই কষ্ট স্মরণ করাচ্ছে।

অয়। কেনই বা তুমি আমার সেই অতীত ব্যথার কথা তুলছ ?

করি। তোমার দুটো গোড়ালি বিঁধিয়ে বাঁধা ছিল। আমি বাঁধন
 খুলেছিলাম।

অয়। শিশু বয়স থেকেই আমি এই উৎকট কলঙ্ক ব'যে আসছি। ১০৩৫

করি। তাই তোমার নাম অযদিপউস।[১১]

অয়। দেবতাদের নামে বলো, কার কাজ এটা ? মা-বাবা'র,
 না অন্য কারোর ?

কবি। আমি জানি না, যে লোকের হাত থেকে তোমায় পেয়েছিলাম,
 সেই জানে।

অয়। আমায় অমনি পাও নি ? অন্যের হাত থেকে পেয়েছিলে ?

করি। হাঁ, আর একজন মেষপালক আমার হাতে তোমায় দিয়েছিল। ১০৪০

অয়। কে সে ? ঠিক বলতে পার কে সে ?

কবি। সে নিশ্চয়ই লাইয়স-এর লোক।

অয়। এ দেশের মৃত রাজা লাইয়স-এর ?

কবি। তা বৈকি ? সে লাইয়স এরই চাকর।

অয়। সে কি এখনও বেঁচে আছে ? তাকে পাওয়া যায় ? ১০৪৫

করি। দেশের লোক তোমরা। তোমাদেরই জানার কথা।

অয়। যে লোকটার কথা বলছে, এখানে উপস্থিত
 কেউ কি তাকে চেনে ? সে কি মাঠে কাজ করে ?
 এখানে কি কেউ তাকে দেখেছে ?
 স্পষ্ট ব'লো। রহস্য উন্মোচনের এই তো সময়। ১০৫০

খো। আমা'র মনে হয় তুমি যাকে দেখতে চেয়ে
 মাঠ থেকে ডেকে পাঠিয়েছ, এই-ই সেই লোক।
 এর পরিচয় কিন্তু ইয়কাস্তের চাইতে কেউ ভাল জানে না।

অয়। রানী, জান, একটু আগে যাকে ডেকে পাঠিয়েছ
 এবং এই বৃদ্ধ যার কথা বলছে· · ১০৫৫

ইয়। যার কথাই হোক না কেন, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না ;
যা কিছু শুনলে তা মনে পাকিয়ে আর কী লাভ ?
অয়। লাভ আছে বৈকি। এর মধ্যে এমন সব লক্ষণ পেয়েছি
যে আমার জন্মবৃত্তান্ত না জানা পর্যন্ত আমি থামতে পারি না।
ইয়। দোহাই তোমার! জীবনে যদি মমতা থাকে, তা হলে ১০৬০
অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হও! কষ্ট যা তা আমাতেই থাক্।
অয়। ভয় পেও না। তিন পুরুষ পর্যন্ত যদি আমি ক্রীতদাস ব'লে
প্রতিপন্ন হই, তাহলেও তোমার মান অক্ষুণ্ণ থাকবে।
ইয়। তবুও অনুরোধ করছি, আমার কথা শোনো। থামো।
অয়। তোমার কথা শুনব না। আমি সত্য কী তা জানতে চাই। ১০৬৫
ইয়। কী বলছি তা জানি। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি।
অয়। অমন ভালোয় অনেকদিন আমার প্রাণ ব্যথায় ভরে উঠেছে।
ইয়। হায়রে অভাগা, তুমি কে তা কখনও যেন জানতে না পার।
অয়। কেউ কি সেই মেষপালককে ডেকে আনবে না ?
রাণী তাঁর অভিজাত বংশের গর্বে সুখী হোন। ১০৭০
ইয়। হায় হায়, হায়রে হতভাগ্য! এ ছাড়া আর কী বলব ?
তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা।

(প্রাসাদে ছুটে গেলেন)

খো। হে অয়দিপউস! তীক্ষ্ণ ব্যথার খোঁচায় রাণী বুঝি
অমনি ক'রে ছুটে গেলেন। ভয় হয়
তাঁর এই নীরবতায় কোনো সর্বনাশ ভেঙ্গে পড়তে পারে। ১০৭৫
অয়। সর্বনাশ ভেঙ্গে পড়ে পড়ুক।
আমি আমার জন্মবৃত্তান্ত—তা যতই হীন হোক না কেন—
বের করবই করব।
রাণী বোধ হয় নারীগর্বে
আমার নীচজন্মের জন্য লজ্জিত।
নিয়তির—বদান্য নিয়তির পুত্র ব'লে ১০৮০
আমি কিন্তু লজ্জায় মাথা নোয়াব না।
তিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন এবং সহোদর ঋতুরা
আমায় কখনও তুলেছে, কখনও নামিয়েছে।

এমনি আমার জন্ম ; অন্য জন্ম কেন চাইব ?
কেন জানব না কোথা থেকে জন্মেছি ? ১০৮৫

খোরস—চতুর্থ গাথা

স্তবক

দৈবজ্ঞান যদি মোর থাকে,
সত্যের দর্শনে যদি দক্ষ হই,
তুমি ওগো কিথাইরোন,
অমলিন রাখি' অলুম্পস-এর গৌরব
আগামী পূর্ণিমার উদয়ের আগে ১০৯০
অয়দিপউস-এর ভ্রাতা পিতা মাতা বলি'
প্রশংসিত হবে।
মোদের রাজারে তব এই দানের উল্লাসে
নাচিব গাহিব মোরা। ১০৯৫
হে আপল্লোন! এতে তৃপ্ত হও।

প্রতিস্তবক

ওগো শিশু, কে তোমারে দিলে জন্ম ?
কোনো এক অপ্সরা কি
সঙ্গ লভি' গিরিচারী পান দেবতার
তাহারে করিল পিতা ? ১১০০
অথবা কি কান্তা আপল্লোন-এর
ঘন বন মালভূমে সুখে যে বিহারে ?
অথবা কুল্লেনে-রাজ ?
গিরিশিরবাসী কি বাকখস
তোমারে লভিল দান ১১০৫
হেলিকোন-এর কিন্নরীর হাতে ?
তাদের সাথে নিত্য সে করিছে কেলি।

চতুর্থ বৃত্তান্ত

(বৃদ্ধ থেবীয় মেষপালককে দুই ভৃত্য ধ'রে নিয়ে আসছে)

অয়। হে বৃদ্ধগণ, আমি যদি ভুল না ক'রে থাকি, ১১১০
তাহলে মনে হচ্ছে আগে না দেখলেও এই সেই মেষপালক
যাকে আমরা খুঁজছি। করিন্থীয় মানুষটির সঙ্গে
ওর বয়সের মিল দেখা যাচ্ছে।
তা ছাড়া ওকে যারা ধ'রে নিয়ে আসছে
তারা আমার পরিচিত চাকর। কিন্তু তোমরা আমার চেয়ে ১১১৫
ভাল বুঝতে পারবে, তোমরা তো আগেই তাকে দেখেছ।

থে। হাঁ, আমি তাকে চিনি। লাইয়স-এর চাকরদের মধ্যে
ও ছিল বিশ্বস্ত মেষপালক।

অয়। হে করিন্থীয়, তোমায় আগে জিজ্ঞাসা করছি:
এ কি সেই লোক যার কথা বলছিলে?

করি। হাঁ। ঐ তো দেখতে পাচ্ছ। ১১২০

অয়। এবার তুমি, বৃদ্ধ, আমার দিকে তাকিয়ে
উত্তর দাও। তুমি লাইয়স-এর লোক ছিলে?

থেবীয়। হাঁ। আমি কিন্তু কেনা দাস নই, প্রাসাদে জন্মেছিলাম।

অয়। তোমার কাজ, তোমার জীবিকা কী ছিল?

থে। মেষ চরিয়েই আমার জীবন প্রায় কেটেছে। ১১২৫

অয়। কোন অঞ্চলে তুমি বেশী সময় কাটাতে?

থে। কিথাইরোন বা তার উপকণ্ঠে।

অয়। তুমি একে সেখানে দেখেছ ব'লে কি মনে পড়ে?

থে। কার কথা বলছ? ও কী কাজ করত?

অয়। ঐ তো। ওকে কি কখনও আগে দেখেছ? ১১৩০

থে। ঠিক মনে পড়ছে না। চটপট জবাব দিই কী ক'রে?

করি। আশ্চর্য নয়, রাজা। ও আমায় চিনছে না তো?
আমি ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। নিশ্চয় ওর মনে পড়বে
যখন আমরা দুজন—ও দু'পাল নিয়ে, আমি এক পাল—
কিথাইরোনে পুরো তিনটে ঋতু, ১১৩৫
বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত,

ছ'মাস একসঙ্গে বাস করেছিলাম।
শীত এলে আমি আমার পাল গোষ্ঠে ফিরিয়ে নিতাম,
ও ওর পাল নিত লাইয়স-এর গোষ্ঠে।
যা বলছি সত্যি কি না ? ১১১৫

থে। সত্যি, কিন্তু অনেক দিনের কথা।

কবি। এবার বলো আমায়। মনে পড়ে কি তুমি আমায়
একটি শিশু দিয়েছিলে নিজের ছেলের মতো পালন করতে ?

থে। এ আবার কী ? এমন গল্পের উদ্দেশ্য কী ?

কবি। বন্ধু হে, সেদিনের শিশু ওই যে। ১১২০

থে। সর্বনাশ। চুপ করবে না ? (লাঠি তুলল)

অয়। হে বৃদ্ধ, ওকে মেরো না। শাস্তি যোগ্য
তোমার কথা, ওর কথা নয়।

থে। হে রাজা, আমি কী দোষ করেছি ?

অয়। ও শিশুর কথা বলেছে, তুমি কিছুই বলতে চাও না। ১১২৫

থে। ও কী বলছে তা নিজেই জানে না। ওর মাথা খারাপ।

অয়। স্বেচ্ছায় না বললে জবরদস্তিতে বলতে হবে।

থে। দোহাই। বৃদ্ধকে নাকাল কোরো না।

অয়। কেউ ওর হাত দুটো তাড়াতাড়ি পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধুক।

থে। কেন ? হায়রে দুর্ভাগ্য আমি। জানতে চাও কী ? ১১৩০

অয়। যে শিশুর কথা বলছে, তুমি কি তাকে ওর হাতে দিয়েছিলে ?

থে। দিয়েছিলাম। সেদিন আমার মরণ ছিল ভাল।

অয়। তাই হবে তোমার যদি সত্য না বল।

থে। তাই হবে আমার যদি সত্য বলি।

অয়। ঐ লোকটি মনে হচ্ছে দেরি করাচ্ছে। ১১৩৫

থে। মোটেই না। আমি কি বলি নি যে শিশুকে দিয়েছিলাম ?

অয়। কোথা থেকে পেলে তাকে ? তোমার বাড়ি, না অন্য বাড়ি থেকে ?

থে। ও আমার নয়, একজনের কাছ থেকে পেয়েছিলাম,

অয়। কোন থেবীয়ের কাছ থেকে ? কোন বাড়ি থেকে ?

থে। দোহাই দেবতাদের। রাজা, আর জিজ্ঞাসা কোরো না। ১১৪০

অয়। মরবে যদি আমায় আবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে হয়।

থে। সে ছিল লাইয়স-এর বাড়ির ছেলে।

অয়। দাস না রাজার আত্মীয়

থে। হায় হায়! ভয়ঙ্কর কথা বলার ক্ষণ বুঝি আমার এল।

অয়। আমার বুঝি শোনবার ক্ষণ এল। তবুও শুনবই। ১১৭০

থে। শিশুটিকে সকলে লাইয়স-এর পুত্র ব'লেই জানত।
তোমার স্ত্রী প্রাসাদে আছেন; তিনিই ভাল বলতে পারবেন।

অয়। তিনিই কি শিশুটিকে তোমায় দিয়েছিলেন?

থে। হাঁ, রাজা।

অয়। কোন্ অভিপ্রায়ে?

থে। মেরে ফেলবার জন্য।

অয়। হায়! অভাগিনী মা!

থে। অশুভ দৈববাণীতে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। ১১৭৫

অয়। কোন্ দৈববাণী?

থে। শিশুটি পিতৃহন্তা হবে।

অয়। কেন তুমি শিশুটিকে ঐ বৃদ্ধের হাতে দিয়েছিলে?

থে। তার 'পরে বড় মায়া পড়েছিল আমার। ভেবেছিলাম
ঐ বিদেশী তাকে দূরে, নিজের দেশে নিয়ে যাবে।
তোমাকে বাঁচিয়ে সে তোমায় ভীষণ সর্বনাশের মুখে ফেলেছিল। ১১৮০
ও যার কথা বলছে তুমি যদি সেই হও,
তাহলে তুমি জন্ম-সর্বনেশে।

অয়। হায় হায়! শেষে সত্য হল সব।
হায়রে দিনের আলো, আমার চোখে এই হোক তোমায় শেষ দেখা।
আজ প্রকাশ পেলাম তাদের পুত্ররূপে যাদের পুত্র হওয়া উচিত নয়,
তার স্বামীরূপে যার সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত নয়,
তার ঘাতকরূপে যাকে হত্যা করা উচিত নয়। ১১৮৫

(অয়দিপউস-এর প্রস্থান)

খোরস—পঞ্চম গাথা

প্রথম স্তবক

মানুষেব ওগো বংশধারা,
মোব গণনায়
শূন্য শূন্য জীবন তোব।
কে সে মানুষ
যে পেয়েছে সুখের ছলনা ছাড়া 1190
এতটুকু সুখ।
ক্ষণিকেব, ক্ষণিকেব সে ছলনা।
তোমাব দৃষ্টান্ত হেবি'
হেবি' দুর্ভাগ্য তোমাব,
দুঃখপীড়িত হায় অয়দিপউস,
কোনো জনে সুখী নাহি গণি। 1195

প্রথম প্রতিস্তবক

উচ্চতমে লক্ষ্য বাখি'
অধিকাবী হয়েছিল সে
অখণ্ড সুখেব অমিত ধনেব।
হে জেউস, হত্যা কবি'
বক্রনখী দৈবজ্ঞ কুমারী
আমাদেব দেশে দুর্গসম দাঁড়াইল সে 1200
মরণ-সম্মুখে।
তাই আমবা তোমায় বলিতাম বাজা,
মহান সম্মান পেয়েছিলে তুমি,
শক্তিশালী থেবাই করিলে শাসন।

দ্বিতীয় স্তবক

কিন্তু তোমা চেয়ে আজ আর কারে হতভাগ্য বলি? 1205
জীবনের বিবর্তনে

কে আর যাপন করে মর্মভেদী এত দুঃখ এমন বেদনা ?
শ্রুতকীর্তি ওগো অয়দিপউস !
একই রমণীবক্ষের ভীম পোতাশ্রয়
মৈথুনে আঁকড়ি' নিল পিতাপুত্রে দুই তরণীরে। ১২১০
পিতৃহল-কৃষ্ট ভূমি কেমনে সহিল এত দিন
তোমার কর্ষণ-অপরাধ ?
এতদিন নীরবে কেমনে ?

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

সর্বদর্শী মহাকাল তোমারে করিল আবিষ্কার
অজ্ঞাতে তোমার। বিচারিল অবিবাহে তোমার বিবাহ
যাহে জনক ও জাতক তুমি। ১২১৫
হায় হায় লাইয়স-তনয়,
কভু যদি না হেরিতাম, না হেরিতাম তোমা।
কাঁদি আমি, ঝরে কান্না মুখ হতে বেদনাবিধুর।
সত্য বলি—একদিন তব কাছে পেয়েছিনু প্রাণ ; ১২২০
তোমা হেতু আজ মুদিনু নয়ন মরণ-নিদ্রায়।

পঞ্চম বৃত্তান্ত

(প্রাসাদ থেকে দূতের প্রবেশ)

দূত। হে চিরসম্মানিত নাগরিকগণ,
কী কথাই না শুনবে, কী কাণ্ডই না দেখবে,
কী ব্যথায় না ব্যথিয়ে উঠবে, যদি বিশ্বস্ত প্রজারূপে ১২২৫
লাব্‌দাকস-বংশের প্রতি তোমাদের এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে।
মনে হয়, না ইস্ত্রস[১২], না ফাসিস[১৩]—কোনো নদী
পারবে না তার পবিত্র জলধারায় এই গৃহের কলঙ্ক ধুয়ে দিতে
এক্ষুণি এখানে প্রকাশ পাবে সেই পাপগুলি
যা ঘটেছে দৈববলে নয়, পুরুষকারে। ১২৩০
সকল শোকের মুখ্য শোক স্বেচ্ছাকর্মের ফল।

খো। আমরা আগে যা শুনেছি তারই ভার বইতে পারছি না।
তুমি কি তার উপর আরও কিছু চাপাতে চাও ?
দূত। সংক্ষেপে বলছি—
মহারাণী ইয়কাস্তে মারা গেছেন। ১২৩৫
খো। হায়রে অভাগিনী! কী ক'রে মরলেন ?
দূত। নিজের হাতে। চোখে দেখ নি ব'লে
মর্মভেদী দৃশ্য থেকে রেহাই পেয়েছ।
তবু যতটা মনে করতে পারি আমি
তোমায় বলছি কী কষ্ট হতভাগিনী পেয়েছেন। ১২৪০
ক্রোধের আবেগে অলিন্দে পা দিতে না দিতে
তিনি দুহাতে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে
ছুটে গেলেন তাঁর বিবাহ-কক্ষে।
ঢুকেই ভিতর থেকে রুদ্ধ ক'রে দিলেন দ্বার।
ডাকতে লাগলেন দীর্ঘকাল আগে মৃত লাইয়সকে। ১২৪৫
পূর্বজাত পুত্রকে মনে এনে চেঁচিয়ে উঠলেন :
"পুত্র, তুমি পিতাকে করলে হত্যা। তোমার জননী আমি—
আমি তোমার সঙ্গে জঘন্য মিলনে গর্ভে ধরলাম পাপজ সন্ততি।"
এলিয়ে পড়ে গোঙাতে লাগলেন সেই বিবাহ-শয্যায়
যেখানে চরম দুর্ভাগ্যে পরপর প্রসব করেছিলেন
স্বামী থেকে স্বামী, সন্তান থেকে সন্তান। ১২৫০
তারপর কী ক'রে মরলেন জানি না। সেই মুহূর্তে
গর্জন করতে করতে অয়দিপউস আচমকা এসে পড়লেন ;
রাণীর দুর্দশা আমাদের দেখতে দিলেন না।
ঘুরে ঘুরে আমরা তাঁর উপর লক্ষ্য রাখলাম।
ছুটোছুটি ক'রে তিনি কৃপাণ চাইলেন! ব'লে উঠলেন : ১২৫৫
"কোথায় সেই স্ত্রী যে স্ত্রী নয় ? কোথায় সে মা, সে ক্ষেত্র
যা দুবার কর্ষিত আমার জন্য ও আমার সন্তানদের জন্য।"
এমনি প্রলাপ করতে থাকলে এক দেবতা,
উপস্থিতদের মধ্যে কেউ নয়, তাঁকে পথ দেখালেন।
ভয়াল চীৎকার ক'রে যেন কারও হাতে চালিত হয়ে ১২৬০

দ্বিকপাট দ্বারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ধাক্কায় খাপ থেকে
খিল ছুটে এল, তিনি ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়লেন।
তখন চোখের সামনে দেখলাম রাণী ঝুলছেন—
ফাঁসিতে আটকানো গলা।
দেখেই তুমুল আর্তনাদে হতাশ রাজা ১২৬৫
উদ্বন্ধন কেটে দিলেন। হতভাগিনীর দেহ
মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আরও ভয়ঙ্কর কিছু দেখলাম।
রাণীর পোষাক থেকে
সোনার ব্রুচের অলঙ্কারটি ছিঁড়ে নিয়ে
উপরে তুলে ধরলেন, চোখে হানতে হানতে ১২৭০
ব'লে উঠলেন "এ চোখ দুটো আর যেন না দেখে
যে পাপ আমি ভুগছি, যে পাপ আমি করেছি,
চির অন্ধকারে ওরা যেন আর না চিনতে পারে
যাদের দেখা উচিত হয় নি, যাদের চিনতে চেয়েছিল।"
করুণ সুরে এমনি বিলাপ করতে করতে ১২৭৫
বার বার চোখে ঘা মারতে লাগলেন।
চোখের রক্তে দাড়ি ভিজে উঠল—বিন্দু বিন্দু
রক্তপাত নয়, রক্তের ঝড়ো কালো ঢল।
এই দুঃখ নামল একজনের দোষে নয়, দুজনের দোষে, ১২৮০
স্বামীস্ত্রী দুজনেই ধরা দিলেন একই সর্বনাশে।
তাঁদের আগের সুখ গতকাল পর্যন্ত সুখই ছিল।
আজ শুধু গোঁয়ানি, বিপাক, মৃত্যু, লজ্জা—
দুঃখের যত নামই হোক না কেন—
কোনোটাই দূরে দাঁড়িয়ে নেই। ১২৮৫

খো। সে অভাগার কি এখন দুঃখের উপশম ঘটেছে?

দূত। তিনি চেঁচাচ্ছেন· "দোর খোলো। কাদ্‌মস-প্রজাদের সকলে
দেখুক পিতৃহন্তাকে ও মাতৃ…"
সে পাপ কথা আমি মুখে আনতে পারি না।
আত্ম-নির্বাসনের জন্য তিনি অধীর, নিজের অভিশাপে ১২৯০
অভিশপ্ত ব'লে বাড়ি ছাড়বার জন্য জুলুম করছেন।

কিন্তু তিনি বড় দুর্বল, সহায় তাব চাই।
দুঃখের ভাব তিনি বইতে পাবছেন না।
কিন্তু তোমরা নিজেব চোখে দেখবে ; প্রাসাদের দ্বাব
খুলছে। তোমরা এক্ষুনি এমনি দৃশ্য দেখবে ১২৯৫
যা শত্রুব মনেও জাগায় দয়া।

(অয়দিপউস-এব প্রবেশ , তাঁব মুখ বক্তাক্ত,
হাতড়ে হাতড়ে আসছেন)

খো। মানুষেব চোখে বেদনাব কী নিষ্ঠুব দৃশ্য।
এমন ভয়ঙ্কব নিষ্ঠুব আমি চোখে দেখি নি।
হায়বে অভাগা, এ কী মত্ততা নামল
তোমাব উপব ? কোন দেব এমনি বিবাট লাফ মেবে ৩০০
ঝাঁপিয়ে পড়লেন তোমাব উপর
অসহ্য দুভাগ্য নিয়ে ?
হায়বে হতভাগ্য! তোমার মুখেব দিকে
আমি তাকাতে পাবছি না। তবু আমার মনে
কত সংশয়, কত প্রশ্ন, কত না নিবীক্ষাব আকাঙ্ক্ষা। ১৩০৫
কিন্তু ভয়ে নির্বাক আমি।

অয়। হায়, হায়, অভাগা আমি।
দুর্ভাগ্যের তাড়নায় কোথায় চলেছি ?
আমার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে কোথায় গিয়ে উঠছে ? ১৩১০
হায়রে অদৃষ্ট, আমায় নিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?

খো। চোখ ও কানেব অসহ্য দুবন্ত নবকে।

খোরস—ষষ্ঠ গাথা

প্রথম স্তবক

অয়। হায়, ঘৃণ্য তমোময় মেঘ,
দুদম নিষ্ঠুর তুমি অশুভ বাতাসে ভাসি'
পীড়িছ আমায়। ১৩১৫
হা দিক, ধিক মোবে।

বেদনার অঙ্কুশ, পাপের নিশিত স্মৃতি
প্রাণমূল করিছে ছেদন।

খো। নাহিকো বিস্ময় এহেন গভীর দুঃখে
দেহের বেদনা দ্বিধার, দ্বিধার মনের অনুতাপ। ১৩২০

প্রথম প্রতিস্তবক

অয়। হে বন্ধু, তুমি শুধু আছ মোর পাশে।
এখনও ভজিছ মোরে, অন্ধের সহায় তুমি।
ভুল করি নি তো? নিশ্চিত যে জানি ১৩২৫
আঁধারের কারাগার হতে
শুনি কণ্ঠ তব।

খো। বীভৎস তোমার কাজ।
কেমনে সাহস পেলে চোখের বিনাশে?
কোন দেব আবেশিল তোমা?

দ্বিতীয় স্তবক

অয়। আপল্লোন, বন্ধুগণ, আপল্লোন। ১৩৩০
সেই সাধিছে মোর পাপ, আমার বেদনা।
অন্য কেউ নিজ হাতে করে নি আঘাত,
করিয়াছি আমি হতভাগা।
দৃষ্টির কিবা প্রয়োজন?
কোনো দৃশ্য কভু নাহি দেবে তৃপ্তি নয়নের। ১৩৩৫

খো। হাঁ, যা বলিছ তুমি।

অয়। কান্ত বস্তু আছে দর্শনীয়?
কোন্ আবেদন সানন্দে শুনিব, বন্ধু?
নিয়ে চলো শীঘ্র নিয়ে চলো, বন্ধু, ১৩৪০
আমায় এ দেশ হতে।
নিয়ে চলো ঘৃণ্য পাতকীরে,
নিয়ে চলো অভিশপ্ত মোরে—
নরকুলে ঘৃণ্য দেবতার। ১৩৪৫

খো। নিপীড়িত তুমি অন্তরে বাহিরে,
হত ভাল সত্য যদি না জানিতে তুমি।

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

অয়। ধ্বংস হোক সে
তৃণাঙ্কিত ভূমে কঠিন নিগড় খুলি' ১৩৫০
নিষ্ঠুর মরণ হতে বাঁচাল যে জন।
উপকার করে নাই সে।
সেদিন মরিতাম যদি
এ পীড়ন নামিত না আজ
আমার ও বন্ধুজনের মাথায়। ১৩৫৫

খো। আমিও হতাম সুখী।

অয়। আজ হতাম না পিতৃহন্তা,
লোকে না ডাকিত মোরে
জননীর স্বামী বলি'।
কিন্তু অশুচি আজ আমি, ১৩৬০
পাপীর অধম পুত্র,
পিতা-সহোদর আত্মজজনের।
দুঃখের পর্যায়ে দুঃখতর যদি থাকে,
সে দুঃখ দিয়েছে বিধি ভাগ্যহীন অয়দিপউসে। ১৩৬৫

ষষ্ঠ বৃত্তান্ত

খো। কোন্ অভিপ্রায়ে এ কাজ করেছ জানি না।
অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমার ভাল ছিল।

অয়। যা করেছি তা সব চেয়ে ভাল হয় নি ব'লে
উপদেশ ও পরামর্শ দিতে এসো না। ১৩৭০
পাতালে গিয়ে জানি না কী ক'রে অনন্ধ চোখে
পিতা ও অভাগিনী মাতা'র দিকে তাকাতে পারতাম।
তাঁদের প্রতি এমন পাপাচরণ করেছি

যার প্রায়শ্চিত্ত গলায় দড়ি দিয়ে মরলেও হয় না।
আমার সন্তানেরা যেভাবে জন্মেছে ১৩৭৫
তাতে তাদের দেখে কি আমার আনন্দ হবে ?
না, না, এ চোখ দিয়ে দেখব না তাদের,
দেখব না সহর, দেখব না দুর্গ, দেখব না
পবিত্র দেবপ্রতিমা। থেবীয়দের মধ্যে একদা নরপুংগব
আজ কিন্তু সর্বাধম আমি। সম্পর্ক ছিন্ন করলাম ১৩৮০
সহরের সঙ্গে যেদিন সকলকে আদেশ দিলাম
"তাড়াও সেই লাইয়স-এর পুত্রকে—
সকলের মধ্যে অশুচি, দেবতার কাছে অপবিত্র।"
নিজেকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে আমি কি সোজা চোখে
প্রজাদের দিকে মুখ তুলে দাঁড়াব ? ১৩৮৫
না, না। কানের রন্ধ্র বন্ধ ক'রে
যদি ধ্বনির পথ রুদ্ধ করতে পারতাম,
তা হ'লে অন্ধতা ও বধিরতার কারাগারে
বন্দী ক'রে রাখতাম আমার এই দীন দেহটাকে।
দুঃখস্পর্শের বাইরে আশ্রয় পাওয়া কতই না মধুর। ১৩৯০
হায় কিথাইরোন, কেন তুমি আমায় কোলে নিয়েছিলে ?
নিয়ে তখনই কেন মেরে ফেল নি। তাহলে লোকের কাছে
প্রকাশ করতে হত না কার কাছ থেকে আমি জন্ম নিলাম।
হে পলুবস, হে করিন্থস। পিতার ব'লে কথিত
ওরে প্রাচীন প্রাসাদ, আমার লাবণ্যের আড়ালে ১৩৯৫
কী কুৎসিত রোগই না তোমরা পোষণ করেছ।
আজ কিন্তু কুৎসিত ব'লে কুজন্মা ব'লে আমি প্রকাশিত।
হে ত্রিপথ, হে গুপ্ত উপত্যকা, হে ওক-কুঞ্জ।
হে পথের সংকীর্ণ মোড়! তোমরা পান করেছ
আমার রক্ত—আমার হাত-ঝরানো আমার পিতার রক্ত। ১৪০০
মনে কি পড়ে কী পাপ আমি করেছিলাম
তোমাদের সামনে, কী পাপ করেছি এখানে এসে।
হে বিবাহ !

যে নারীর গর্ভে তুমি আমায় জন্ম দিয়েছিলে,
আমারই ঔরসে সে নারী হল গর্ভবতী। ১৪০৫
তুমিই প্রকাশ করলে পিতা, ভ্রাতা, সন্তান—
সকলেই একই দূষিত রক্তে উৎপন্ন। বধূ হল
জায়া ও জননী। লোকের সামনে লজ্জার পঙ্কে নিমগ্ন আমি।
কিন্তু এসব পাপের উল্লেখ অনুষ্ঠানের মতোই গর্হিত।
দেবতাদের দোহাই, তাড়াতাড়ি আমায় লুকিয়ে ফেলো, ১৪১০
হত্যা করো, নিক্ষেপ করো সমুদ্রে,
যেখানে তোমরা আর আমায় দেখবে না।
এসো, দয়া ক'রে স্পর্শ করো আমায়;
বিশ্বাস করো, ভয় নেই। আমাব দুঃখের ভার বইবাব
আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ১৪১৫

খো। তোমার প্রার্থনাব সাড়া দিতে ঐ যে ক্রেয়োন আসছে।
যা করণীয় তার পবামর্শ সে দেবে।
তোমাব স্থানে সে ছাড়া দেশের রক্ষক আর কেউ নেই।

(ক্রেয়োন-এব প্রবেশ)

অয়। হায়, কী আর বলব তাকে?
কেমন ক'রে তার আস্থা ফেরাব?
একটু আগেই আমি যে তাব সঙ্গে রুক্ষ আচবণ করেছি। ১৪২০

ক্রেয়োন। হে অয়দিপউস, আমি তোমায় উপহাস করতে আসি নি,
আসি নি পূর্বেকার অপমানের শোধ তুলতে।
(পোবস-এর দিকে তাকিয়ে)
মানবজাতির প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা যদি নাও থাকে,
অন্তত দিব্য সূর্যেব বিশ্ব-প্রাণদ শিখার প্রতি ১৪২৫
ভক্তি রেখো। নিবাবরণ এমন এক কলুষকে
প্রকাশ্যে রেখো না, যা পৃথিবী,
পবিত্র জল ও দিনের আলো সইতে পারে না।
দেরি না ক'রে ওকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দাও।
সহানুভূতি নিয়ে এমন দুঃখের দৃশ্য দেখা, ১৪৩০
এমন আর্তনাদ শোনা শুধু ঘরের লোকদেরই কাজ।

অয়। শ্রেষ্ঠ মানুষ তুমি, পাপিষ্ঠ মানুষের কাছে এসে
তুমি আশঙ্কা থেকে আমায় বাঁচিয়েছ। শোনো,
দেবতার দোহাই, তোমার ভালোর জন্যই বলছি, আমার জন্য নয়।
ক্রে। এত আগ্রহ নিয়ে তুমি কী প্রার্থনা করছ? ১৪৩৫
অয়। তাড়াতাড়ি আমায় দেশের বাইরে তাড়িয়ে দাও,
যেখানে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।
ক্রে। আগেই আমি তা করতাম, যদি দেবতার কাছ থেকে
কী আমার করণীয় তা জানতে না চাইতাম।
অয়। দেবতার বাণী তো পরিষ্কারই বলেছে— ১৪৪০
পিতৃহন্তা ও অশুচি ব'লে আমার মৃত্যু অনিবার্য।
ক্রে। বাণীটি এমনি বটে, কিন্তু এই বর্তমান সংকটে
কী কর্তব্য জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়!
অয়। এমন সর্বস্বান্ত মানুষের জন্য আবার দেবতার পরামর্শ নেবে?
ক্রে। হাঁ, এখন মনে হচ্ছে তুমি দেবতাকে বিশ্বাস করবে। ১৪৪৫
অয়। করব এবং তোমার উপরেও নির্ভর করি। তাই আমার অনুরোধ—
প্রাসাদের মধ্যে যিনি প'ড়ে আছেন, তুমি তোমার ইচ্ছামতো
তাঁর সংকারের ব্যবস্থা করো—আত্মীয়জনের প্রতি
এই তোমার উচিত কাজ। আমার পূর্বপুরুষদের এই সহর
এই জীবনে আমায় যেন আশ্রয় না দেয়। ১৪৫০
আমায় সেই পাহাড়ে বাস করতে দাও,
যেখানে কিথাইরোন—আমার কিথাইরোন—
আমারই অপেক্ষায় আছে; যেখানে জীবিতকালে
আমার পিতামাতা আমার সমাধি নির্ণয় ক'রে গেছেন।
এইভাবে আমার ঘাতকদের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে আমি মরতে চাই,
যদিও জানি কোনো রোগ বা জগতের কোনো কিছু ১৪৫৫
আমায় মারতে পারবে না। আমার জন্য ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট
নির্ণীত না থাকলে, আমি সে দিন কিছুতেই মৃত্যু থেকে
রক্ষা পেতাম না। যাই হোক, আমার সেই অদৃষ্ট পূর্ণতার দিকে
ধেয়ে আসুক। কিন্তু আমার সন্তানেরা? ছেলেদের জন্য, ক্রেয়োন,
চিন্তা কোরো না। তারা পুরুষ। যেখানেই থাক না কেন, ১৪৬০

নিজেদের ব্যবস্থা তারা ক'রে নেবে।
কিন্তু আমার মেয়ে দুটোরই কষ্ট, তারা অসহায়।
তারা আমায় ছাড়া খাবার টেবিলে কখনও বসত না,
আমি যা মুখে দিতাম, তারাও তা-ই দিত। ১৪৬৫
তাদের দেখো। শেষ প্রার্থনা—তাদের গায়ে আমার হাত
বুলাতে দাও, দুঃখের দিনে একসঙ্গে ব'সে কাঁদতে দাও।
দাও, রাজকুমার, দাও হে উদার।
তাদের গায়ে হাত দিয়ে বুঝে নি তারাই আমার,
চোখ থাকতে যেমন বুঝতাম। ১৪৭০

(ইস্‌মেনে ও আন্তিগনেকে এক দাসী নিয়ে এল)

বলছি কী?
হা ভগবান। আমি কি আমার যাদুমণিদের
কান্না শুনছি না? ক্রেয়োন কি আমায় দয়া ক'রে
আমার প্রিয়তমদের পাঠিয়েছে?
এ কি সত্য? ১৪৭৫

ক্রে। সত্যি, আমি ওদের ডেকে পাঠিয়েছি।
জানতাম এই আনন্দের জন্য বেশ কিছুক্ষণ তুমি উতলা হচ্ছিলে।

অয়। সুখী হও। তুমি যা করলে তার জন্য
ঈশ্বর তোমায় আমার চেয়ে সুরক্ষিত করুন।
বাছারা, কোথায় তোমরা? এদিকে এসো, ১৪৮০
এসো ভাইয়ের এই দুই হাতে যে হাতের কাজে
তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের জন্মদাতার
উজ্জ্বল চোখদুটি আজ তমোময়।
বাছারা আমার, আমিই সে জন্মদাতা যে কিছু না দেখে
না জেনে সেই গর্ভে তোমাদের জন্ম দিয়েছিল ১৪৮৫
যে গর্ভে সে নিজে একদিন জন্মেছিল। চোখে দেখতে পাচ্ছি না ব'লে
তোমাদের জন্য শুধু কাঁদছি। জানি কত তিক্ত তোমাদের
অবশিষ্ট জীবন, মানুষের মাঝে কী দুর্দশায় তোমরা পড়বে।
সহরের কোন্ সে সভায়, কোন্ সে উৎসবে যাবে
যেখান থেকে আনন্দহারা হয়ে ১৪৯০

চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ফিরবে না ?
তোমাদেব যখন বিযেব বয়স হবে,
ওগো, মাযেবা, কোন্ যুবক সেই কলঙ্কেব লজ্জার ঝুঁকি নিতে
বাজী হবে যে কলঙ্কে আমাব দুই পুত্র
ও তোমাদেব জীবন চিবকলুষিত ? ১৪৯৫
কোন দোষে দোষী নই ? তোমাদেব পিতা
তাব পিতাকে হত্যা কবল , যে মাতাব গর্ভে
জন্মেছিল সেই মাতাকে কবল গর্ভবতী,
তোমাদেব কবল নিজেব সহোদবা ।
এমনি জঘন্য নিন্দার মাঝে কে তোমাদেব বিয়ে কববে ? ১৫০০
কেউ না, মা, কেউ না । নিঃসঙ্গ জীবনে
তোমাদেব কৌমার্য যাবে শুকিয়ে।
হে। মেনয়কেউস-পুত্র। তুমি এখন এদের পিতা ,
ওদের পিতামাতা তো আব নেই ।
এই তোমাব সন্তানেবা যেন ১৫০৫
অবিবাহিত থেকে ভিক্ষে ক'রে না বেড়ায় ।
ওদের দুঃখ যেন আমাব দুঃখেব সামিল না হয় ।
দয়া বেখো ওদেব উপব । কত কচি ওরা ।
তুমি না দেখলে সকলেই ওদেব ত্যাগ কববে ।
হে উদাব, আমাব হাতে হাত দিয়ে দাও তোমাব সম্মতি। ১৫১০

(ক্রেয়োন তাঁব হাত ধবলেন)

মায়েরা, বোঝবাব বয়স যদি তোমাদের থাকত,
তাহলে আমি আবও অনেক কিছু বলতাম। আপাতত
এই তোমাদেব প্রার্থনা হোক—যেখানে যতদিন বেঁচে থাক,
তোমরা যেন তোমাদের জন্মদাতাব চেয়ে সুখে দিন কাটাও ।

ক্রে। প্রচুব কেঁদেছ। এখন প্রাসাদে যাও। ১৫১৫
অয়। অপছন্দ হলেও যাচ্ছি।
ক্রে। ঠিক সময়ে সব কাজই ভাল।
অয়। আমার কী হবে তা তুমি জান ?
ক্রে। তুমি বললে তবে তো বুঝব।

অয়। আমায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দাও।

ক্রে। এতো ঈশ্বরের বিবেচনা, আমার নয়।

অয়। কিন্তু আমি যে দেবতাদের চরম ঘৃণার পাত্র।

ক্রে। তাই অবিলম্বে নির্বাসনে যাবে।

অয়। সত্যি বলছ ?

ক্রে। না ভেবে বাজে কথা বলা আমার স্বভাব নয়। ১৫২০

অয়। তাহলে এখান থেকে এখন আমায় নিয়ে চলো।

ক্রে। এসো। তোমার মেয়েরা থাক।

অয়। ওদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না।

ক্রে। তোমাব শাসকের মেজাজ ছাড়ো।
এ জীবনে প্রভুত্ব তোমায় ছেড়ে গেছে।

(একদিকে দাসী দুই মেয়েকে নিয়ে চলল ;
ক্রেয়োন নিয়ে চললেন অয়দিপউসকে)

খোরস-এর প্রস্থান

খো। (যেতে যেতে)
পিতৃভূমি থেবাইয়ের নাগরিকগণ, চেয়ে দেখো।
এই অয়দিপউস। ইনি দারুণ রহস্য উন্মোচন করেছিলেন ; ১৫২৫
নরকুলে ছিলেন শ্রেষ্ঠ শক্তিধর। এই সহরে তাঁর সৌভাগ্যকে
ঈর্ষার চোখে দেখেনি এমন কেউ নেই।
আজ দুঃখের ভয়াল বন্যা তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।
তাই জীবনের শেষ দিনটির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
কোনো মর্ত্য-মানুষকে সুখী বোলো না
যতক্ষণ না সে জীবনের শেষপ্রান্ত দুঃখহীন শান্তিতে পেরিয়েছে। ১৫৩০

———

সফক্লেস

কলোনসে অয়দিপউস

'রাজা অয়দিপউস' নাটকেব শেসে অয়দিপউস ক্রেয়োন-এর কাছে চেয়েছিলেন অবিলম্বে নির্বাসন। ক্রেয়োন বলেছিলেন এ বিষয়ে তিনি দৈববাণীর পরামর্শ নেবেন। কিন্তু তিনি রাজ্যভার নিয়ে দৈববাণীর ব্যাপারে উদাসীন থাকলেন। তাই অন্ধ অয়দিপউস রাজপ্রাসাদে নিভৃতে বাস কবতে লাগলেন। দীর্ঘকাল পরে প্রজারা আবাব তাঁর নির্বাসনের কথা তুলল। ক্রেয়োন তাদের খুশি করবাব জন্য অয়দিপউসকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অয়দিপউস-এর সাবালক দুই পুত্র পিতাব জন্য কিছুই করল না। কিন্তু অনুগত দুই কন্যার মধ্যে আন্তিগনে অন্ধ পিতার সঙ্গে নির্বাসনে চলল, ইস্‌মেনে পরিস্থিতি বোঝবার জন্য থেবাইয়ে থেকে গেল।

ইতিমধ্যে নূতন এক দৈববাণী এল—অয়দিপউস-এর অনুগ্রহেব উপব থেবাইয়েব মঙ্গল নির্ভর করবে। এদিকে অয়দিপউস-এর দুই পুত্র ক্রেয়োনকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিল। রাজ্যলাভের প্রতিযোগিতায় এতেয়ক্লেস প্রজাদের সমর্থন পেল। পলুনাইকেস দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আর্গস-এ গিয়ে রাজা আদ্রাস্তস-এর কন্যাকে বিবাহ কবল। হেল্লাস-এর কতিপয় রাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ক'রে সে থেবাই-আক্রমণে প্রস্তুত হল। কিন্তু দৈববাণীতে সে জানল যুদ্ধে যে পক্ষ অয়দিপউস-এর সমর্থন লাভ করবে সেই পক্ষই জয়ী হবে।

এখানেই নাটকের শুরু। পাপের আত্মপ্রকাশের প্রথম আঘাতে অয়দিপউস কলুষের জঘন্যতায় অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধ'রে চিন্তা ও মননের পর উপলব্ধি করলেন তিনি দেবতার নির্বাচিত নিয়তি-পুত্র। তাঁর কলুষিত ও নির্দোষ জীবন এই সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে যে শাশ্বত ধর্মের লঙ্ঘনে, স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, মানুষকে শাস্তি পেতে হয়। অয়দিপউস বুঝেছিলেন তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে ঘটবে না: "জানি কোনো রোগ বা জগতের কোনো কিছু আমায় মারতে পারবে না। আমার জন্য ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট নির্ণীত না থাকলে আমি সেদিন কিছুতেই মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেতাম না।" ('রাজা অয়দিপউস', ১৪৫৫—১৪৫৭) এখন তাঁর জীবনে অদৃষ্টের পূর্ণতার মুহূর্ত নেমেছে। আত্ম-অভিযোগের দুরন্ত পীড়ন পার হয়ে তিনি এসে পৌঁছেছেন শান্তির তটে। তবুও জীবনের শেষ পদক্ষেপে তাঁকে প্রবেশ করতে হল প্রতিহিংসা-দেবীদের কুঞ্জে বজ্র বিদ্যুতের ভয়াল পরিবেশে।

অধিকাংশের মতে এই নাটকখানি সফক্লেস-এর শেষ রচনা। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে (খৃঃ পূঃ ৪০৬/৪০৫) নাটকখানি অভিনীত হয় নি।

বাংলা অনুবাদের জন্য মূলের একটি সংস্করণ ব্যবহার করেছি—Richard C. Jebb, *The Oedipus Coloneus*, Amsterdam, 1963.

কলোনসে অয়দিপউস

পাত্রগণ

অয়দিপউস

আন্তিগনে

কলোনসবাসী

ইস্‌মেনে

থেসেযুস

ক্রেয়োন

পলুনাইকেস

দূত

খোরস—আথেনীয় প্রাচীনেরা

আথেনাই থেকে অদূরে কলোনস। এউমেনিদেস-এর পবিত্র কুঞ্জের সম্মুখ ভাগ। মঞ্চমধ্যে শিলাখণ্ড। আন্তিগনে-পরিচালিত অন্ধ অয়দিপউস। উভয়ে ক্লান্ত; পরিধানে জীর্ণ পোষাক।

প্রস্তাবনা

অয়দিপউস। আন্তিগনে, বৃদ্ধ অন্ধের কন্যা,
এ কোন্ দেশে আমরা এলাম? কাদের এ শহর?
কে আজ পথ-চলা অয়দিপউসকে
সামান্য ভিক্ষা দিয়ে বাঁচাবে?
আমি অল্পই চাই, পাই অল্পের চেয়ে কম; ৫
এতেই আমি তৃপ্ত। আমার দুঃখকষ্ট,
দীর্ঘকালীন তোমার সান্নিধ্য, তোমার উদার মন—
এই তিনের কাছ থেকে আমি ধৈর্য শিখেছি।
মা, সাধারণ ভূমিতে বা দেবকুঞ্জের কাছে
যদি বিশ্রামের কোনো আসন দেখ, ১০
তা হলে আমায় সেখানে নিয়ে বসিয়ে দাও।
খোঁজ করব আমরা কোথায় এসেছি। পরদেশী আমরা,
স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জেনে নেব আমাদের কী করতে হয়।

আন্তিগনে। হে কষ্টক্লিষ্ট পিতা অয়দিপউস! দেখে মনে হচ্ছে
দূরে দাঁড়িয়ে শহর-ঘেরা গম্বুজগুলি। ১৫
এই স্থানটিও পবিত্র বোধ হচ্ছে—
লরেল, জলপাই ও দ্রাক্ষালতায় আকীর্ণ ভূমি;
ভিতরে বুলবুলিরা জমাট হয়ে ব'সে মিষ্টি গান গাইছে।
রুক্ষ শিলাখণ্ডের উপর বসো;
বুড়ো বয়সে দীর্ঘপথ হেঁটেছ। ২০

অয়। এখন বসিয়ে দিয়ে এই অন্ধকে দেখাশুনা করো।
আন্তি। দীর্ঘকাল ধরে শিখেছি, শেখবাব আর কিছু নেই।
অয়। বলতে পার কোথায় পৌচেছি ?
আন্তি। আথেনাই আমি জানি, এ অঞ্চল চিনি না।
অয়। প্রত্যেক পথিকই তো একই কথা বলল। ২৫
আন্তি। গিয়ে কি জিজ্ঞাসা ক'রে আসব এ কোন্ জায়গা ?
অয়। হাঁ, মা। অন্তত যদি এখানে কেউ থাকে।
আন্তি। নিশ্চয় লোক থাকে। কিন্তু মনে হচ্ছে যাবাব
দবকাব নেই। অদূবে একজন লোক দেখছি।
অয়। আসছে ? এদিকে এগোচ্ছে ? ৩০
আন্তি। এই তো সামনে। সুযোগ বুঝে যা বলবাব বলো।
এই লোকটি এসেছে।

(কলোনসবাসীব প্রবেশ)

অয়। হে পবদেশী, আমাব এই মেয়ে যাব চোখ
ওর নিজেব ও আমার পথ দেখায় আমায় বলছে
যে আমাদেব সংশয় ঘোচাতে তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। ৩৫
কলোনসীয়। জিজ্ঞাসা করবাব আগে আসন ছেড়ে ওঠো।
এমন পবিত্র জায়গায় বয়েছ যেখানে পা ঠেকানো উচিত নয়।
অয়। কোন্ জায়গা এটা ? কোন্ দেবতাব পীঠস্থান ?
কলো। স্থানটি অস্পর্শনীয় ও অবাস্তব্য। পৃথিবী ও অন্ধকাবেব
কন্যা ভয়ঙ্কবী দেবীরা[১] এখানকাব অধিকাবিণী। ৪০
অয়। বলো, কোন্ পবিত্র নামে তাঁদেব আবাহন কবব ?
কলো। স্থানীয় লোকেবা তাঁদেব বলে সর্বদর্শিনী এউমেনিদেস[২]
অন্যত্র লোকেরা অন্য নাম পছন্দ করে।
অয়। প্রার্থীকে তাঁবা সানুগ্রহে গ্রহণ করুন,
এখানকাব আশ্রয় থেকে আমি আর সবে যাব না। ৪৫
কলো। কেন ?
অয়। এখানে পেয়েছি নিয়তির অভিজ্ঞান।
কলো। সহরের কর্তৃপক্ষেব পরামর্শ না নিয়ে
আমি তোমায় এখান থেকে সরাতে সাহস করি না।

অয়। হে পরদেশী, দেবতার দোহাই। অসহায় পথিক আমি।
আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলো না। ৫০
কলো। বলো। আমি না বলব না।
অয়। এ কোন্ জায়গায় আমরা পৌঁছেছি?
কলো। আমি যা জানি বলছি, শোনো।
সমস্ত অঞ্চলটি পবিত্র। ভীষণ পসাইদোন[৩]
এখানকার অধিকর্তা। এখানে আরও আছেন ৫৫
অগ্নিবাহক দেবতা মহাকায় প্রমেথেউস।[৪]
যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেই স্থানটির নাম
কলোনস-এর পিতল-সোপান দেহলি[৫], আথেনাইয়ের ভিত্তি।
নিকটবর্তী অঞ্চলের দাবি—প্রাচীন বীর কলোনস
এব প্রতিষ্ঠাতা; অঞ্চলটিও ঐ নামে কথিত। ৬০
অধিবাসীরাও কলোনীয় ব'লে পরিচিত।
হে পরদেশী, এই পর্যন্ত আমি জানি।
এটা পুরাণেব কাহিনী নয়[৬], কিন্তু লোকাচার সিদ্ধ।
অয়। এই অঞ্চলে কি লোকে বাস করে?
কলো। অনেকে বাস করে; ঐ দেবতার নামেই তারা অভিহিত। ৬৫
অয়। ওদের কি রাজতন্ত্র, না গণতন্ত্র?
কলো। সহরের রাজা এই অঞ্চলের শাসক।
অয়। আদেশে ও শক্তিতে বলবান কে সে রাজা?
কলো। তাব নাম থেসেউস, আইগেউস-এর পুত্র।
অয়। তোমাদেব কেউ কি দূত হয়ে তার কাছে যেতে পারে? ৭০
কলো। তার কাছে সংবাদ দিতে, না তাকে এখানে আনতে?
অয়। এলে সামান্য উপকারেব বিনিময়ে তার মহৎ লাভ হবে।
কলো। যে চোখে দেখে না, তার কাছ থেকে আবার লাভ কী?
অয়। আমার কথাগুলির কিন্তু চোখ আছে।
কলো। পরদেশী, শোনো। আমি চাই না তুমি ভুলের জন্য সংকটে পড়। ৭৫
তোমার দুরদৃষ্ট সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছি তুমি বড় বংশের সন্তান।
তুমি এখানে থাকো। ইতিমধ্যে আমি
সহরে না গিয়ে অঞ্চলবাসীদের সব কথা বলি।

তারাই ভেবে ঠিক করবে
তোমার এখানে থাকা উচিত, না এখান থেকে চলে যাবে। ৮০
(কলোনীয়ের প্রস্থান)

অয়। মা, পরদেশী কি চলে গেল ?

আন্তি। চলে গেল। বাবা, তুমি নির্ভয়ে সব বলতে পার।
আমি তো একাই তোমার পাশে।

অয়। ওগো ভয়ঙ্করী দেবীরা! তোমাদের এই পবিত্র আলয়ে
আমি প্রথম প্রণাম জানিয়েছি ব'লে ৮৫
তোমরা ফৈবস ও আমার প্রতি বিরাগ হয়ো না।
ফৈবস যখন আমার অনেক ভোগান্তির কথা
ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন অনেক বছর পরে
এই আশ্রয় হবে আমার বিশ্রামস্থান ; পথের শেষে
আমি পাব ভয়ঙ্করী দেবীদের পীঠস্থান, পাব শরণ। ৯০
এখানেই আমার কষ্টক্লিষ্ট জীবনের যাত্রাশেষ।
এখানে আমার অবস্থিতি অভ্যর্থনাকারীদের মঙ্গল ঘটাবে,
কিন্তু সর্বনাশ ঘটাবে তাদের যারা আমায় নির্বাসনে তাড়িয়েছে।
ফৈবস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই মুহূর্তের অভিজ্ঞান হবে
হয় ভূমিকম্প, না হয় বজ্রধ্বনি, বা জেউস-এর বিদ্যুৎ। ৯৫
এখন বুঝতে পারছি আমার এই যাত্রায়
অবিশ্বাস করতে পারি না এমন এক পূর্বলক্ষণ দিয়ে
তোমরা আমায় এই কুঞ্জে টেনে এনেছ। তা না হলে
মিতাচার যাত্রী আমি আমার ভ্রমণে প্রথম
সুরায় অনাসক্ত দেবীদের[৮] কাছে আসতাম না, ১০০
এই রুক্ষ পবিত্র শিলার উপরও বসতাম না।
তাই হে দেবীগণ! আপল্লোন-এর বাণী অনুসারে
কোনো উপায়ে আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে
আমায় দাও মৃত্যু। নইলে তোমাদের অনুগ্রহের অযোগ্য হয়ে
আমাকে চিরকালের জন্য চরম কষ্টের গোলাম হয়ে থাকতে হবে। ১০৫
এসো, আদিম আঁধারের করুণাময়ী কন্যারা!
এসো, মহতী পাল্লাস-এর নামে অভিহিত আথেনাই,

এসো, সহর-চূড়ামণি,
দয়া করো বীর অয়দিপউস-এর দীনতম প্রেতকে—
এ মানুষ আর সে মানুষ নয়। ১১০

আন্তি। চুপ করো। কয়েকজন প্রবীণ আসছে।
তুমি কোথায় বসেছ, তা দেখতে এসেছে।

অয়। চুপ করছি! তুমি পথ থেকে কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে
আমায় লুকিয়ে রাখো। ওদের আলাপ আমি আগে
শুনতে চাই। কিছু করবার আগে ১১৫
জেনে নেওয়াই বুদ্ধিমত্তা।

(আন্তিগনে তাঁকে কুঞ্জে নিয়ে গেল)

খোরস-এর প্রবেশ—প্রথম গাথা

প্রথম স্তবক

দেখো! কে ছিলো হেথায়? কোথায় বসতি তার?
হেথা থেকে কোথা বা ছুটিল?
কী নির্লজ্জ! ১২০
দেখো, লক্ষ্য করো,
তন্ন তন্ন করি' খোঁজো তারে।
যাত্রী, যাত্রী এই বৃদ্ধ,
স্থানীয় কভু সে নয়।
তা না হলে পশিত না অ-পদদলিত কুঞ্জে ১২৫
অধীশ্বরী যার পাষাণী দেবীরা,
উচ্চারিতে যাঁর নাম ভয়ে কাঁপি মোরা
যাঁর কুঞ্জ ছাড়ি' চলে যাই ফিরায়ে বদন
নিঃশব্দে নীরবে কাঁপায়ে অধর।
সংবাদ পেয়েছি এসেছে অভক্ত এক।
হেরি' চারিভিতে না পাই নিবাস তার। ১৩০

(আন্তিগনে অয়দিপউসকে কুঞ্জ থেকে নিয়ে এল)

অয়। এই তো আমি। প্রবাদ যেমন আছে,
কান আমাব চোখ।
খোবস। হায় হায়। ভীষণ দর্শন, শ্রবণও ভীষণ। ১৪০
অয়। আমাব অমুবোধ, আমায় অপরাধী ভেবো না।
খো। জেউস, আমাদের বক্ষা কবো। কে এই বৃদ্ধ?
অয়। দেশেব প্রধানেবা, এমন কেউ নই আমি ১৪৫
যাকে অমিত সৌভাগ্যের জন্য সুখী বলতে পাব।
দেখতে পাচ্ছ তো—নইলে কি আমি
অন্তেব চোখ দিয়ে এভাবে চলতাম,
এভাবে দুর্বলেব উপব আমার বল কি নির্ভব করত?

প্রথম প্রতিস্তবক

খো। আজন্ম তুমি কি অন্ধ? ১৫০
মনে হয় দীর্ঘকাল ভুগিয়াছ তুমি।
এ দুঃখের পর আব অভিশাপ আনিতে দেব না,
এইমাত্র আমার আশা। ১৫৫
লঙ্ঘেছ, লঙ্ঘেছ অধিকাব।
সহসা পশিতে পাব
তৃণাঙ্কিত নির্বাক উপত্যকা মাঝে
পানপাত্রে যেথা মধুর ধারার সাথে মিশে জল।* ১৬০
সাবধান, সাহসী পথিক।
ফিরে এসো, চলে যাও।
আমা হতে বহুদূরে তুমি।
বহুদুঃখী ওগো পথচাবী,
মোর কথা শুনিছ কি? ১৬৫
আলাপ করিতে যদি চাও,
ছাড়িয়া নিষিদ্ধ ভূমি
করহ আলাপ যেথা নাহি অপরাধ।
অন্যথায় বাঁধো হে রসনা।

অয় বুঝতে পাচ্ছি না, মা, কী করি। ১৭০

আন্তি। পিতা, সহরের প্রথা মেনে
ওঁরা যা বলছেন তাই করো।

অয়। ধরো আমায়।

আন্তি। ধরছি

অয়। ওহে পরদেশীরা, তোমাদের উপর বিশ্বাস রেখে
যে আশ্রয় ছেড়ে দিচ্ছে, তার কোনো অপকার কোরো না ১৭৫

দ্বিতীয় স্তবক

খো। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বৃদ্ধ, তোমার আশ্রয় হতে
কেউ না সরাবে তোমায়।

(অয়দিপউস একটু অগ্রসর হলেন)

অয়। আর এগোব ?

খো। এসো আরও অগ্রসরি'।

অয়। আরও ?

খো। আরও নিয়ে এসো, কন্যা।
তুমি তো বুঝিছ[10]।

আন্তি। অন্ধ পদক্ষেপে আমার পিছু চ'লো, পিতা ১৮০
যেখানে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।

খো। পরদেশী ভূমে ভাগ্যহীন তুমি পরদেশী।
সংকোচ না করি'
সহর যা ঘৃণা করে ঘৃণা করো তারে, ১৮৫
যারে ভালবাসে ভালবাসো তারে।

অয়। এখন আমায় এমন জায়গায়
নিয়ে চলো, মা, যেখানে ধর্মের অবিরোধে
কথা বলতে পারি ও শুনতে পারি, ১৯০
যেখানে অদৃষ্টের সঙ্গে আমায় লড়তে হবে না।

(উভয়ে কুঞ্জের প্রান্তে এগিয়ে এল)

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

খো। থামো। শিলাতল ছেড়ে পা বাড়িও না।

অয়। এমনি ?

খো। আর নয়, বুঝেছ ?

অয়। বসতে পারি কি ?

খো। পাশে সরো, নীচু হও, ১৯৫
শিলাপ্রান্তে বসো।

আন্তি। আমি ধরছি, বাবা। ধীরে ধীরে।

অয়। হায়রে আমি।

আন্তি। এক পা এক পা ক'রে চলো, তোমার জীর্ণ দেহখানি ২০০
আমার স্নেহপরায়ণ হাতের উপর ছেড়ে দাও।

(আন্তিগনে তাঁকে শিলার উপর বসিয়ে দিল)

অয়। আর্তজনের হায়রে কষ্ট।

খো। ওরে ভাগ্যহীন, আরামে বসেছ ?
এখন বলো, কার থেকে জন্ম তোমার ?
এমন দুর্ভোগ বহন ক'রে কোথায় চলেছ ? ২০৫
জানতে চাই আমরা তোমার পিতৃভূমি কোথায় ?

অয়। ওহে পরদেশীরা, আমি নির্বাসিত। কিন্তু থামো।

খো। হে বৃদ্ধ, কেন এ নিষেধ ?

অয়। জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি কে ?
জানবার আর চেষ্টা কোরো না। ২১০

খো। সে কী ?

অয়। ভয়ঙ্কর আমার জন্ম।

খো। বলো।

অয়। হায়রে মা, কী বা বলি ?

খো। পরদেশী, কোন্ কুলোদ্ভব তুমি ? বলো। পিতা কে বা ? ২১৫

অয়। মারে আমার, আবার কী কষ্ট !

আন্তি। বলো। তুমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেছ।

অয়। তা হলে বলি। গোপন ক'রে রাখবার কোনো উপায় নেই

খো। তোমরা দুজন বড় দেরি করছ। চটপট উত্তর দাও।

অয়। লাইয়সকে জান কি?

খো। হায় হায়! ২২০

অয়। লাব্‌দাকস-এর বংশ?

খো। হায় জেউস!

অয়। অভাগা অয়দিপউসকে?

খো। তুমি কি সেই।

অয়। যা বলছি তাতে ভয় পেয়ো না।

খো। (মুখ ফিরিয়ে পোষাক দিয়ে চোখ ঢেকে)
ধিক্ ধিক!

অয়। পোড়া কপাল!

খো। ধিক ধিক!

অয়। মা, কী যেন ভাগ্যে আছে! ২২৫

খো। দূর হও, দূর হও দেশ থেকে।

অয়। কথা দিয়েছিলে। কথা রাখবে না?

খো। যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পাল্টা ক্ষতি সাধন করে,
দৈব তাকে শাস্তি দেন না।
একের বঞ্চনা অন্যের বঞ্চনাকে উসকে দেয়; ২৩০
ফলে লাভের পরিবর্তে মেলে দুঃখ।
তাই এক্ষুনি এখান থেকে স'রে পড়ো,
নিরাশ্রয়ে এই দেশ ছাড়ো,
পাছে এই আমার শহরকে
পাপে ঋণী ক'রে তোল। ২৩৫

আন্তি। হে করুণাময় পরদেশীরা!
অনিচ্ছাকৃত পাপের কাহিনী শুনে
যখন তোমরা আমার বৃদ্ধ অভাগা পিতাকে
সইতে পারছ না,
তখন আমি এই মিনতি করছি, ২৪০
হে পরদেশীরা,
অন্তত এই দুঃখিনীকে দয়া করো।

শুধু পিতার হয়ে ভিক্ষা চাইছি,
ভিক্ষা চাইছি তোমাদের চোখে অনন্ধ চোখ রেখে
যেন তোমাদের বংশেরই এক মেয়ে— ২৪৫
দয়া করো দুঃখীজনে।
দুর্দিনে দেবতার মতো
তোমরাই আমাদের পরম নির্ভর।
দয়া ক'রে দাও অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ।
তোমাদেব ব'লে যা কিছু প্রিয়তম—সন্তান, জায়া, ২৫০
নিধি, দেবতা—তারই নামে চাইছি ভিক্ষা।
মনুষ্যজাতির মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না
যে দেবতা-চালিত হয়ে দেবতাব হাত এড়িয়ে যাবে।

প্রথম বৃত্তান্ত

বো। ওগো অয়দিপউস-দুহিতা, এই দুর্দশা'য় তোমাব ও তাব উপব
আমাদের সমান দরদ আছে, তাতে নিশ্চিন্ত থাকো। ২৫৫
কিন্তু ভয় দেবতা কী কবেন। তাই যা বলেছি
তাব অতিরিক্ত কিছুই বলতে পাবছি না।
অয়। তা হলে কী লাভ কীর্তি ও সুনামেব ধাবায়
যদি তা মিছেই হাবিয়ে যায় ?
লোকে বলে আথেনীয়েরা বড ধার্মিক, ২৬০
আথেনাই একটিমাত্র সহব যেখানে
দুঃখী পবদেশী পায় আশ্রয়, পায় আতিথ্য।
কিন্তু আমার জন্য কোথায় এসব ? আমার আশ্রয় থেকে
টেনে এনে তোমরা আমায় তাড়াতে বসেছ।
শুধু আমার নামের ভয়ে। আমার দেহেব ভয়ে নয়, ২৬৫
আমার কাজের ভয়ে নয়—আমার কাজ ?
কর্মসাধন নেই আমার, শুধু দুঃখভোগ।
প্রয়োজন হলে বলতে পারি আমার পিতামাতা কী কবেছেন ;
নিশ্চিত জানি এইজন্যই আমাকে তোমাদের এত ভয়।
স্বভাবে কী ক'রে আমি পাপী ? ২৭০

অনিষ্টের শুধু পাল্টা নিয়েছি,
জেনে শুনে করলেও আমার পাপ হত না।
কিন্তু আসলে যেখানে গেছি, না জেনেই গেছি,
তাদের হাতেই পীড়িত হয়ে যারা জেনেই আমার ধ্বংস চেয়েছিল
তাই দেবতার দোহাই, ওহে পরদেশীরা, আমার প্রার্থনা— ২৭৫
তোমরা যখন আমায় আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে এনেছ,
তখন বাঁচাও আমায়। তোমরা যেন মুখে দেবস্তুতি ক'রে
কাজে দেব-ঋণ পরিশোধে অবহেলা না কর। মনে রেখো,
দেবতারা নজর রাখেন ধার্মিকে
নজর রাখেন অধার্মিকে। ২৮০
অধার্মিক কখনও দেবতাকে এড়িয়ে যেতে পারে না।
দেবতার সহায়তায় তোমরা যেন পুণ্য আথেনাইয়ের সুনাম
অপবিত্র, হীন কাজের আঁধারে মলিন না কর।
তোমরা যখন এই প্রার্থীকে গ্রহণ করবে কথা দিয়েছ,
তখন আমায় উদ্ধার ক'রে আশ্রয় দাও। ২৮৫
বিকৃত এই মুখের দিকে তাকিয়ে আমায় মানহীন কোরো না।
এখানে এসেছি আমি—পবিত্র, ধার্মিক,
সহরের মঙ্গল সাধক। তোমাদের রাজা,
তিনি যেই হোন না কেন, যখন আসবেন,
তখন আমার কথা শুনে সব জানতে পারবে। ২৯০
ইতিমধ্যে আমার প্রতি অনাচার কোরো না।

খো। হে বৃদ্ধ, আমি তোমার হৃদয়-ভাবে
অভিভূত না হয়ে পারছি না। গম্ভীর ভাষায়
তুমি এ ভাব প্রকাশ করেছ। আমার পক্ষে
এটাই যথেষ্ট যদি দেশনেতা এর মীমাংসা করেন। ২৯৮

অয়। হে পরদেশীরা, কোথায় এ দেশের রাজা?

খো। পূর্বপুরুষদের সহর তাঁর রাজধানী। যে লোক
আমায় এখানে পাঠিয়েছে সেই গেছে রাজাকে আনতে।

অয়। তোমার কি মনে হয় এই অন্ধের প্রতি
শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে তিনি নিজে এখানে আসবেন? ৩০০

খো। নিশ্চয়ই, তোমার নাম শুনেই।

অয়। তাঁকে কে আমার নাম শোনাবে ?

খো। দীর্ঘ পথ। পথচারীরা নানা গুজব ছড়াচ্ছে।
সে সব শুনে তিনি এক্ষুনি এসে পড়বেন।
ভাবনা কি ? বৃদ্ধ, তোমার নাম মুখে মুখে ৩০৫
এমনি উড়ে চলেছে যে ঘুমে এলিয়ে থাকলেও
শুনেই তিনি এখানে ছুটে আসবেন।

অয়। তাঁর আগমনে মঙ্গল হোক তাঁব সহরেব,
আমারও মঙ্গল হোক। কোন্ সৎ লোকই না নিজেই নিজের বন্ধু ?

আন্তি। ভগবান জেউস। কী আশ্চর্য। পিতা, এ কি স্বপ্ন ? ৩১০

অয়। মা আন্তিগনে, কী কী ?

আন্তি। সিসিলীয় ঘোড়ায় এক তরুণীকে
আমাদের দিকে আসতে দেখছি।
মাথায় তার রোদ থেকে মুখ বাঁচানো
থেস্সালীয় টুপি। কী বলি ? ৩১৫
এ কি সে ? এ কি আর কেউ ? এ কি আমাব মনের ভ্রান্তি ?
হাঁ, না, হায়রে বলতে পারছি না।
আর কেউ নয়। এগোতে এগোতে
পুলকভরা চোখে সে আমায় আদর জানাচ্ছে।
আর সন্দেহ নেই— ৩২০
ইস্মেনে, আমার ইস্মেনে।

অয়। কী বলছ, মা ?

আন্তি। তোমার মেয়ে গো, আমার বোন গো !
আর কি ভুল হয় ? এক্ষুনি কণ্ঠস্বরে তাকে চিনতে পারবে।

(ইস্মেনের প্রবেশ)

ইস্মেনে। পিতা, ভগ্নী, কী মিষ্টি নাম।
কত না কষ্টে তোদের খুঁজে পেলাম, ৩২৫
চোখের জলে কত না কষ্টে তোদের দেখছি।

অয়। মা গো, এসেছিস ?

ইস। বাবা, তোমায় দেখে কত না ব্যথা বাজছে বুকে।

অয়। সত্যি তুই এখানে ?

ইস। হাঁ, কিন্তু অনেক কষ্টে।

অয়। গায়ে হাত দে, মা।

ইস। এক হাত তোমায়, এক হাত বোনকে।

অয়। বাছাবা! বোনেবা।

ইস। হায়রে, কষ্টের জীবন। ৩৩০

অয়। আমাব ও তাব ?

ইস। আমারও। দুর্ভাগ্যে বাঁধা তিন জন।

অয়। কেন এলি, মা ?

ইস। তোমাব টানে, বাবা।

অয়। আমায় দেখবাব বাসনায় ?

ইস। হাঁ। তা ছাডা নিজের মুখে তোমায় সংবাদ দিতে।
তাই একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচব নিয়ে এসেছি।

অয়। সেই দুই তরুণ, তোমাব ভায়েবা, তাবা কি কষ্টে আছে ? ৩৩৫

ইস। ওরা যেমন ছিল তেমনি আছে। আজ বড় দুঃসময় ওদের।

অয়। ঐ দুটো তাদেব চবিত্রে ও আচবণে
মিশরীয়দের আচাবের পুরো নকল কবছে।
মিশবে পুরুষেবা বাডীতে থেকে তাঁত বোনে,
আব মেয়েবা জীবিকাব জন্য বাইবে বেড়ায়[১১]। ৩৪০
তেমনি, মায়েবা, আমাব দুঃখের ভাগী যাদেব হওয়া উচিত,
তাবা বইল ঘরে কুমারীদের মতো, তাদেব পবিবর্তে
তোমরা দুজন বইছ ভাগ্যহীন পিতাব দুঃখেব ভার।
এই তোমাব বোন কৈশোব থেকে
যৌবনে পা দিয়েই বৃদ্ধের চালক হয়ে ৩৪৫
আমাব সঙ্গে বড় কষ্টে ঘুবে বেড়াচ্ছে ;
অনেক সময় অনাহারে খালি পায়ে
জংলী দেশেব মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছে।
সূর্যের তাপ ও ঘন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে
কী কঠিন খাটুনি খাটছে। ৩৫০
বাবাকে দেখাশুনার জন্য

ঘরের আরাম তুচ্ছ ক'রে এসেছে।
আর তুমি, মা? কতবার কাদ্‌মস-প্রজাদের অগোচরে
আমার উদ্দেশে ঘোষিত দৈববাণীগুলি
জানাতে এসেছ। আমার নির্বাসনের পর ৩৫৫
তুমিই আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচর।
এখন তোমার পিতার জন্য কী সংবাদ নিয়ে এলে,
ইস্‌মেনে? কী উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে এসেছ?
বেশ জানি, তুমি খালি হাতে আস নি;
ভয়ের কিছু এনেছ কি? ৩৬০

ইস। পিতা, তুমি কোথায় কীভাবে বাস করছ
তা খুঁজতে আমি যে কষ্ট পেয়েছি
তা তোমায় বলব না। দুবার ভুগতে চাই না—
একবার কষ্টের ভোগে, আর একবার তার বর্ণনায়।
তোমার দুই অভাগা ছেলে কী সংকটে পড়েছে, ৩৬৫
তা-ই আমি তোমায় বলতে এসেছি।
এর আগে শহরটিকে কলুষহীন রাখবার জন্য
ক্রেয়োন সিংহাসনে থাকুক এই তারা চেয়েছিল।
তারা সুস্থ মনে বুঝেছিল বংশের প্রাক্তন কলঙ্ক
তোমার অভাগা ঘরে টিকে থাকবে।
কিন্তু এখন দেবতা এবং নিজেদের কুৎসিত মনের দ্বারা
প্ররোচিত হয়ে এই দুই দুরাত্মা তীব্র প্রতিযোগিতায়
সিংহাসন ও রাজশক্তি কেড়ে নেবার ইচ্ছায় জ্বলছে।
বদমেজাজী অনুজ এতেয়ক্লেস সিংহাসন থেকে
বঞ্চিত ক'রে অগ্রজ পলুনাইকেসকে ৩৭৫
রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে।
অধিকাংশ লোকে বলে যে পলাতক পলুনাইকেস
গিরিবেষ্টিত আর্গসে গিয়ে রাজবাড়ীতে বিয়ে ক'রে
যোদ্ধাদের মৈত্রী লাভ করলেন।
তার সংকল্প, হয় আর্গস সগৌরবে কাদ্‌মস-এর রাজ্য ৩৮০
অধিকার করবে, না হয় থেবাইয়ের যশ আকাশস্পর্শী হবে।

পিতা, এ শুধু কথার কথা নয়,
কিন্তু এক ভয়ানক কাণ্ড। তোমার কষ্টে কী ক'রে দেবতারা
কৃপা করবেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।

অয়। তুমি কি এই আশায় এসেছ যে দেবতারা ৩৮৫
কৃপা ক'রে আমায় মুক্তি দেবেন ?

ইস। হাঁ, পিতা, নূতন দৈববাণী এসেছে ব'লে।

অয়। কী বাণী ? কী ঘোষিত হল, মা ?

ইস। থেবাইয়ের লোকেরা তাদের মঙ্গলের জন্য
তোমাকেই খুঁজবে, তুমি জীবিতই থাক, বা মৃতই থাক। ৩৯০

অয়। আমার মতো লোকের কাছ থেকে কে আর মঙ্গল পাবে ?

ইস। বাণী বলছে তাদের শক্তি তোমারই হাতে।

অয়। মরতে যখন বসেছি তখনই কি পুরুষ হলাম ?

ইস। হাঁ, আগে তোমায় ধ্বংস ক'রে দেবতারা
এখন তোমায় উপরে তুলছেন।

অয়। যৌবন ঝরে গেলে বৃদ্ধকে উপরে তোলা—এক তুচ্ছ উপহার। ৩৯৫

ইস। জেনে রেখো কিন্তু ক্রেয়োন এর জন্যই
তোমার কাছে আসবে, আসবে অবিলম্বে।

অয়। কোন্ অভিপ্রায়ে সে আসবে আমায় খুলে বলো, মা।

ইস। কাদ্‌মস-রাজ্যের কাছাকাছি তোমায় আশ্রয় দিতে
যাতে তুমি তাদের আয়ত্তে থেকেও দেশে ঢুকতে না পার। ৪০০

অয়। আমি দ্বারের বাইরে থাকলে ওদের কী উপকার ?

ইস। তোমার সমাধিতে অশুভ কিছু ঘটলে তাদের অমঙ্গল হবে।

অয়। দেবতা ছাড়াও সাধারণ বুদ্ধিতেই তো বোঝা যায়।

ইস। তাই এখন তারা দেশের কাছে তোমার বসতি চায়
যাতে তুমি স্বেচ্ছাধীন না থাক। ৪০৫

অয়। থেবীয় মাটিতে কি তারা আমায় সমাধি দেবে ?

ইস। না, পিতা। আত্মীয়ের রক্তপাতের দোষ এর বাধা।

অয়। তা হলে তারা আমায় কখনও তাদের আয়ত্তে পাবে না।

ইস। এর জন্য কাদ্‌মস-প্রজাদের একদিন ভুগতে হবে।

অয়। কী কারণে ? কী উপলক্ষে, মা ? ৪১০

ইস। তোমার ক্রোধের ফলে। ওরা যখন তোমার সমাধির
কাছে এসে দাঁড়াবে।
অয়। মা, যা বলছ তা কার কাছে শুনেছ ?
ইস। দেল্‌ফয়-মন্দিরে যাদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের কাছে।
অয়। আমার সম্বন্ধেই কি দৈবস এ-সব বলেছেন ?
ইস। যারা থেবাইয়ে ফিরেছে তারাই এ-সব বলেছে। ৪১৫
অয়। আমার কোনো ছেলে কি একথা শুনেছে ?
ইস। দুজনেই। এর মর্ম ভালই বুঝেছে।
অয়। ঐ বদমাশ দুটো জেনে শুনেই
পিতৃস্নেহ তুচ্ছ ক'রে সিংহাসন নিয়ে মেতেছে।
ইস। তোমার কথা শুনে ব্যথা পাচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই। ৪২০
অয়। দেবতারা যেন তাদের বিধিবিহিত কলহ মিটিয়ে না দেন।
বর্শা হাতে যে-যুদ্ধে তারা নেমেছে
তার পরিণাম যেন আমার হাতে থাকে।
সিংহাসন ও রাজদণ্ড
যার হাতে আছে সে যেন বেঁচে না থাকে ; ৪২৫
নির্বাসনে যে আছে সেও যেন কখনও না ফেরে।
আমি তাদের পিতা। আমি যখন নিদারুণ অপমানে
দেশ থেকে বিতাড়িত হলাম, তখন তারা বাধাও দিল না,
আপত্তিও জানাল না। অথচ তাদেরই চোখের উপর
আমি নিরাশ্রয় হলাম, আমার নির্বাসন ঘোষণা করা হল। ৪৩০
তুমি হয়তো বলবে, আমারই প্রার্থনা শুনে
শহরটি অনুগ্রহ ক'রে আমার অনুরোধ রেখেছে।
মোটেই তা নয়। যেদিন অন্তরের আগুনে
মরণ ছিল আমার একমাত্র কাম্য,
—এমন কি, প্রস্তর-আঘাতেও মরতে চেয়েছি— ৪৩৫
সে দিন কেউ তো এগিয়ে এল না আমার ইচ্ছাপূরণ করতে।
তারপর কালে কালে জ্বালা যখন জুড়িয়ে গেল,
যখন বুঝলাম আমার ক্ষিপ্ত ক্রোধ
অতীত পাপের অতিরিক্ত শাস্তির দাবি করেছিল,

তখনই বড় বিলম্বে শহর জোর ক'রে 880
আমায় দেশ থেকে বের ক'রে দিল। তখন আমার ছেলেরা
পিতৃসেবায় অবহেলা ক'রে ক্ষমতা থাকতেও
আমায় সাহায্য করেনি, কিন্তু তারা একটিও কথা না বলায়
আমি চিরকালের মতো পলাতক ভিখারি হয়ে পথে পথে ঘুরছি।
এদিকে কুমারী হয়েও মেয়েলি স্বভাবের সাধ্যমতো 88৫
এই দুই মেয়ে আমার আহার, আশ্রয়
ও স্বজনোচিত যত্ন যোগাচ্ছে।
কিন্তু ঐ দুটো ছেলে পিতাকে বিকিয়ে
কিনেছে সিংহাসন, রাজশক্তি, দেশের শাসন।
তারা কিছুতেই আমায় মিত্ররূপে পাবে না, 8৫০
থেবাই শাসন ক'রেও কোনো লাভ হবে না তাদের—
একথা নিশ্চিত জানি, কারণ এই মেয়েটির কাছ থেকে দৈববাণী শুনে
আমার মনে পড়ছে সেই প্রাক্তন বাণী
যা ফৈবস আমায় বলেছিলেন।
এখন তারা আমার সন্ধানে পাঠাতে পারে 8৫৫
ক্রেয়োনকে বা শহরের যে-কোনো শক্তিশালীকে।
হে পরদেশীরা, তোমরা যদি তোমাদের দেশবাসিনী
ভয়ঙ্করী দেবীদের আনুকূল্যে আমার পাশে দাঁড়াতে
রাজী হও, তা হলে এই শহরের জন্য তোমরা লাভ করবে
এক মহান ত্রাতা, শত্রুরা মহাসংকট। 8৬০

খো। হে অয়দিপউস, সত্যই দয়ার পাত্র তুমি—
তুমি আর তোমার মেয়েরা। প্রার্থনা ছাড়া
তুমি এ দেশের ত্রাতা নিজেই যখন বলছ,
তখন তোমার মঙ্গল চেয়ে আমি তোমায় কিছু বলতে চাই।

অয়। সহায় হও, হে কারুণিক, আমি সব কিছু করব। 8৬৫

খো। এখন প্রায়শ্চিত্ত করো সেই দেবীদের উদ্দেশে
যাদের দেবভূমি তুমি এসেই মাড়িয়েছ।

অয়। কোন্ কৃত্যের পালনে? হে পরদেশী, আমায় বলো।

খো। প্রথম শুদ্ধ হাতে অঝোরঝরন-ঝর্না থেকে

পবিত্র জল নিয়ে এসো। ৪৭০

অয়। পবিত্র জল নিয়ে?

খো। নিপুণ হাতে শিল্পিত পূজাপাত্র আছে—
তাদের কানা ও দুই হাতল সাজিয়ে তোলো।

অয়। পল্লবে, না পশমে? কী ভাবে?

খো। মেষশাবকের সদ্যছাঁটা পশমগুচ্ছ নাও। ৪৭৫

অয়। আচ্ছা। তারপর কোন্ ক্রিয়া করতে হবে?

খো। উষামুখে দাঁড়িয়ে তর্পণ করো।

অয়। যে পূজাপাত্রগুলির কথা বলছ, তাদের থেকে?

খো। হাঁ, তিনবার, কিন্তু শেষ পাত্রটি উপুড় করে ঢালতে হবে।

অয়। কী দিয়ে ভরব, তাও বলো। ৪৮০

খো। জলে, মধুতে, কিন্তু মদে নয়।

অয়। ছায়াসঙ্কুল মাটি যখন এ সব টেনে নেবে?

খো। দুহাতে তিনবার ন'টি জলপাই পল্লব
ছড়াতে ছড়াতে এমনিভাবে প্রার্থনা করো।

অয়। কী ভাবে? আমি শুনতে চাই। এটা বড় দরকারী। ৪৮৫

খো। আমরা তাঁদের "প্রসন্নমনা" ব'লে ডাকি।
তাই তাঁরা যেন প্রসন্ন হৃদয়ে প্রার্থীকে গ্রহণ ক'রে রক্ষা করেন—
এমনিভাবে তুমি বা তোমার হয়ে যে কেউ প্রার্থনা করুক
নিচু গলায়, চড়া গলায় নয়।
তারপর পেছনে না তাকিয়ে সরে আসবে। ৪৯০
তুমি যদি এ-সব কর, তা হলে তোমার পাশে দাঁড়াতে
আমার সাহস হয়; না করলে তোমাকে নিয়ে আমার বড় ভয়।

অয়। মায়েরা, এখানকার লোকেরা কী বলল শুনলে তো?

আন্তি। হাঁ, শুনেছি। এখন বলো কী করতে হবে।

অয়। এসব আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ৪৯৫
আমার দুটো বাধা—আমি অসহায়, আমি অন্ধ।
তোমরা একজনে গিয়ে এসব করো।
আমার বিশ্বাস, পবিত্র মনে প্রায়শ্চিত্তের কাজ করলে
হাজার লোকের কাজ একজনকে দিয়েই হতে পারে।

কিন্তু এটা তাড়াতাড়ি করো এবং আমায় একা ৫০০
ফেলে যেয়ো না। সহায় ও অন্যের সাহায্য ছাড়া
এই শরীরটাকে নাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই।

ইস। আমি পূজোয় যাচ্ছি,
কিন্তু জায়গাটা আমি কী ক'রে চিনব ?

খো। পরদেশিনী, এই কুঞ্জের পেছনে সে-জায়গা। তোমার যদি ৫০৫
কিছুর দরকার হয়, সেখানে পূজারী আছেন ; তিনি সব ব'লে দেবেন।

ইস। যাচ্ছি তা হলে। আন্তিগনে, তুমি এখানে বাবাকে দেখো ;
মা-বাবার জন্য কষ্ট হলে তা স্বীকার করা কর্তব্য।

কম্‌মস

খো। দীর্ঘদিন নিদ্রিত দুঃখকে জাগানো নিষ্ঠুর কাজ ; ৫১০
তবু জানতে চাই।

অয়। কী ?

খো। নিষ্ঠুর বিপাক যার সঙ্গে লড়েছ,
যার প্রতিকার মেলে নি।

অয়। যে লজ্জায় ভুগেছি তাকে ৫১৫
আতিথ্যের নামে নিরাবরণ কোরো না।

খো। তোমার কাহিনী ইতস্তত ছড়িয়েছে এবং তাতে
অনেক রঙ ছড়ানো হয়েছে। তাই আসল সত্যটি শুনতে চাই।

অয়। হায় !

খো। সামলে থাকো, আমার অনুরোধ।

অয়। হায় হায় !

খো। আমরা তোমার সব কথা শুনেছি ; তুমি আমাদের উত্তর দাও। ৫২০

অয়। হে পরদেশীরা, আমি চরম দুঃখ ভুগেছি,
ভুগেছি অনিচ্ছায়। দেবতা জানেন,
তাতে আমার কোন হাত ছিল না।

খো। কী ঘটেছিল ?

অয়। আমার সর্বনাশের জন্য শহরটি অজান্তে ৫২৫

অমঙ্গল বিবাহে অবৈধ বধূর সঙ্গে আমায় বেঁধেছিল।

খো। তুমি কি, আমি যেমন শুনেছি, নিষিদ্ধ মিলনে
তোমার মায়ের শয্যা কলঙ্কিত করেছিলে?

অয়। হায়! একথা শুনলেই মরতে বসি।
দেখো, পরদেশী, এ দুটি আমারই মেয়ে। ৫৩০

খো। বলছ কী?

অয়। দুই মেয়ে—দুই অভিশাপ।

খো। হে জেউস!

অয়। যিনি আমার মা, তাঁরই প্রসববেদনায় জন্মাল এরা।

খো। তা হলে এরা একই সঙ্গে তোমার সন্তান ও…

অয়। হাঁ, সন্তান ও ওদের পিতার বোন। ৫৩৫

খো। ছ্যা ছ্যা!

অয়। ছ্যা! লজ্জার অসংখ্য তরঙ্গ আবার ছুটে আসছে।

খো। তুমি ভুক্তভোগী।

অয়। অকথ্য কষ্ট পেয়েছি।

খো। পাপ করেছ ব'লে।

অয়। না, পাপ করি নি।

খো। কর নি কী ক'রে?

অয়। আমি দান পেয়েছিলাম।
হায় দুর্ভোগী আমি, শহরটিকে সাহায্য ক'রে ৫৪০
যদি পুরস্কার না নিতাম।

খো। বেচারা, আরও বলব? তুমি খুন করেছিলে?

অয়। ও কী? আর কী জানতে চাও?

খো। পিতাকে?

অয়। ও হো হো! আবার আঘাত দিলে; নূতন ব্যথা উছলে দিলে।

খো। তুমি মেরেছিলে?

অয়। আমি মেরেছিলাম, কিন্তু তার কারণ ছিল। ৫৪৫

খো। কী কারণ?

অয়। অন্যায়ের শাস্তি দিতে।

খো। কী ক'রে?

অয়। বলছি তোমায়। যাদের মেরেছি, তারাই আগে
আমায় মারত। ন্যায়ত নির্দোষ আমি অজ্ঞাতে মেরে বসেছি।

খো। ঐ যে আইগেউস-পুত্র আমাদের রাজা থেসেউস।
তুমি তাঁকে ডেকেছিলে; তাই তিনি আসছেন। ৫৫০
(থেসেউস-এর প্রবেশ)

থেসেউস। অনেক আগেই অনেকের মুখে শুনেছিলাম
রক্তে ভাসিয়ে তুমি তোমার চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছিলে।
হেলাইয়স-পুত্র, আমি তোমায় চিনেছি। পথে আসতে
যা শুনলাম, তাতে আমি এখন নিঃসংশয়।
তোমার পোষাক ও দীন মুখখানি ৫৫৫
বলে দিচ্ছে, তুমি কে। তোমার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে
জিজ্ঞাসা করতে চাই, হায় অভাগা অয়দিপউস,
কী অনুরোধ রাখতে চাও এই শহর বা আমার কাছে,
তুমি ও তোমার অভাগা সহচারিণী?
বলো। কোন্ ভয়ঙ্কর অদৃষ্টের কথা তুমি আমায় বলতে পারতে ৫৬০
যা শুনে আমি মুখ ফিরিয়ে নিতাম?
আমি জানি, আমি নিজে তোমারই মতো
নির্বাসনে পালিত হয়েছিলাম, কতবার একাকী আমি
পরদেশে জীবনের সংকট ও বিপদের সঙ্গে লড়েছিলাম[১২]।
তাই তোমার মতো পরদেশীকে ৫৬৫
সাহায্য না ক'রে কখনও ছেড়ে যাব না।
আমি জানি, আমিও মানুষ—এবং আগামী কাল
অদৃষ্টের দানে তোমার চেয়ে আমি বেশি পাব না।

অয়। হে থেসেউস, তোমার মিতভাষণে যে উদারতা
প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সংক্ষেপে বললেই চলবে, ৫৭০
তুমি ঠিকই বলেছ আমি কে,
কোন্ পিতার পুত্র আমি, কোন্ দেশেরই বা মানুষ।
তাই আমার ইচ্ছা ছাড়া বলবার আর কিছু বাকি
থাকছে না এবং আমার যা বলবার তা ব'লেই শেষ করব।

থে। তা হলে বলো যাতে জানতে পারি। ৫৭৫

অয়। আমি এসেছি আমার এই দুঃখদীর্ণ দেহটাকে
তোমায় দান করতে। দেহটা দেখতে অশোভন,
কিন্তু এর থেকে যে লাভ পাবে, তা কান্তির চেয়ে মূল্যবান।

থে। কী লাভের কথা তুমি দাবি করছ ?

অয়। ঠিক সময়ে বুঝতে পারবে, এখন নয়। ৫৮০

থে। কখন সেই লাভ প্রকাশ পাবে ?

অয়। আমার মৃত্যুর পর, তুমি যখন আমায় সমাধি দেবে।

থে। তুমি শুধু চাইছ জীবনের অন্তিম দান। আগে কী ঘটবে
তা ভুলে যাচ্ছ, তাকে আমল দিচ্ছ না।

অয়। অন্তিম লাভেই আমার সব মিলবে। ৫৮৫

থে। কিন্তু যে অনুগ্রহ চাইছ তা তো সামান্য।

অয়। তবু বুঝে নাও, পরিণাম কিন্তু সামান্য নয়।

থে। তুমি কি তোমার ছেলেদের ও আমার মধ্যে বিবাদের কথা বলছ ?

অয়। রাজা, তারা চাইবে আমায় থেবাইয়ে ফিরিয়ে নিতে।

থে। রাজীই বা হবে না কেন ? নির্বাসন তোমায় মানায় না। ৫৯০

অয়। না, আমি যখন রাজী হয়েছিলাম, তখন বাধা দিল ওরা।

থে। হে নির্বোধ, দুঃখের দিনে মেজাজ শোভা পায় না।

অয়। শোনার পরে তুমি বকবে ; আগে বলতে দাও।

থে। তা হলে বলো। না জেনে আমার কিছু বলা উচিত নয়।

অয়। হে থেসেউস, দুর্যোগেব পর দুর্যোগ আমার মাথার
উপর দিয়ে গেছে। ৫৯৫

থে। তুমি কি তোমার বংশের প্রাচীন কাহিনী বলবে ?

অয়। না, সে কাহিনী তো হেল্লাস-এর প্রান্ত থেকে প্রান্তে ছড়ানো।

থে। এর উপর আর কি দুঃখ হতে পারে যা মানুষের সকল দুঃখের চরম ?

অয়। হাঁ, তেমনি দুঃখ আমার। আমাব ছেলেরা আমায়
দেশ থেকে তাড়িয়েছে এবং নিজে পিতৃহন্তা ব'লে ৬০০
আমি কখনও ফিরতে পারি না।

থে। বাইরে তোমাকে বাস করতে হলে ওরা কেন ডেকে পাঠাবে ?

অয়। দৈবকণ্ঠের তাড়ায়।

থে। দৈববাণী শুনে কোন্ শাস্তির ভয়ে ?

অয়। এই দেশের মাটিতে দৈববিহিত পরাজয়ের। ৬০৫

থে। তাদের ও আমার মধ্যে তিক্ততা জাগবে কী ক'রে ?

অয়। আইগেউস-এর হে প্রিয়তম পুত্র,

জরা ও মৃত্যুর পরপারে আছে শুধু দেবতারাই—

সর্বনিয়ন্তা মহাকাল আর সমস্ত কিছুই বিনষ্ট করে।

ক্ষয়িষ্ণু মাটির শক্তি, ক্ষয়িষ্ণু দেহের বল ; ৬১০

বিশ্বাস মরে, জন্ম নেয় অবিশ্বাস ;

বন্ধুতে বন্ধুতে শহরে শহরে

মৈত্রী অচঞ্চল থাকে না।

আজই হোক আর ক'দিন পরেই হোক,

মধু হয় তিক্ত, আবার তিক্ত হয় মধুর। ৬১৫

তোমার পক্ষে যদিও এখন থেবাইয়ের আকাশ নির্মল,

তবুও বহুরূপী মহাকাল চলতে চলতে

জন্ম দেবেন অসংখ্য দিন, অসংখ্য রাত।

আসবে একদিন যখন থেবাইয়েরা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে

এখনকার মৈত্রীর বন্ধন বর্শার আঘাতে ছিন্ন করবে। ৬২০

তখন সুপ্ত, সমাহিত, শীতল আমার শব

পান করবে তাদের উষ্ণ রক্ত,

যদি জেউস জেউসই হন, যদি জেউস-পুত্র ফৈবস হন সত্যবাদী।

কিন্তু চাই না আমি গুপ্ত কথা ভাঙতে,

আমায় থামতে দাও এখানে। এটুকুই শুধু চাই, ৬২৫

তুমি কথা রাখবে। তা হলে তুমি কখনও বলতে পারবে না,

তুমি অয়দিপউসকে তোমার দেশে মিছেই আতিথ্য দিয়েছ,

অবশ্য যদি দেবতারা আমায় প্রতারিত না করেন।

খো। হে রাজা, শুরু থেকেই মনে হচ্ছে,

লোকটি এই দেশের উদ্দেশে যা কিছু বলেছে

তা কাজে পরিণত করতে পারবে। ৬৩০

থে। এমন লোকের বন্ধুত্ব কে প্রত্যাখ্যান করবে ?

আমাদের দুই শহরের মধ্যে মিত্রের জন্য

মিত্রের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। তা ছাড়া
দেবীদেব কাছে প্রার্থী হয়ে ও এসেছে
এবং দেশেব জন্য আমাব জন্য কম উপহাব আনে নি। ৬৩৫
এ সবেব মর্যাদা বক্ষার্থে আমি তার দান প্রত্যাখ্যান না ক'বে
এই দেশে তাকে নাগবিকের মতো বাসেব অধিকাব দিচ্ছি।
যদি সানন্দে এখানে থাকতে চায়, ওকে বক্ষার দায়িত্ব
তোমার উপব দিলাম। কিন্তু, অয়দিপউস, তুমি যদি আমাব সঙ্গে
যেতে চাও, তা হলেও আমি বাজী। এই দুয়েব মধ্যে একটা ৬৪০
তুমিই বেছে নাও। তোমাব যা পছন্দ আমাবও তাই।

অয়। হে জেউস, এমন লোকেব প্রতি তোমাব দাক্ষিণ্য যেন থাকে।

থে। তা হলে কী কববে? আমার প্রাসাদে যাবে?

অয়। যদি বাধা না থাকত, কিন্তু এখানেই যে থাকাব কথা।

থে। এখানে তুমি কী কববে? আমি তোমায় না বলব না। ৬৪৫

অয়। আমায় যাবা তাড়িয়েছে, আমি তাদেব পবাজয় ঘটাব।

থে। তুমি হয় তো বলছ তোমাব উপস্থিতিজনিত মহান লাভেব কথা?

অয়। হাঁ, যদি তুমি কথা বাখ।

থে। এই লোক থেকে তোমার ভয় নেই। আমি প্রতাবণা কবব না।

অয়। অনিভব ভেবে তোমাকে দিয়ে শপথ কবাব না। ৬৫০

থে। আমাব কথাব চেয়ে বেশি কাজ শপথে হবে না।

অয়। তুমি কী কববে?

থে। তোমার ভয়টা কিসেব?

অয়। ওবা আসবে।

থে। এবা তোমায় বক্ষা করবে?

অয়। কিন্তু ছেড়ে গেলে ··

থে। আমি কী কবব তোমায় শেখাতে হবে না।

অয়। ভয় না ক'বে পাবছি না।

থে। আমার বুকে ভয় নেই। ৬৫৫

অয়। জান না কত না শাসিয়েছে ওরা।

থে। আমি এইটুকু জানি আমাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কেউ তোমায় এখান থেকে জোর করে সবাতে পারবে না।

নানা রকম শাসানি তো রাগের মাথায়
আস্ফালন মাত্র। কিন্তু বিবেক যখন ফেরে,
শাসানি তখন ফাঁকা আওয়াজ। ৬৬০
যে-সব লোক তোমায় ফিরিয়ে নেবার জন্য
নানা রকম ভয়ঙ্কর কথা শোনাতে সাহস করেছে,
আমি জানি তাদের পেরোতে হবে বিস্তীর্ণ এক অনাব্য সাগর।
সাহস সঞ্চয় করো। আমার রক্ষার কথা তো তুচ্ছ,
ফৈবস যখন তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন, ৬৬৫
আমি তোমার কাছে না থাকলেও বেশ জানি
আমার নাম যে কোনো অনিষ্ট থেকে তোমায় রক্ষা করবে।

খোরস—দ্বিতীয় গাথা

প্রথম স্তবক

ও হে পরদেশী, আসিয়াছ সু-তরঙ্গ দেশে
পৃথিবীর কান্ততম নিকেতন এই
শ্বেত কলোনসে। ৬৭০
হেথায় নিবাসী বুলবুল
শ্যামবনভূমিচ্ছায়ে
কলতানে গাহে গান।
হেথা দ্রাক্ষাবর্ণ আইভির মাঝে
গুচ্ছ গুচ্ছ ফলভরা লরেল-আড়ালে ৬৭৫
বাজে গুপ্ত দেব-কুঞ্জ।
নাহি পশে রবির কিরণ
নাহি বহে ঝঞ্ঝাবাত,
হেথা নিত্য কেলিরত দিওনুসস
ভ্রমে সাথে লয়ে ধাত্রী-পরীগণে। ৬৮০

প্রথম প্রতিস্তবক

দিব্য শিশিরপাতে
প্রভাতে প্রভাতে
নিত্য ফোটে নার্সিস
স্তবকে স্তবকে—
শক্তিমতী যমলদেবীব প্রাচীন কিরীট[১৩]। ৬৮৫
নিত্য মুকুলিত ক্রোকাস সোনালী বিভায়।
তন্দ্রাহীন কেফিসস[১৪] —নির্ঝর
নিঃস্রোতা নহেকো কখনো
অবিলম্বে শস্তের ফলনে
নিত্য দিনে দিনে নির্মল প্রবাহে ৬৯০
বহে সে সুস্তনী ভূমি-সমতলে।
কলাদেবী-নৃত্যসঙ্গীদল এই ভূমি প্রিয় চোখে হেরে,
হেরে স্বর্ণরশ্মি আফ্রদিতে[১৫]।

দ্বিতীয় স্তবক

আসিয়ায় শুনি নাই
কিংবা পেলপ্‌স-এব দোরীয় মহাদ্বীপে[১৬] ৬৯৫
হেন তরু জন্মিয়াছে কভু—
অজেয়, স্বয়ংভূত,
মহাত্রাস শক্রব বর্শাব,
আমাদেব দেশে
সুপ্রচুর বৃদ্ধি যার— ৭০০
শিশুর পোষক ধূসরপল্লব জলপাইতরু[১৭]।
হাতের আঘাতে
কভু না ভাঙিতে পারে এরে
বৃদ্ধ বা তরুণ,
নিত্য জাগরূক জেউস ৭০৫
নীলাক্ষী আথেনা যারে করে নিরীক্ষণ।

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

মাতৃরূপা নগরীর তরে
গাহিব আরেক মহতী স্তুতি।
এ নগরী মহান দেবের দান,
এ দেশের মহা অহংকার। ৭১০
অশ্বশাস্ত্রে সুনিপুণ, সুতুরঙ্গ, সমুদ্রে সুদক্ষ নগরী।
হে ক্রনস-তনয়, রাজা পসাইদোন,[১৪]
তুমি তারে করেছ মহীয়সী।
পথচারী অশ্বমুখে তুমিই প্রথম
বেঁধেছিলে রোধক খলীন; ৭১৫
সুপটু হাতের মাঝে সুগঠিত দাঁড়
ছন্দে ছন্দে নেচে চলে
তরঙ্গে তরঙ্গে;
পিছু ধায় অর্ধশত নেরেইস-কুমারী।

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত

আন্তি। উচ্চপ্রশংসা-নন্দিত হে দেশরত্ন, ৭২০
তোমার গৌরব কাজে রূপায়িত হবার সময় এসেছে।
অয়। মা, নূতন কিছু ঘটল?
আন্তি। হাঁ পিতা। রক্ষীপরিবৃত ক্রেয়োন এদিকে আসছে।
অয়। হে বৃদ্ধ বন্ধুগণ, আমার নিরাপত্তা
তোমাদের হাতে। দেখি কী কর। ৭২৫
খো। ভয় পেয়ো না। সব ঠিক আছে। আমি বৃদ্ধ হলেও
দেশের শক্তি কিন্তু বুড়িয়ে যায় নি।
(রক্ষীসহ ক্রেয়োন-এর প্রবেশ)
ক্রেয়োন। হে সম্ভ্রান্ত দেশবাসিগণ,
আমার আগমনে তোমাদের চোখে-মুখে
এক নূতন আতঙ্কের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ৭৩০

আমায় ভয় কোরো না, আমায় রূঢ় কথা বোলো না ;
জোর জবরদস্তি ক'রে কিছু করতে আমি আসি নি।
আমি যে বৃদ্ধ ; আমি জানি এমন শক্তিশালী শহরে
এসেছি হেল্লাসে যার জোড়া নেই।
এই বয়সে আমায় আসতে হয়েছে এই লোকটাকে ৭৩৫
বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাদ্‌মস-দেশে ফিরিয়ে নিতে।
একজনের দূত হয়ে নয়, সারা শহরের হুকুমে
এসেছি। সকল শহরবাসীব চাইতে
পারিবারিক সম্পর্কে এর দুঃখের ভার আমাকে নিতে হয়েছিল।
হে অসুখী অয়দিপউস, আমার কথা শুনে ৭৪০
ঘরে ফিরে চলো। থেবীয় সকলে, বিশেষ ক'রে আমি,
তোমাকে ডাকছি অকাবণে নয়।
সকল মানুষের মধ্যে আমি যদি সেবা শয়তান না হই,
তা হলে তুমি জেনো, বৃদ্ধ, সবার আগে আমিই তোমার ব্যথাব ব্যথী ;
তোমায় দেখছি অসহায়, নির্বাসিত, ৭৪৫
নিত্য পথচারী, ভিক্ষাজীবী, একনির্ভর।
কখনও ভাবিনি ঐ অভাগা মেয়েটি
এমন চরম দুঃখে পড়েছে দেখতে হবে—
দারুণ অভাবের মধ্যে দিনেব পর দিন
সে তোমার অন্ধ জীবনের সেবা করছে— ৭৫০
তরুণী, অনূঢ়া,
যে কোনো অসদভিলাসীর অসহায় বলি।
ধিক আমায়! আমি কি তুলি নি নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা
তোমার বিরুদ্ধে, অ.মার বিরুদ্ধে, সমস্ত পরিবারের বিরুদ্ধে?
কিন্তু যা সকলে জেনেছে তা লুকিয়ে রাখা যায় না। ৭৫৫
গৃহদেবতাদের দোহাই! হে অয়দিপউস, শোনো কথা;
ঢাকো এ লজ্জা। শহরে ও পৈতৃক গৃহে ফিরে যেতে
রাজী হও। কৃতজ্ঞচিত্তে এই শহর থেকে বিদায় নাও—
এটাই সমীচীন। তোমার সেবায় দেশের দাবি আগে,
কারণ একদিন দেশই তোমায় পালন করেছিল। ৭৬০

অয়। ওহে দুঃসাহসী। সুযুক্তির ভান করে
তুমি জটিল চাতুরী খাটাচ্ছ।
কী করবার চেষ্টা করছ ? কেন তুমি আবার আমায়
সেই জালে টানতে চাইছ যেখানে চরম দুঃখ আমার অপেক্ষায় আছে ?
আগে যখন স্বকৃত পাপের লজ্জায় ভেঙে প'ড়ে ৭৬৫
আমি মনেপ্রাণে নির্বাসন চেয়েছিলাম,
তখন তুমি প্রার্থীকে সে অনুগ্রহ করতে চাও নি ;
কিন্তু রাগ পড়ে গেলে
ঘরে থেকেই যখন স্বস্তি পেলাম,
তখন তুমি ঘর থেকে, দেশ থেকে আমায় বাইরে ঠেলে দিলে। ৭৭০
তখন কোনো দিক থেকেই তোমার কাছে কোনো মূল্য রইল না
আত্মীয়তার।
কিন্তু এখন যেই দেখেছ এই দয়ালু শহর
ও তার অধিবাসীরা আমায় আশ্রয় দিয়েছে, অমনি তুমি
মিষ্ট কথার আড়ালে ঘৃণা ঢেকে আবার আমায় টেনে নিতে চাইছ।
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার ভালবাসায় আমার কী তৃপ্তি ? ৭৭৫
যদি কেউ তোমার প্রয়োজনের সময়
কিছু না দিতে চায়, না করতে চায় সাহায্য ;
পরে তোমার ইচ্ছাপূরণে তৃপ্তি পাবার পর সে এসে
যদি অনুগ্রহ দিতে চায়, তখন সে অনুগ্রহে আর অনুগ্রহ থাকে না ;
তখন সেই পাওয়ার আনন্দের মধ্যেও কি আর কোনো মূল্য থাকে ৭৮০
কথায় অমৃত, কাজে বিষ—
এমন দান তুমি আমায় দিতে চাইছ
এরাও জানুক তোমার সেই মতলব—
তুমি আমায় নিতে এসেছ, ঘরে নিতে নয়,
সীমার বাইরে আমায় বাস্তু দিতে, ৭৮৫
যাতে এ দেশের বৈরিতা এড়িয়ে তোমার শহর অক্ষত থাকে।
পাবে না এটা, পাবে শুধু এইটুকু—
আমার প্রতিহিংসু আত্মা চিরকাল তোমার দেশ জুড়ে থাকবে ;
আর আমার ছেলেরা পাবে

আমার রাজ্যের সেই অংশ মৃত্যুর জন্য যা পর্যাপ্ত। ৭৯০
থেবাইয়ের অদৃষ্ট আমি কি তোমার চাইতে ভাল বুঝি না ?
অনেক ভাল বুঝি, কারণ আমার উপদেষ্টা অনেক জ্ঞানী—
ফৈবস ও তাঁর পিতা স্বয়ং জেউস।
প্রতারণায় ভরা শানিত মুখ নিয়ে
তুমি এখানে এসেছ , তোমাব বাগ্মিতায় ৭৯৫
ঘটবে মঙ্গলেব চাইতে অনেক বেশি অমঙ্গল।
আমি জানি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না।
তুমি যাও, আমায় এখানে বাস করতে দাও। কষ্ট এড়িয়ে
যদি নাও থাকতে পাবি, অন্তত খুশি মনে থাকব।

ক্রে। তুমি যা বলছ, তাতে কে বেশি ভুগবে ? ৮০০
তোমার অভাবে আমি, না, আপন ইচ্ছায় টিকে থেকে তুমি ?

অয়। তুমি যদি আমায় ও আমার বন্ধুদেব
রাজী করতে না পার, তাতেই আমি সুখী হব।

ক্রে। হে হতভাগ্য, এতদিনেও, মনে হচ্ছে, তুমি বুঝলে না ,
বুড়ো বয়সেও তোমার লজ্জাকে বুকে ক'রে রেখেছ ! ৮০৫

অয়। কথায় তুমি ওস্তাদ। যে কোনো অবস্থায়
বক্তৃতা করতে পাবে, এমন আচ্ছা লোক আমার জানা নেই।

ক্রে। বাচালতা ও প্রাসঙ্গিক মিতভাষণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

অয়। প্রাসঙ্গিক মিতভাষণে তুমি বুঝি দক্ষ।

ক্রে। না, অন্তত তোমায় মতো অবুঝের কাছে নয়। ৮১০

অয়। দূর হও। বন্ধুদের হয়েও বলছি : এখানেই আমার
বিধিবিহিত বাসস্থল। তুমি আমার উপর গোয়েন্দার নজর রেখো না।

ক্রে। এইসব লোককে আমি সাক্ষী রাখছি, তোমায় নয়। ওরাই জানে
কী উত্তর দিয়েছ তোমাব শুভাকাঙ্ক্ষীদেব। যদি কখনও তোমায় ধরি…

অয়। আমার বন্ধুরা এখানে থাকতে কে আমায় জোর ক'রে ধরবে ? ৮১৫

ক্রে। না ধরেই বলছি তোমাকে এর জন্য ভুগতে হবে।

অয়। তোমার শাসানি ফলাবার জন্য কী করেছ ?

ক্রে। আমি এর মধ্যেই লোক পাঠিয়েছি তোমার এক মেয়েকে
ধরতে। অন্যটাকেও শিগ্‌গির ধ'রে নিচ্ছি।

অয়। হায় হায়!

ক্রে। তোমাকে এক্ষুনি আরও হায় হায় করতে হবে। ৮২০

অয়। আমার মেয়ে কি তোমার হাতে?

ক্রে। অবিলম্বে অন্যটিও আমার হাতে আসবে।

অয়। হে বন্ধুগণ, তোমরা কী করবে? ত্যাগ করবে আমায়?
তোমবা কি এই অধার্মিককে দেশ থেকে তাড়াবে না।

খো। পরদেশী, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।
এখন বা আগে যা করেছ, সবই অন্যায়। ৮২৫

ক্রে। (রক্ষীদের প্রতি) মেয়েটি স্বেচ্ছায় না গেলে
জোর কবে গ্রেপ্তার করবার এই তো সময়।

আন্তি। হায়রে অভাগিনী আমি! কোথায় পালাই?
দেবতা কিংবা মানুষ—কে আমায় রক্ষা করবে?

খো। (ক্রেয়োন-এর প্রতি) কী করছ, পরদেশী?

ক্রে। একে আমি স্পর্শ কবব না; ও কিন্তু আমার। ৮৩০

অয়। হে প্রবীণ দেশবাসীরা!

খো। হে পরদেশী, অন্যায় করছ তুমি।

ক্রে। ন্যায় করছি।

খো। কী ক'রে ন্যায়?

ক্রে। আমার যাবা, তাদেব নিয়ে যাচ্ছি।

(আন্তিগনেকে ধ'রে বসলেন)

অয়। হায় আথেনাই!

খো। কী করছ, পরদেশী? ওকে ছাড়বে না?
এক্ষুনি বলের যাচাই হবে। ৮৩৫

ক্রে। সরে যাও!

খো। যতক্ষণ ধ'রে আছ, ততক্ষণ না।

ক্রে। আমার ক্ষতি করলে থেবাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

অয়। ঠিক এই কথা কি আগে বলি নি?

খো। ছেড়ে দাও মেয়েটাকে।

ক্রে। অনধিকার হুকুম চালিও না।

খো। ছাড়ো বলছি।

ক্রে। আমি বলছি দূর হও। ৮৪০

খো। রক্ষা করো, রক্ষা করো, দেশবাসীরা।

শহর, আমার শহর জুলুমে পড়েছে,

রক্ষা করো আমায়।

আন্তি। বন্ধুগণ। হায় রে কষ্ট। ওরা আমায় টেনে নিয়ে গেল।

অয়। ওগো মা, কোথায় তুমি?

আন্তি। জোর ক'রে ওরা আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ৮৪৫

অয়। মাগো, তোমার হাত দাও।

আন্তি। অসহায় অসহায় আমি।

ক্রে। (রক্ষীদের প্রতি) একে নিয়ে যাও।

অয়। হায়রে অদৃষ্ট।

(রক্ষীদল আন্তিগনেকে নিয়ে গেল)

ক্রে। ঐ দুই অন্ধের যষ্টি নিয়ে আর তুমি পথে চলবে না।

যখন তুমি ক্ষতি করতেই চাও তোমার দেশ ৮৫০

ও বন্ধুদের, যাদের আদেশ রাজা হয়েও আমি পালন করছি,

তখন ক্ষতি করো তাদের। কিন্তু আমি জানি কাল পূর্ণ হলে

তুমি বুঝবে—অতীতে যেমন এখনও তেমনি

নিজের কোনো মঙ্গল সাধন কর নি, কারণ বন্ধুদের কথা না শুনে

তোমার জীবন-বিষানো ক্রোধে সব সময় তুমি আত্মহারা। ৮৫৫

খো। থামো, থামো, পরদেশী।

ক্রে। খবরদার। গায়ে হাত দিও না।

খো। এই দুই মেয়েকে ছেড়ে না দিলে, আমি তোমায় যেতে দেব না।

ক্রে। তা হলে আরও বেশি শুল্ক দিতে হবে থেবাইকে।

আমি এ দুটো ছাড়া আরও নেব।

খো। কাকে নেবে?

ক্রে। ঐ লোকটাকে ৮৬০

খো। লম্বা লম্বা কথা বলছ।

ক্রে। এখনই করব। এ দেশের রাজা বুঝি আমায় বাধা দেবে?

অয়। নির্লজ্জ কোথাকার। গায়ে হাত দেবে নাকি?

ক্রে। চুপ!

অয়। আর এক অভিশাপের উচ্চারণে এখানকার দেবীরা
যেন আমার কণ্ঠকে স্তম্ভিত না করেন। ৮৬৫
ওরে শয়তান! অনেকদিন চোখ-হারা আমার কাছ থেকে
তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ আমার অসহায় নয়নতারা।
তাই সর্বদর্শী সূর্যদেব যেন তোমায় ও তোমার জাতিকে দেন
এমন জীবন যাতে অন্ধ তমসায় তোমার বার্ধক্যের দিনগুলি
আমার মতন অতিবাহিত হয়। ৮৭০

ক্রে। ওহে দেশবাসীরা! দেখো, দেখো।

অয়। ওরা দেখছে আমাকে তোমাকে, বুঝে নিচ্ছে
আমি তোমার কাছে ঘা খেয়ে শুধু মুখেই প্রতিরোধ করছি।

ক্রে। সামলাব না আমার রাগ। যদিও একা
এবং বার্ধক্যে মন্থর তবুও জোর ক'রেই ওকে নেব। ৮৭৫

অয়। হায় কষ্ট!

খো। দুঃসাহসী! তুমি কি ভাবছ তুমি ওটা করতে পারবে?

ক্রে। পারব না কি?

খো। তাহলে আথেনাইকে শহর বলেই মনে করব না।

ক্রে। ন্যায় যুদ্ধে দুর্বল সবলকে পরাজিত করে। ৮৮০

অয়। শুনছ কী বলছে?

খো। করতে কখনও পারবেনা—জেউস আমার সাক্ষী।

ক্রে। জেউস জানেন, জান না তুমি।

খো। কী স্পর্ধা।

ক্রে। স্পর্ধা বটে। কিন্তু তোমায় সইতে হবে।

খো। হে লোকেরা! ওহে প্রধানেরা!
এসো, এসো শিগ্‌গির। ৮৮৫
ওরা যে সীমান্ত পেরোচ্ছে।

(থেসেউস-এর প্রবেশ)

থেসেউস। হল্লা কিসের? ব্যাপার কী? কলোনস-এর অধীশ্বর
সমুদ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে বেদিতে বলি দিচ্ছিলাম বৃষ।
কিসের ভয়ে তোমরা বাধা দিলে আমার কৃত্যে? বলো, জানতে চাই
কিসের জন্য আমাকে হন্তদন্ত হয়ে এখানে ছুটে আসতে হল। ৮৯০

অয়। হে বন্ধু, আমি তোমার কণ্ঠস্বরে চিনেছি।
এই লোকটার হাতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি।
থে। কী কষ্ট? কে দিয়েছে, বলো।
অয়। ঐ ক্রেয়োন; দেখছনা? আমার সবে-ধন
মেয়ে দুটোকে কেড়ে নিয়েছে। ৮৯৫
থে। বলছ কী?
অয়। আমার উপর অত্যাচারের কথা শুনেছ।
থে। (অনুচরদেব প্রতি) তোমাদেব একজন তাড়াতাড়ি বেদির কাছে
গিয়ে হুকুম করুক সকলে যজ্ঞ ছেড়ে
যেখানে বণিকদেব যাতায়াতের দুই পথ মিলেছে ৯০০
ঘোড়া নিয়ে বা না নিয়ে সেখানে যেন দ্রুত ছুটে যায়।
মেয়ে দুটো যদি বেবিয়ে যায়, তাহলে এই পবদেশীব কাছে
আমি পবাজিত ব'লে হাস্যাস্পদ হব।
তাড়াতাড়ি যাও বলছি। (ক্রেয়োন-এব দিকে) রাগের প্ররোচনায়
আমি যদি ওকে উচিত শাস্তি দিতাম, ৯০৫
তা হলে অনাহত হয়ে ও আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত না।
কিন্তু যে আইন সে হাতে নিয়ে এসেছে
শুধু সেই আইনেই সে শাস্তি পাবে।
(ক্রেয়োন-এর প্রতি)
তুমি যতক্ষণ দুই মেয়েকে এখানে আমাব চোখেব সামনে
এনে হাজিব না কবছ, এ দেশ থেকে তুমি যেতে পাববে না। ৯১০
এ কাজ কবে তুমি আমায় অসম্মান কবেছ,
অসম্মান কবেছ তোমার জাতিকে, তো'মাব দেশকে।
তুমি এমন শহবে এসেছ যে শহর ন্যায়নিষ্ঠ,
আইন ছাড়া কিছুই মঞ্জুব করে না।
তবু এ দেশেব অধিকার ক্ষুণ্ণ করে হানা দিয়ে ৯১৫
যাকে তাকে ধরছ, জবরদখল লুণ্ঠন করছ।
তুমি কি ভাবছ যে, এ-শহরে মানুষ নেই,
আছে শুধু ক্রীতদাস আর আমি একটা ফালতু?
থেবাই নিশ্চয় তোমাকে এই-নীচতা শেখায় নি,

অধার্মিকের পালন থেবাইয়ের মনঃপূত নয়। ১২০
থেবাইও তোমার প্রশংসা করবে না যদি সে শোনে
যে, তুমি অসহায় প্রার্থীদের লুঠ করে নিয়ে
আমায় এবং দেবতাদের আঘাত করছ।
সেরা দাবি নিয়েও
আমি যদি তোমার দেশে প্রবেশ করতাম, ১২৫
তাহলে শাসকের—তিনি যেই হোন না কেন—
অনুমতি না নিয়ে কিছুই কেড়ে লুঠে নিতাম না ; কেননা জানি
অধিবাসীদের সঙ্গে পরদেশীর আচরণ কী রকম হওয়া উচিত।
অনুচিত লজ্জা দিচ্ছ তুমি শহরকে—
তোমার শহরকে। দীর্ঘকাল তোমায় বৃদ্ধ ক'রে তুলেছে বটে, ১৩০
কিন্তু তোমায় বিবেকহীন ক'রে রেখেছে।
বলেছি, আবার বলছি,
এক্ষুনি এখানে নিয়ে এসো ওই দুই মেয়েকে,
যদি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে
পরদেশীর মতো এ দেশে থাকতে না চাও। ১৩৫
মুখে যা বলছি, মনেরও সেই কথা।

খো। হে পরদেশী, তুমি কি বুঝেছ কোথায় পৌঁচেছ ?
জাতিগুণে তুমি ন্যায়ী, কাজে কিন্তু অসৎ বলে ধরা পড়েছ।

ক্রে। হে আইগেউস-পুত্র, এই শহর পুরুষহীন
ও অবিবেকী ধ'রে নিয়ে, তুমি যেমন বলছ, ১৪০
আমি এ কাজ করি নি। কিন্তু আমি জানতুম না
যে এই দেশের লোকেরা আমার আত্মীয়দের নিয়ে
এতটা উৎসাহী হয়ে উঠবে যে তারা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
তাদের পোষণ করবে। জানতুম না যে এরা এমন মানুষকে
আশ্রয় দেবে—যে পিতৃহন্তা, অভিশপ্ত এবং অপবিত্র বিবাহে ১৪৫
মাতায় উপগত ব'লে প্রমাণিত।
আমার ধারণা ছিল এখানকার আরেস-পর্বত[১৯]
তার ন্যায়বিচারে এমন হা-ঘরেদের
এই শহরে বাস করতে দেবে না।

এই ভরসায় আমি আমার শিকার ধরেছিলাম। ১৫০
আমি এসব করতাম না যদি সে তিক্ত অভিশাপ
উচ্চারণ না করত আমার ও আমার জাতির বিরুদ্ধে।
এতে আহত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়া সমীচীন মনে করেছি।
জরায়ও জলে ক্রোধ, মৃত্যুতেই পায় নির্বাণ,
মৃতকে স্পর্শ করে না কোনো জ্বালা। ১৫৫
এরপর তোমার যা ইচ্ছে করতে পার।
আমার দাবি যথার্থ হলেও একা ব'লে
আমি দুর্বল। তবু তুমি যা করবে
আমি বৃদ্ধ হয়েও তার প্রতিবাদ করব।

অয়। ওরে নির্লজ্জ স্পর্ধা। মনে করছ, কাকে তোমার এই ভর্ৎসনা ১৬০
অপমানিত করছে? আমার জবাকে, না, তোমার?
হত্যা, ব্যভিচার, যা কিছু তুমি মুখে নিয়ে আমার দিকে ছুড়লে,
সে দুরদৃষ্ট সমস্তই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
আমার উপর চাপিয়েছে। এ রকমই শখ ছিল দেবতাদের
যাঁদের ক্রোধ অনেক দিন ধ'রে জ্বলছে আমার বংশের উপর। ১৬৫
যতই খোঁজ কর না না কেন, আমার বিরুদ্ধে এমন পাপের অভিযোগ
আনতে পারবে না যার জন্য বাধ্য হয়ে
আমি ও আমার স্বজনের বিরুদ্ধে এ সব পাতক করেছি।
বলো, যদি কোনো দৈববাণীর ফলে আমার পিতার অদৃষ্টে
দেবতারা এমনি লিখে থাকেন যে, তাঁর ছেলের হাতেই মরতে হবে, ১৭০
তা হলে কোন যুক্তিতে তুমি আমায় দায়ী করছ?
আমার জন্মের পূর্বেই সেই দৈববাণী—পিতা যখনও
সংগত হন নি, মাতা যখনও গর্ভে ধরেন নি।
তারপর আমি জন্মালাম, জন্মালাম নিষ্ঠুর অদৃষ্টের কবলে প'ড়ে,
কী করছি, কার সঙ্গে করছি তা না জেনে ১৭৫
একদিন হাতাহাতিতে খুন করলাম পিতাকে।
কোন্ ন্যায়ে এই অনিচ্ছাকৃত কাজে দোষারোপ করছ?
আর মাতা? দুশমন, লজ্জা করছে না আমায় দিয়ে জোর ক'রে
বলাতে তাঁর বিয়ের কথা যিনি তোমার সহোদরা?

কিন্তু আমি মুখ খুলব, চুপ ক'রে থাকব না ৯৮০
তুমি যখন তোমার কু-মুখে এত ঢেলেছ।
তিনি আমায় জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি আমার মা। হায় হায়।
আমি না জেনে, তিনিও না জেনে আমার জন্মদাত্রী—
কত না লজ্জায়—জন্ম দিলেন আমার সন্ততি।
তবু এইটুকু জানি, তুমি আমার ও তাঁর উপর ৯৮৫
বিষ ওগরাতে আনন্দ পাচ্ছ। অনিচ্ছায়
তাঁকে আমি বিয়ে করেছিলাম, অনিচ্ছায় তার কথা.বলছি।
আমি মানব না বিবাহে পাতকী বললে, মানব না
পিতৃহত্যায়—যা সব সময় ফেনিয়ে তুলে
তুমি আমায় তীক্ষ্ণ গালি-গালাজ করছ। ৯৯০
এই একটা প্রশ্নের জবাব দাও—এখানে
যদি কোনো লোক মারবার জন্য অনধিকারে
হঠাৎ তোমায় আক্রমণ করে, তুমি কি ঘাতককে জিজ্ঞাসা করবে,
তুমি কি আমার পিতা? ন, সোজা পাল্টা আক্রমণ করবে?
আমি মনে করি, জীবনের প্রতি যদি তোমার মমতা থাকে, ৯৯৫
তা হলে দোষীকে শাস্তি দেবে ন্যায় অন্যায় না ভেবে।
ঠিক এমনি সংকটে আমি পড়েছিলাম
দেবতার চালনায়। আমি জানি আমার পিতা যদি
জীবন ফিরে পেতেন, তিনি এতে প্রতিবাদ করতেন না।
কিন্তু তুমি সৎ লোক নও, কথ্য অকথ্য
সব কিছু খুশি মতো বলে
এইসব লোকের সামনে আমায় অপদস্থ করছ।
আবার সুবিধা বুঝে থেসেউস-এর নামের তোয়াজ ক'রে
আথেনাইয়ের শৃঙ্খলার উচ্চ প্রশংসা করছ।
তোষামোদ করতে করতে তুমি ভুলে যাচ্ছ ১০০৫
যদি কোনো দেশ নিষ্ঠা নিয়ে দেবসেবা করতে জানে,
তা হলে এই দেশ তারও বাড়া।
এই দেশ থেকে আমার মতো এক বৃদ্ধ প্রার্থীকে টানতে গিয়ে
তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছ এবং আমার মেয়েদের সরিয়েছ।

তাই আমি এখন দেবীদের চরণে প্রণত হয়ে ১০১০
তাঁদের আহ্বান করছি ; তাঁদেব কাছে আমার ভিক্ষা,
আমাব প্রার্থনা
তাঁরা আমাব রক্ষার জন্য যেন পাশে এসে দাঁড়াল।
বুঝতে পারবে তুমি কেমন মানুষ এই শহরটি বাঁচিয়ে রাখছে।

থো। হে রাজা, সাধু এই পরদেশী। কী করুণ তার জীবন !
এ জীবন বাঁচানো উচিত। ১০১৫

থে। অনেক কথা হল।. অনিষ্টকারীরা দ্রুত পালাচ্ছে,
দুর্ভোগী আমরা, আমরা রইলাম দাঁড়িয়ে।

ক্রে। এই অসহায় লোকটিকে কী করতে বলো।

থে। আমায় সঙ্গে নিয়ে পথ দেখাও।
সেখানে দুটো মেয়েকে পেলে ১০২০
তাদের আমায় দেখাবে। ওরা যদি তাদের নিয়ে
পালিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কিছু করবার নেই।
অন্যেবা তাদের ধাওয়া করবে যাদের হাত এড়িয়ে
পালাতে পারবে না—নিজ দেবতাদেব স্তুতি করবে না।
এগিয়ে চলো। এবার কুকুর কামড় খেয়েছে, ১০২৫
অদৃষ্ট শিকার করেছে শিকারীকে।
অন্যায় কপটতায় লব্ধ কিছুই টেকে না।
এ কাজে কাউকে সঙ্গী পাবে না। জানি
সহায় সম্বল না পেলে এমনি গোঁয়ারতুমিতে
তুমি কখনও সাহসী হতে না। ১০৩০
কারও উপর নির্ভর ক'রেই তুমি এ কাজ করেছ।
আমি তা দেখে নেব যাতে একটামাত্র মানুষের কাছে
এই শহরটি চোট না খায়। আমার কথা বুঝতে পারছ তো ?
না, ভাবছ আমার কথা তেমনি ফাঁকা
যেমনটি ভেবেছিলে কাজে হাত লাগানোর সময় ? ১০৩৫

ক্রে। এখানে যা কিছু বলছ তা শোনা ছাড়া উপায় নেই।
কিন্তু দেশে ফিরে আমি বুঝে দেখব কী আমার করণীয়।

থে। চোখ রাঙাচ্ছ ? আচ্ছা, যাও। আর তুমি, অয়দিপউস,

এখানে শান্তিতে থাকো। বিশ্বাস করো,
আগে যদি না মরি, তোমাদের মেয়েদেব ১০৪০
তোমার অধিকারে না এনে থামব না।

অয়। হে উদার থেসেউস, যে নিষ্ঠা নিয়ে তুমি আমায় যত্ন করছ,
তারজন্য দেবতারা তোমাব মঙ্গল করুন।
(অনুচরসহ থেসেউস ও ক্রেয়োন-এব প্রস্থান)

খোরস—তৃতীয় গাথা

প্রথম স্তবক

আমি যেন রহি যেথা শত্রুদল
সহসা ফিরিয়া ধায় ১০৪৫
সংগ্রামের পিত্তল-ঝঙ্কারে—
আপল্লোন-মন্দিবের বাটে
বা মশালোজ্জ্বল সমতলে
যেথা দুই দেবী[20] পবিত্রকৃত্যে
দীক্ষিত কবেন সেই মর্ত্যজনে ১০৫০
অধবে যাদেব নামিয়াছে
পূজারী এউমল্‌পিদের[21]
হিরণ্ময়ী চাবি।
সেথা মনে হয়, দেশের সীমান্ত মাঝে
যুদ্ধ-জাগানিয়া থেসেউস, ১০৫৫
দুই কুমাবী ভগিনী
যোগ দেবে উৎসাহী আবাবে।

প্রথম প্রতিস্তবক

কিংবা এতক্ষণে
তুষারকিরীটী অইয়া-পর্বত-পশ্চিমে[22]
চারণভূমিতে উঠিয়াছে তারা ১০৬০
অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা দ্রুতগামী রথে

ধাবমান পলাতক।
অকৃতী হইবে ক্রেয়োন।
রণ-রঙ্গে ভয়াল বাহিনী,
ভয়াল বীরত্বমদে থেসেউস-অনুচরগণ; ১০৬৫
ঝলকে খলীন,
শিথিল প্রগ্রহে
নিখিল বাহিনী ধায়—
যারা পূজে
অশ্বারোহী-রাণী আথেনা দেবীরে, ১০৭০
যারা পূজে পৃথিবী-প্রহরী
জলধি-দেবেরে রেয়ার প্রিয় তনয়ে।

দ্বিতীয় স্তবক

যুঝিতেছে তারা?
গণিতেছে কাল?
অন্তর কহিছে মোর ১০৭৫
শীঘ্রই হেরিব
সেই অভাগিনী দুই কুমারীরে
আত্মীয়জনের হাতে
যারা পেল রূঢ় নির্যাতন।
কিছু আজ সাধিছে সাধিছে জেউস। ১০৮০
বিজয়ের আমি দৈবজ্ঞ।
সাধ হয় মোর—হয়ে বেগবান পারাবত
ঝটিকা-গতিতে পৌঁছি নভোমেঘে—
তুলি আঁখি হেরিব সংগ্রাম।

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক

সর্বদর্শী জেউস ১০৮৫
দেব-অধিপতি,
করো অনুগ্রহ এ দেশের রক্ষীদল

বিজয়ের বলে জিনি' নিভৃত শিকার
কৃতী হয় যেন।
আসিয়া দাঁড়াক পাশে পাল্লাস আথেনা ১০৯০
ভয়ঙ্করী দুহিতা তোমার।
আমি চাহি মৃগয়াপ্রিয় আপল্লোন,
দ্রুতপদ কৃষ্ণসার পিছু ধাবমানা
তাঁর সহোদরা—যমল সহায় আসুক
দেশ ও দেশবাসী তরে। ১০৯৫

তৃতীয় বৃত্তান্ত

গো। হে পথচারী বন্ধু, রক্ষককে মিথ্যা দৈবজ্ঞ
বোলো না। আমি দেখতে পাচ্ছি
বন্দী-পরিবৃত হয়ে কন্যারা ফিরে আসছে।
অয়। কোথায়, কোথায়? বলছ কী?
(আন্তিগোনে, ইসমেনে ও বন্দীসহ থেসেউস-এর প্রবেশ)
আন্তি। পিতা, পিতা। দেবতা যেন তোমায় দেখতে দেন ১১০০
এই চমৎকার লোকটিকে, যিনি আমাদের ফিরিয়ে এনেছেন তোমার কাছে।
অয়। মাগো, তুমি এসেছ?
আন্তি। হাঁ। থেসেউস ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের বাহু
আমাদের বাঁচিয়েছে।
অয়। এসো, মায়েরা, বাবার কাছে এসো। তোমাদের ফিরে আসা
প্রত্যাশাও করিনি। এসো, আমি আলিঙ্গন করি। ১১০৫
আন্তি। এসো, এসো। এ অনুগ্রহ আমরাও তো চাই।
অয়। কোথায়, কোথায় তোমরা?
আন্তি। আমরা দুজনেই তোমার কাছে।
অয়। ওরে আমার যাদুমণি!
আন্তি। বাবার কাছে আমরা এমনি আতুরে।
অয়। আমার জীবনের অবলম্বন।
আন্তি। তোমার দুর্ভাগ্যই আমাদের দুর্ভাগ্য।
অয়। যাদুদের আমি বুকে পেয়েছি। ১১১০

তোমরা পাশে থাকলে সুখে মরতে পারব।
কাছে এসো, মা'য়েরা, দু দিক থেকে বাবাকে
জড়িয়ে ধ'রে তোমাদের আগেকার অসহায়তা
ও কষ্টকর ভ্রমণ ভুলে যাও।
সংক্ষেপে আমায় বলো কী ঘটেছিল— ১১১৫
তরুণীদের মুখে অল্প কথাই যথেষ্ট।

আন্তি। যিনি বাঁচিয়েছেন তিনি তো এখানে। ওঁর মুখেই
শোনো, বাবা। ওঁরই তো কাজ। আমার বেশি বলবার নেই।

অয। কিছু মনে কোরো না, বন্ধু। নিরাশার আশা ওরা ফি'র আসায়
আমি উৎসুক হয়ে তাদের সঙ্গে কথা বাড়িয়েছি। ১১২০
তাদের ফিরে পেয়ে যে আনন্দ,
সে আনন্দ তুমিই আমায় দিয়েছ, আ'র কেউ নয়
বাঁচিয়েছ তুমিই, আর কেউ নয়।
আমার মনে যেমন সাধ, দেবতারা
তাই করুন তোমায় ও তোমার দেশকে। ১১২৫
সকল মানুষের মধ্যে এখানেই তোমাদের কাছে
পেয়েছি ধর্মভীরুতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা।
এ জেনেই ধন্যবাদ দিচ্ছি—
আমার যা আছে তা তোমারই অনুগ্রহে।
হে রাজা, বাড়াও তোমার ডান হাতখানা, আমি ধরি, ১১৩০
আর যদি আপত্তি না থাকে আমি তোমার গালে চুমু খেতে চাই।
(হঠাৎ নিজের হাতখানি টেনে নিয়ে)
কী বলছি? কী ক'রে চাইছি হতভাগ্য আমি—
তুমি স্পর্শ কর আমায়? আছে কি এমন পাপের কলুষ
যা আমার মধ্যে বাসা বাঁধেনি? না, না, দেব না,
দেব না তোমায় স্পর্শ করতে। যারা শুধু এই পাপের ভাগী, ১১৩৫
তারাই পারে এই দুঃখের ভার আমার সঙ্গে বইতে।
তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকেই নাও আমার ধন্যবাদ।
এখন থেকে আমায় দেখো যেমন আজ দেখলে।

থে। তোমার মেয়েদের কাছে পেয়ে আনন্দে যদি কথা

বাড়িয়ে থাক, তাতে আমি কিছু মনে করিনি। ১১৪০
আমার কথা শোনবার আগে যদি তাদের কথা
শুনে থাক, তাতে আমায় অসম্ভ্রম করা হয়নি।
কথা দিয়েই আমি আমার জীবনকে
উজ্জ্বল করতে চাই না, চাই কাজে।
প্রমাণ দিচ্ছি। তোমার কাছে যে কথা দিয়েছি, বৃদ্ধ, ১১৪৫
তার এক কণাও অবহেলিত হয়নি। সকল শাসানি থেকে
বাঁচিয়ে অনাহত তোমার মেয়েদের এখানে নিয়ে এসেছি।
লড়াই কেমন হয়েছিল তা নিয়ে আস্ফালন ক'রে
লাভ নেই, তা তোমার মেয়েদের মুখে শুনবে।
কিন্তু আমার আসবার পথে একটা ব্যাপার ঘটে গেল ১১৫০
যার জন্য তোমার পরামর্শ চাই।
তুচ্ছ হলেও এটা বিস্ময়কর।
তুচ্ছ ব'লে কিছু উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

অয়। হে আইগেউস-পুত্র, কী সে ব্যাপার, বলো।
যে বিষয়ে পরামর্শ চাইছ তার কিছুই জানি না। ১১৫৫

থে। লোকে বলছে একটি লোক, সে তোমার দেশের নয়,
কিন্তু তোমার আত্মীয়, কোনো রকমে ঢুকে
এখন ব'সে আছে পসাইদোন-এর বেদিতে যেখানে
উৎসর্গ করতে করতে আমি তোমাদের ডাকে এখানে ছুটে এলাম।

অয়। কোন্ দেশের লোক? কিসের প্রার্থনায় সে বেদিতে
ব'সে আছে? ১১৬০

থে। এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না—ওরা বলছে,
তোমার সঙ্গে তার অল্প একটু কথা আছে, বিরক্তির কিছু নয়।

অয়। কেমন কথা? প্রার্থীর ব'সে থাকা তো সামান্যের জন্য নয়।

থে। ওরা বলছে সে এইটুকু চায়,
তোমার সঙ্গে কথা ব'লে নিরাপদে চলে যাবো। ১১৬৫

অয়। বেদীতে প্রার্থী হয়ে বসে, সে কে হতে পারে?

থে। ভেবে দেখো আর্গসে তোমার এমন কোনো আত্মীয়
আছে কিনা যে তোমার কাছে এমন অনুরোধ করতে পারে।

অয়। হে বন্ধু, থামো।

থে। তোমার হল কী ?

অয়। আর জিজ্ঞাসা কোরো না।

থে। ব্যাপার কী, বলো। ১১৭০

অয়। তোমার মুখে শুনে বুঝেছি কে সে প্রার্থী।

থে। কে তা হলে ? তার সঙ্গে কি আমায় ঝগড়া করতে হবে ?

অয়। হে রাজা, সে আমার পুত্র। আমার ঘৃণ্য সে।
সকল মানুষের মধ্যে তার কথাতেই আমার জ্বালা ধরবে।

থে। এ কী ? তার কথা শুনেও যা করতে চাও না। ১১৭৫
তা না করা কি সম্ভব নয় ? শোনা কি এতই কষ্টকব ?

অয়। হে রাজা, তাব কণ্ঠস্বরে তার বাপের পিত্তি জ্বলে ওঠে।
তার প্রার্থনা মেনে নিতে আমায় বাধ্য কোরো না।

থে। ভেবে দেখো তার প্রার্থিত্ব তোমায় বাধ্য কবে কিনা ;
দেবতার প্রাপ্য শ্রদ্ধা অবহেলিত হবে কিনা। ১১৮০

আস্তি। পিতা, ছোটোর মুখে হলেও আমার উপদেশ শোনো।
ইনি নিজের মনেব তৃপ্তি চান এবং দেবতাকেও
প্রসন্ন কবতে চান, এঁকে বাধা দিও না।
আমাদেব দুই বোনের মুখ চেয়ে ভাইকে আসতে দাও।
ভয় কিসের ? যতই বিবোধী কথা বলুক না কেন, ১১৮৫
সে তোমায় সঙ্কল্পচ্যুত করতে পাববে না।
শুনলে ক্ষতি কী ? অসদভিপ্রায়ীর কাজ
কথায়ই ধরা পড়ে। তুমি তার জন্মদাতা।
সে তোমার প্রতি কুৎসিত ও নিষ্ঠুর আচরণ কবলেও
হে পিতা, বিনিময়ে মন্দ ব্যবহার করা ১১৯০
তোমার পক্ষে সঙ্গত হবে না।
কিন্তু আসতে দাও তাকে। অসৎ পুত্রের অনেক পিতা আছেন
যাঁরা চট ক'রে রেগে যান, কিন্তু বন্ধুদের উপদেশের মন্ত্রে
তাদের মেজাজ স্তিমিত হয়ে পড়ে।
বর্তমান নয়, অতীতের কথা ভাবো ; স্মরণ করো ১১৯৫
মাতা পিতার কাছ থেকে সে কী যন্ত্রণা পেয়েছ।

যদি তাই কর, বেশ জানি, তুমি বুঝতে পারবে
বদমেজাজের বিস্ফোরণ কত না অনর্থের মূল।
এর অসামান্য প্রমাণের স্মৃতি তুমি নিজের দেহে বইছ—
চির দৃষ্টিবঞ্চিত তোমার চোখ দুটো। ১২০০
আমাদের কথায় না বলো না। ন্যায্য প্রার্থীকে
দ্বারে বসিয়ে রাখা উচিত নয়। উপকার যে পেয়েছে
সে উপকারের বিনিয়োগ তার জানা উচিত।

অয়। মা, সানন্দে তোমার জিত মেনে নিলাম, কিন্তু আনন্দের মধ্যে
পেলাম তিক্ত স্বাদ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ১২০৫
(থেসেউস-এর প্রতি)
কিন্তু একটি কথা, বন্ধু। সে যদি এখানে আসে,
আমার জীবনের উপর কারও যেন হাত না থাকে।

থে। একবার যা বলেছ, তা দ্বিতীয়বার বলবার দরকার কী?
হে বৃদ্ধ, আমি বড়াই করতে চাই না, কিন্তু জেনে রেখো
ততক্ষণ তুমি নিরাপদ যতক্ষণ দেবতা আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন। ১২১০
(থেসেউস-এর প্রস্থান)

খোরস—চতুর্থ গাথা

স্তবক

সাধারণের আয়ু অতিক্রমি'
আশা যার জীবনের বৃহত্তর ভাগে,
মোর মনে হয়,
মূর্খতা পালিছে সে আপনার মাঝে।
জীবন যাপন যোগ্য নিশানা হলে পার ১২১৫
বহু দীর্ঘদিন বয়ে আসে তার তরে
দুঃখকল্প বিচিত্র সম্ভার,
নাহি পায় আনন্দ-আভাস।
যবে আসে নামি'
গীত-বাদ্য-নৃত্যহারা ১২২০

পাতালের ছায়া—
পথপ্রান্তশেষে
দ্বারে দাঁড়ায়ে যম
সমতাসাধক প্রতিহারী।

প্রতি স্তবক

শ্রেষ্ঠোত্তম জন্ম-পরিহার, ১২২৫
জনমের পর যেথা হতে আগমন
অতিক্রুত সেথায় গমন
নিশ্চিত মধ্যম শ্রেষ্ঠ।
আমোদ-প্রমোদ-মত্ত
চপল যৌবনশেষে ১২৩০
দুর্ভার ক্লেশ, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ছাড়া
অবশিষ্ট আর কী বা আছে ?—
ঈর্ষা, দলাদলি,
কলহ, সংগ্রাম, হত্যা।
ভাগ্যে শেষ নামে জরা— ১২৩৫
স্মৃতিহীন, বলহীন, সঙ্গহীন, বন্ধুজনহীন,
সঙ্গী যার দুঃখ রাশি রাশি।

শেষ স্তবক

সে-দশায় অবতীর্ণ ঐ ভাগ্যহারা,
একাকী নহিকো আমি।
উত্তরে শীতের ঋতুতে ১২৪০
শৈল যথা প্রপীড়িত চারিধার হতে
তরঙ্গ-আঘাতে,
তরঙ্গিত করাল বিপদ তথা
অবিরাম পীড়া দিতে তারে
নেমে আসে সূর্যাস্ত হইতে, ১২৪৫
সূর্যোদয় হ'তে নামে

মধ্যাহ্ন তপন হ'তে
নৈশ পর্বত হ'তে।

চতুর্থ বৃত্তান্ত

আন্তি। মনে হচ্ছে ঐ পরদেশী এদিকে আসছে,
সঙ্গে তার সঙ্গী নেই, পিতা। ১২৫০
আসছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

অয়। কে সে ?

আন্তি। যার কথা আগে ভেবেছিলাম।
পলুনাইকেসই এখানে এসেছে।

(পলুনাইকেস-এর প্রবেশ)

পলুনাইকেস। হায়! কী করব আমি ? আমি কি আগে
নিজের দুঃখে কাঁদব, হে বোনেরা, না, বৃদ্ধ পিতাকে দেখে ১২৫৫
তাঁর দুঃখে কাঁদব ? আমি তাঁকে এখানে পেলাম
তোমাদের সঙ্গে পরদেশে নির্বাসিত—
পরণের বিশ্রী মলিন জীর্ণ পোশাক
জীর্ণ দেহে আঁকড়ে থেকে আকৃতির বিকৃতি
ঘটিয়েছে, চোখহারা মাথার ১২৬০
উষ্কখুষ্ক চুল হাওয়ায় উড়ছে।
এমন নিঃস্বতার অনুরূপ অল্পই আহার, মনে হয়,
ক্ষুধার্ত পেটের জন্য তিনি ঝুলিতে বয়ে নেন।
সর্বহারা আমি, আমি বুঝেছি অনেক দেরিতে।
আমি স্বীকার করি, তোমার পরিচর্যায় আমি নরাধম। ১২৬৫
আমার কথা পরের মুখে শুনতে হবে না।
জেউস-এর সকল কর্মে কৃপা-দেবী যখন
তাঁর সিংহাসনের অংশভাগী, তখন, হে পিতা,
তিনি তোমার পাশে নেমে আসুন।
সকল কৃত পাপের প্রতিকার আছে, প্রকোপ নেই। ১২৭০
তুমি কেন নীরব ?
পিতা, বলো আমায়, মুখ ফিরিও না।

তুমি কি আমায় উত্তর দেবে না ? তোমার রাগের কারণ
না ব'লে নির্বাক অপমানে আমায় ফিরিয়ে দেবে ?
পিতার সন্ততি ওহে বোনেরা, তোমরা— ১২৭৫
তোমরা চেষ্টা করো পিতার অনমনীয়
নির্দয় মুখ খোলাতে,
যাতে তিনি একটিও জবাব না দিয়ে অপমানে
ফিরিয়ে না দেন আমায়—দেবতার প্রার্থীকে।

আন্তি। ওরে অভাগা, নিজে বলো কী প্রার্থনা নিয়ে এসেছ। ১২৮০
বহু ভাষণ প্রীতি, বিরক্তি
বা দয়া জাগিয়ে
নীরব কণ্ঠকে সরব ক'রে তুলতে পারে।

পলু। বলছি। তুমি আমায় ভালই পরামর্শ দিয়েছ।
প্রথম আমি সেই দেবতার রক্ষা দাবি করি ১২৮৫
যাঁর বেদি থেকে এই দেশের রাজা আমায়
তুলে দিয়েছেন। তাঁর অনুমতি নিয়েই আমি এখানে
কথা বলব, শুনব এবং নিরাপদে ফিরে যাব।
হে পরদেশীরা, অনুরোধ করছি তোমাদের, বোনেদের
এবং আমার পিতাকে আমার দাবি যেন মানা হয়। ১২৯০
প্রথমে, পিতা, আমি তোমায় বলতে চাই কেন এসেছি।
আমি পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে নির্বাসনে ঘুরছি,
কেন না জ্যেষ্ঠ ব'লে আমি
তোমার রাজকীয় সিংহাসনের দাবি জানিয়েছিলাম।
এতে আমার অনুজ এতেয়ক্লেস আমায় দেশ থেকে ১২৯৫
তাড়াল—তর্কে আমায় পরাজিত করল না,
বাহুবল প্রয়োগেরও সুযোগ দিল না।
শহর কিন্তু তাকে সমর্থন করল। আমার বিশেষ ধারণা,
এর মূলে তোমার উপর অভিশাপ।
দৈবজ্ঞদের কাছ থেকেও আমি এমনি শুনেছি। ১৩০০
দোরীয় আর্গসে গিয়ে
আমি আদ্রাস্তস-এর জামাতা হলাম।

তারপর আপীয় দেশের[২৩] যত যুদ্ধ-বিখ্যাত নেতা,
তাদের মৈত্রী-বাঁধনে বাঁধলাম যাতে তাদের সঙ্গে
থেবাইয়ের বিরুদ্ধে বর্শাধর সপ্তবাহিনী গড়তে পারি। ১৩০৫
এদের নিয়ে হয় আমি ন্যায়ের জন্য প্রাণত্যাগ করব,
না হয়, যারা আমার বিরোধিতা করেছে, তাদের দেশছাড়া করব।
তবে কেন আমি এখানে এসেছি?
এসেছি তোমার কাছে, পিতা, বিনীত প্রার্থনা নিয়ে—
আমার এবং আমার মিত্রদের প্রার্থনা। ১৩১০
এখন সেই সপ্ত বর্শাধর নেতারা সপ্তবাহিনী নিয়ে
সমস্ত থেবাই সমতল ঘেরাও করেছে।
তাদের প্রথম বর্শাক্ষেপণ-কুশলী আম্ফিয়ারেয়োস,
রণ-দুর্ধর্ষ ও শকুনি-তত্ত্বে দক্ষ,
দ্বিতীয়, অয়নেউস-পুত্র আইতোলায় তুদেউস, ১৩১৫
তৃতীয়, আর্গস-জাত এতেয়ক্লস,
চতুর্থ, পিতা তালায়স-প্রেরিত হিপ্পোমেদোন,
পঞ্চম, কাপানেউস, তার বড়াই, সে আগুন লাগিয়ে
থেবাই শহরটিকে ধূলিসাৎ করবে,
ষষ্ঠ, আতালান্তার বিশ্বস্তপুত্র আর্কাদীয় পার্থেনপায়স[২৪] ১৩২০
এই নামে অভিহিত, কারণ তার মাতা বিবাহের পূর্বে
দীর্ঘকাল কুমারী ছিলেন।
সপ্তম, তোমার পুত্র আমি, তোমার যদি না হই,
দুরদৃষ্টের সন্তান আমি এবং নামে তোমার।
থেবাইয়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক আর্গীয় বাহিনীর নেতা আমি। ১৩২৫
হে পিতা, তোমার সন্তানদের নামে, তোমার প্রাণের নামে
আমরা সকলে অনুরোধ করছি, প্রার্থনা করছি,
তুমি আমার প্রতি তোমার দুদান্ত ক্রোধ প্রশমিত করো।
আমি যে শাস্তি দিতে যাচ্ছি সেই ভাইকে
যে আমায় তাড়িয়ে পিতৃভূমি থেকে বঞ্চিত করেছে। ১৩৩০
দৈববাণীকে যদি বিশ্বাস করা যায়,
তা হলে যাদের তুমি সমর্থন করবে, তারাই হবে বিজয়ী।

এখন পবিত্র নির্ঝরের নামে, আমাদের বংশদেবতাদেব নামে
আমি প্রার্থনা করছি—আমার কথা শুনে রাজী হও।
আমি নিঃস্ব ও নির্বাসিত , তুমিও তাই ; ১৩৩৫
তুমি ও আমি, দুজনেই পরের তোষামোদ ক'রে
আশ্রয় পাই , এই দুর্ভাগ্যের ভাগী আমরা।
কিন্তু সে দেশের রাজা হয়ে, ধিক ধিক আমায়।
ঐশ্বর্যের আরামে থেকে কলা দেখাচ্ছে আমাদের দুজনকে।
তুমি যদি আমার উদ্দেশ্যের সহায় হও, ১৩৪০
আমি অবিলম্বে অনায়াসে তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেব।
তারপর আমি তোমায় নিয়ে স্বগৃহে বসাব,
নিজে বসব এবং তাকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেব।
যদি রাজী হও, তা হলে এ বড়াই আমার সাজে,
রাজী না হলে, বাঁচবারও সামর্থ্য থাকবে না আমার। ১৩৪৫

থে। হে অয়দিপউস, যিনি একে পাঠিয়েছেন তার জন্য
একে ফেরাবার আগে তোমার মনের কথা বলো।

অয়। হে দেশের রক্ষকেরা, থেসেউস যদি
আমার কথা শোনাবার জন্য
এখানে একে না পাঠাতেন, ১৩৫০
তা হলে ও আমার কণ্ঠ শুনতে পেত না।
এখন প্রার্থনার সাড়া পেয়ে ও চলে যাবে,
কিন্তু যা শুনে যাবে তাতে সারাজীবন সে স্বস্তি পাবে না।

(পলুনাইকেস-এর প্রতি)

বদমাশ। আজ থেবাইয়ের যে রাজদণ্ড ও সিংহাসন
তোমার ভাই হাতে পেয়েছে, তা যখন তোমার হাতে ছিল, ১৩৫৫
তখন তুমি তোমার নিজের পিতাকে তাড়িয়েছিলে,
করেছিলে গৃহহীন, পরিয়েছিলে এই জীর্ণ পোশাক
যা দেখে তুমি এখন চোখের জল ফেলছ—
তুমি যে এখন আমারই মতো দুর্দশায় পড়েছ তার জন্য।
কাঁদবার কিছুই নেই। যতদিন বাঁচব, ততদিন এই ভেবে ১৩৬০
আমার বোঝা বইব যে তুমিই আমার ঘাতক।

তুমিই আমায় এই কষ্টে ফেলেছ, তুমিই আমায়
বের ক'রে দিয়েছ, তোমারই দোষে আমি ঘুরছি
দ্বারে দ্বারে, পরের কাছে হাত পেতে নিচ্ছি দিনের অন্ন।
আমার সহায় ঐ দুটো মেয়েকে যদি জন্ম না দিতাম, ১৩৬৫
তা হলে তুমি যা যত্ন নিয়েছ তাতে আজ বাঁচতাম না।
এখন ওরা দুজনে আমায় রক্ষা করছে, ওরাই আমার
অন্নপূর্ণা। সেবার কথা ধরলে ওরা নারী নয়, ওরা পুরুষ।
কিন্তু তোমরা দুভাই অন্যের থেকে জন্মেছ, আমার থেকে নয়।
তাই, অদৃষ্ট তোমার উপর নজর রাখছেন, একেবারে এক্ষুনি নয়, ১৩৭০
কিন্তু যখন ঐ সৈন্যেরা থেবাই আক্রমণ করবে,
কিছুতেই তুমি পারবে না শহরকে উপড়ে ফেলতে,
তার আগেই তুমি মরবে রক্তাক্ত দেহে,
তেমনি মরবে তোমার ভাই।
এই অভিশাপ আমি আগেই তোমাদের বিরুদ্ধে আনিয়েছি, ১৩৭৫
আমি এখন তাকে ডাকছি, মিত্ররূপে সে আমার পাশে দাঁড়াক,
তোমরা যাতে পিতাকে সম্মান করতে শেখ,
অন্ধ ব'লে অবজ্ঞা না কর তাকে—যে তোমাদের
জন্ম দিয়েছে। এই দুটো মেয়ে তোমাদের মতো ব্যবহার করে নি।
এই অভিশাপের আয়ত্তে তোমার প্রার্থিত্ব, তোমার সিংহাসন, ১৩৮০
যদি প্রাচীন ন্যায়বিধাত্রী শাশ্বত বিধানে
জেউস-এর সঙ্গে অর্ধাসনে থেকে থাকেন।
জাহান্নামে যাও, তুমি জঘন্য, তুমি পিতৃহীন,
তুমি শয়তান। যে অভিশাপ তোমার মাথার উপর
ডেকে আনলাম, তা নিয়ে যাও। যুদ্ধে তোমার জন্মভূমিকে ১৩৮৫
যেন জয় না কর, পর্বত-বেষ্টিত আর্গসে
যেন না ফের, কিন্তু তোমার ভাইয়ের হাতে মরো,
মারো তাকে যে তোমায় তাড়িয়েছিল।
এই আমার প্রার্থনা। আবাহন করি পিতৃনিবাস
পাতালের গহীন আঁধারকে—সেখানেই হোক তোমার আশ্রয়। ১৩৯০
আবাহন করি এখানকার দেবীদের, আবাহন করি আরেসকে

যিনি জাগিয়েছেন তোমাদের দুজনের মধ্যে বীভৎস ঘৃণা।
এই শুনে চ'লে যাও এবং সকল থেবীয়
ও মিলিত তোমার মিত্রদের কাছে গিয়ে
এই সংবাদ জানাও, অয়দিপউস ১৩৯৫
এই উপহার ভাগ ক'রে দিয়েছে তার দুই ছেলের মধ্যে।

থে। পলু নাইকেস, তোমার অতীতের আচরণ আমি
সমর্থন করতে পারি না। তাড়াতাড়ি ফিরে যাও।

পলু। হায়রে! কেন আমি এখানে এলাম? হায়রে আমার ব্যর্থতা।
হায়রে আমার বন্ধুগণ! ধিক সেই অভিযানের পরিণাম ১৪০০
যার জন্য আমরা আর্গস থেকে বেরিয়ে পড়লাম!
এর কথা মিত্রদের মুখ ফুটে
বলতে পারব না, তাদের ফেরাতেও কখনও পারব না।
শুধু নীরবে চ'লে যেতে হবে সর্বনাশের মুখে।
হে সহোদরা আমার বোনেরা, তোমরা তো শুনলে ১৪০৫
পিতার নিষ্ঠুর অভিশাপ। দেবতার নামে
আমার প্রার্থনা—পিতার এই অভিশাপ
যদি সত্যই ফলে এবং তোমাদের একজনও নিরাপদে
যদি দেশে ফের, তাহলে আমায় সম্মানহীন কোরো না।
`অন্ত্যেষ্টির পর আমায় সমাহিত করো। ১৪১০
এইভাবে এই লোকটির সেবায়
এখন যে প্রশংসা পেলে,
আমার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে তা দ্বিগুণিত হোক।

আন্তি। পলুনাইকেস, আমার একটা কথা শোনো।

পলু। লক্ষ্মী বোন, কী কথা আমায় বলো। ১৪১৫

আন্তি। অবিলম্বে আর্গসে ফিরিয়ে আনো সৈন্যদল।
শহর ও নিজের সর্বনাশ কোরো না।

পলু। অসম্ভব। একবার কাপুরুষ হয়ে
কী ক'রে আবার তাদের চালনা করব?

আন্তি। কী কারণে, ভাই, আবার যুদ্ধে মাতবে? ১৪২০
নিজের দেশ ধ্বংস ক'রে কী লাভ হবে?

পলু। পলাতক হবার লজ্জা কি কম? বড় হয়ে
ছোটোর বিদ্রূপের পাত্র হব?

আন্তি। দেখছ না, কি সোজা পথ নিচ্ছ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর
ফলন—উভয়ের হাতেই উভয়ের মৃত্যু? ১৪২৫

পলু। তিনিই তো তাই চান। আমার অন্য পথ নেই।

আন্তি। হায়রে দুর্ভাগ্য আমার। তাঁর উচ্চারিত
বাণী শুনে কে আর তোমার অনুসরণ করবে?

পলু। আমি এই অশুভ বাণী ফাঁস করব না; সুদক্ষ নেতার কাজ
দুঃসংবাদ লুকিয়ে সুসংবাদ বলা। ১৪৩০

আন্তি। হে ভাই, এই তোমার সংকল্প?

পলু। হাঁ, আর আমায় দেরি করিও না। ঐ পথই
আমার চলবার পথ। আমার পিতা ও তাঁর প্রতিহিংসা-দেবীরা
আমার জন্য ঐ অমঙ্গল ও দুর্লক্ষণের পথ পেতে রেখেছেন।
বোনেরা, জেউস তোমাদের মঙ্গল করবেন যদি তোমরা ১৪৩৫
মৃত্যুর পর আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর, জীবিত ভাইয়ের জন্য যা পারছ না।
এখন ছাড়ো আমায়। বিদায়! এ মুখ আর দেখবে না তোমরা।

আন্তি। কী কষ্ট!

পলু। আমার জন্য কেঁদো না।

আন্তি। ভাই, প্রত্যক্ষ মৃত্যুর দিকে ধেয়ে চলছ;
কে আর তোমার জন্য কাঁদবে না? ১৪৪০

পলু। অদৃষ্ট চাইলেই আমায় মরতে হবে।

আন্তি। না, না। শোনো আমার কথা।

পলু। যা হবার নয় তা বোলো না।

আন্তি। তোমায় হারালে দুঃখের পার নেই আমার।

পলু। মরণ বাঁচন অদৃষ্টের হাতে। তোমাদের দুজনের জন্য
দেবতার কাছে প্রার্থনা করি তোমরা যেন ১৪৪৫
দুর্ভাগ্যে না পড়। তোমাদের এ দশা কেউই চাইবে না।
(পলুনাইকেস-এর প্রস্থান)

কম্‌মস

খো। এই অন্ধ পরদেশীর মুখে

এখনই শুনলাম

নূতন সর্বনাশের কথা।

অথবা অদৃষ্টই বুঝি হাত বাড়াচ্ছেন। ১৪৫০

কী করে বলব ব্যর্থ হবে দৈবের সংকল্প

মহাকাল যা সর্বদা

চোখে চোখে রাখেন

আজ পতন,

কাল প্রত্যুষে উদয় ঘটিয়ে। ১৪৫৫

(বজ্রধ্বনি)

হে জেউস! মেঘ যে ডাকছে।

অয়। মায়েরা, মায়েরা, এখানে কি এমন কেউ আছে

যে শ্রেষ্ঠ থেসেউসকে নিয়ে আসতে পারে ?

আন্তি। পিতা, কেন তাঁকে ডাকছ ?

অয়। জেউস-এর আকাশচারী বজ্র এক্ষুনি ১৪৬০

আমায় পাতালে নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ডাকো তাঁকে।

(বজ্রধ্বনি)

খো। শোনো, কী গম্ভীর নাদে

ভেঙে পড়ছে জেউস-এর

ভয়াল বজ্র।

আমার চুল খাড়া হয়ে উঠছে। ১৪৬৫

আমার প্রাণ ভয়ে কাঁপছে।

আবার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

কী হবে এর পরিণাম ?

আমার গা থরথর করছে।

নিষ্ফলে ও অকারণে বিদ্যুৎ কখনও ছোটে না। ১৪৭০

হে মহান আকাশ! হে জেউস।

অয়। মায়েরা, দৈব-বিহিত অন্তিম কাল

আমার উপর নেমেছে। আর রেহাই নেই।

আন্তি। তুমি বুঝছ কী ক'রে? তুমি কি কোনো লক্ষণ পেয়েছ?

অয়। আমি নিশ্চিত জানি। তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ১৪৭৫
এ দেশের রাজাকে কেউ নিয়ে আসুক।
(বজ্রধ্বনি)

খো। আবার শোনো। কর্ণভেদী ধ্বনি
ঘুরছে আমার চারপাশে।
দয়া করো, দেব, দয়া করো।
ভয় হয় পাছে তুমি মাতৃভূমিতে ১৪৮০
অশুভ আঁধার ঢেলে দাও।
আমি যেন তোমার অনুগ্রহ পাই
এবং এক অভিশপ্ত মানুষকে দেখে
আমি যেন অনুগ্রহের পরিবর্তে নিগ্রহ না পাই।
ভগবান জেউস, আমার ডাক শোনো। ১৪৮৫

অয়। উনি কি এসেছেন, মেয়েরা?
উনি কি আমায় জীবিত ও সুস্থচিত্ত দেখবেন?

আন্তি। তুমি কি তাঁর কানে কোনো প্রতিশ্রুতি বলতে চাও?

অয়। তাঁর সদাচারের বিনিময়ে যে উপহারের
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা এখন পূর্ণ করতে চাই। ১৪৯০

খো। এসো, পুত্র, এসো।
যদিও সুদূর উপত্যকায়
সমুদ্রদেব পসাইদোন-এর উদ্দেশে
বলিদানে বেদি পবিত্র ক'রে থাক,
তা হলেও এসো। ১৪৯৫
কৃতজ্ঞ পরদেশী তোমাকে, তোমার শহর ও বন্ধুদের
পুরস্কারের যোগ্য মনে করেন।
এসো, তাড়াতাড়ি এসো, হে রাজা,
প্রাপ্য দান গ্রহণ করো।
(থেসেউস-এর প্রবেশ)

থে। কেন তোমাদের এই উচ্চকণ্ঠের কোলাহল? ১৫০০
স্পষ্ট শুনছি শহরবাসীদের ডাক, শুনছি পরদেশীর।

জেউস-এর বজ্রপাতে, না শিলাবৃষ্টির ধাওয়ায়
তোমাদের ভয়? দেবতা যখন এমন ঝড় নামান,
তখন সব রকম আতঙ্ক জাগে।

অয়। রাজা, আমার ইচ্ছায় তুমি এসেছ। ১৫০৫
কোনো দেবতা এখানে তোমার শুভাগমন ঘটিয়েছেন।

থে। হে লাইয়স-পুত্র, নূতন কী ঘটল?

অয়। তুলাপাত্রে আমার জীবনে দুলছে। তোমায় ও শহরকে
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা ভঙ্গ না ক'রে মরতে চাই।

থে। অদৃষ্টের কোন্ অভিজ্ঞান তোমার সংকট কাল নিয়ে এল? ১৫১০

অয়। দেবতারা আপন দৌত্যে আমায় জানাচ্ছেন
পূর্বনির্ধারিত লক্ষণের অ-মিথ্যা প্রতিপাদনে।

থে। হে বৃদ্ধ, বলো সে লক্ষণগুলি কী?

অয়। বারবার দীর্ঘ বজ্রধ্বনি,
বারবার অজেয় হাতে নিক্ষিপ্ত বিজলীশর। ১৫১৫

থে। আমি বিশ্বাস করি, নানা বিষয়ে তোমাকে দেখছি
অব্যর্থবাদী দৈবজ্ঞ। বলো আমায়, কী করতে হবে?

অয়। আইগেউস-পুত্র, আমি তোমায় খুলে বলছি
কালের আঘাতের বাইরে তোমার শহরের ভাগ্যে যা আছে।
কারও সাহায্য না নিয়ে অবিলম্বে আমি তোমায় ১৫২০
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব যেখানে আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট।
সে জায়গার কথা তুমি কাউকে বলবে না,
কোন্ অঞ্চলে কিসের আড়ালে তাও বলবে না।
তা হলে অনেক ঢালের চাইতে, প্রতিবেশী মিত্র বর্শার চাইতে
সে স্থানটি হবে তোমার চিররক্ষক। ১৫২৫
যে পবিত্র অনুচার্য রহস্য ঘটবে তা একাকী
ওখানে গিয়ে তুমি নিজে জানতে পারবে।
তার কথা শহরবাসীদের বলতে পারি না, এমন কি,
আমার সন্তানদের—যতই না ভালবাসি তাদের।
সব সময় এ কথা গোপন রাখবে, জীবনের অন্তিম কালে ১৫৩০
জানাবে তোমার উত্তরাধিকারীর কানে কানে,

সে জানাবে তার পুত্রকে—এমনিভাবে চিরকাল।
এইভাবে তুমি তোমার শহরকে রক্ষা করতে পারবে
পৃথ্বীজ থেবীয়দের[২৫] আঘাত থেকে। অধিকাংশ শহর
যতই শান্তিতে থাক না কেন, অকারণে স্পর্ধিত হয়ে ওঠে। ১৫৩৫
দেবতারা ধীরে হলেও তাকে নজরে রাখছেন
যে প্রমত্ত হয়ে নাকচ করছে দেবসেবা।
হে আইগেউস-পুত্র, তোমার যেন এমন না হয়।
কিন্তু তুমি এ সবই জান, তোমায় আবার কী শেখাব?
দেবতার ডাক যখন এসেছে, তখন সে জায়গায় ১৫৪০
যাই, চলো। আর দেরি কেন?
মায়েরা, আমার পিছু এসো। দেখো, এখন আমি
তোমাদের চালক, আগে তোমরা যেমন ছিলে পিতার।
চলো, কিন্তু আমায় ছুঁয়ো না। নিজে আমায়
খুঁজে নিতে দাও সেই পবিত্র সমাধি যেখানে ১৫৪৫
এই দেশের মাটি অদৃষ্টের বিধানে আমায় কোলে নেবে।
এই পথে, এই পথে। এই পথে আমায় নিয়ে চলেছেন
পরিচালক হের্মেস ও প্রেত রানী দেবী[২৬]।
হে জ্যোতি। হে আমার তমসা। আগে ছিলে আমার নয়নের আনন্দ,
এখন শেষবারের জন্য আমার দেহ পাচ্ছে তোমার স্পর্শ। ১৫৫০
আমার জীবনের অন্তিমটুকু লুকিয়ে রাখবার জন্য
পাতালে চলেছি। হে বন্ধুবর,
মঙ্গল হোক তোমার, মঙ্গল হোক তোমার দেশের,
তোমার অনুগতদের। তোমার সুখের দিনে
মৃত বন্ধুকে স্মরণ করে চিরসুখী হও। ১৫৫৫

খোরস—পঞ্চম গাথা

স্তবক

হে অদৃশ্য দেবী,
আঁধার-লোকের হে রাজা,
আইদোনেউস, আইদোনেউস[২৭],

প্রার্থনায় সম্মতি যদি দাও,
করছি প্রার্থনা। ১৫৬০
পরদেশী এই জন
ব্যথাহীন শোকহীন পথে
পৌঁছে যেন অন্ধকারচ্ছায় প্রেত-সমতলে
স্নিগ্ধ নিকেতনে[২৮];
অকারণে দুঃখের পর্যায় ১৫৬৫
ডুবেছিল সে।
ন্যায়নিষ্ঠ শক্তি তারে তুলুক ভাসায়ে।

প্রতিস্তবক

পাতালের হে দেবীরা,
অজেয় মহাকায় হে দানব[২৯]।
অতিথি-সঙ্কুল তোরণের হে স্বপ্ত দ্বারপাল! ১৫৭০
বলে সর্বজনে
দুর্দান্ত তুমি পাতাল-প্রহরী
গুহামুখে বসি ঘেউ ঘেউ কর।
ধরা ও পাতালের হে তনয়,
যাচি তোমা— ১৫৭৫
রক্ষী-দানব ছেড়ে দিক পথ তারে
যে জন চলিছে রসাতললীন প্রেত-সমতলে।
শাশ্বত সুপ্তির দাতা, তোমারে করি আবাহন

পঞ্চম বৃত্তান্ত

(দূতের প্রবেশ)

দূত। নগরবাসীরা, সংক্ষেপে বলতে গেলে
অয়দিপউস আর নেই। ১৫৮০
কিন্তু ওখানে যা ঘটল, তা যেমন অল্প সময়ে করা হয় নি,
তেমনি তা অল্প সময়ে বলার নয়।

খো। তা হলে সে হতভাগ্য আর নেই ?

দূত। হাঁ, এ জীবন তিনি চিরতরে ঝেড়ে গেছেন।

খো। কী ক'রে? হায়রে বেচারা! দেবতার অনুগ্রহে অক্লেশে? ১৫৮৫

দূত। সেখানেই তো বিস্ময়। তুমি তো এখানে ছিলে;
তুমি জান কী করে তিনি এখান থেকে গেলেন,
কেমন করে কোনো বন্ধুর সাহায্য না নিয়ে
নিজে আমাদের সকলকে পথ দেখিয়ে দিলেন।
পিতলের সোপানে মাটিতে নিখাত ১৫৯০
ঢালু দেহলিতে[৩০] যখন নামলেন,
তখন নানামাথা পথগুলির একটিতে থেমে গেলেন,
সেই পাথুরে আধারের কাছে যেখানে থেসেউস
ও পেবিথউস-এর অলঙ্ঘ্য চুক্তির[৩১] স্মৃতি রক্ষিত।
তিনি সেই আধার ও থবিকীয় পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ১৫৯৫
ফাঁপা নাশপাতিগাছ ও শৈল সমাধির[৩২] কাছে গিয়ে বসলেন।
তারপর তিনি জীর্ণ পোশাক খুলে ফেললেন।
মেয়েদের ডেকে ঝর্ণা থেকে জল আনতে বললেন
স্নান ও তর্পণের জন্য।
শস্যদাত্রী দেমেতের-এর[৩৩] নিকটস্থ পাহাড়ে গিয়ে ১৬০০
অল্প সময়ের মধ্যে তারা পিতার আদেশ
পালন করল। তারা তাঁকে বিধিমতো স্নান করিয়ে
সাজিয়ে দিল। তাঁর ইচ্ছেমতো যখন সব কিছুই
সম্পন্ন হল, বাকি যখন কিছুই রইল না,
তখন পাতালের জেউস বজ্রধ্বনি করলেন। ১৬০৫
শুনে মেয়ে দুটো কেঁপে উঠল। পিতার পায়ে প'ড়ে
তারা কাঁদতে লাগল,
বুকে অবিরাম করাঘাত ক'রে
একটানা গোঙাতে লাগল।
হঠাৎ তাদের করুণ কান্না শুনে ১৬১০
তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি ব'লে উঠলেন:
"ওরে বাছারা, আজ থেকে তোদের পিতা আর নেই।

আমার যা কিছু ছিল সব নিঃশেষ হল।
আজ থেকে সেবার গুরুভার আব তোদেব বইল না।
জানি গো মায়েবা, সেবাব কী কষ্ট। কিন্তু এই কষ্ট ১৬১৫
মুছে দিচ্ছে এক কথা—ভালবাসা।
আমি ছাড়া এত ভাল কেউ বাসে নি।
এখন আমায় হাবিয়ে
বাকি জীবনটা তোমাদেব কাটাতে হবে।"
তিনজনেই পবস্পরকে জড়িয়ে ধ'বে ১৬২০
গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল। গোঙানি যখন
থেমে গেল, যখন কোনো কান্না আব শোনা গেল না,
তখন চাবিদিকে নিঝুম। হঠাৎ কাবও যেন রুক্ষ কণ্ঠ
তাঁকে ডেকে বলল। আচমকা ভয়ে
সকলের চুল খাড়া হয়ে উঠল। ১৬২৫
এক দেবতা তাঁকে বাববার সনির্বন্ধে ডাকতে লাগলেন :
"তুমি, তুমি অয়দিপউস, আব দেবি কেন ?
অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল।"
তিনি যখন বুঝলেন দেবতা ডাকছেন,
তখন বাজা থেসেউসকে বললেন কাছে আসতে। ১৬৩০
কাছে এলে তিনি তাঁকে বললেন : "প্রিয় বন্ধু,
প্রতিশ্রুতিব অভিজ্ঞানে মেয়েদের হাত ধবো,
আর তোমরা, মেয়েবা, ওঁর হাতে হাত বাখো।
প্রতিজ্ঞা কবো স্বেচ্ছায় কখনও অন্যের হাতে তাদেব
ছেড়ে দেবে না, শুভ ইচ্ছায় সব সময় সাধ্যমতো ১৬৩৫
তাদেব মঙ্গল দেখবে।" তিনিও আপন উদার স্বভাবে
বিলাপ না ক'রে পরদেশীর কাছে শপথ করলেন।
শপথ শেষ কবতে না করতেই অয়দিপউস
অন্ধ হাতে মেয়েদের ধ'রে বললেন :
"ওরে বাছারা, বুকে সাহস বেঁধে এখান থেকে ১৬৪০
যেতেই হবে তোদের। দেখতে বা শুনতে
যা বারণ, তা তোমরা দেখতে বা শুনতে চেয়ো না।

তাড়াতাড়ি চলে যাও।
রাজা থেসেউস একা থাকুন সব কিছুর সাক্ষী হয়ে।"
এমনি বললেন তিনি ; আমরা সবই শুনলাম। ১৬৪৫
চোখের জলে বিলাপ করতে করতে দুই মেয়েকে
সঙ্গে নিয়ে আমরা চলে এলাম। একটু এগিয়ে
কিছুক্ষণ পরে পেছনে তাকিয়ে দেখি
অয়দিপউস কোথাও নেই।
শুধু রাজা মুখের উপর হাত রেখে ১৬৫০
চোখ ঢেকে আছেন যেন লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর
দৃশ্যের আবির্ভাবে আর চোখ তুলতে পারছেন না।
তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখলাম
তিনি একইসঙ্গে পৃথিবী ও দেবগণের অলুম্পসকে
একই প্রার্থনায় প্রণাম করছেন। ১৬৫৫
দৈবের কোন্ বিধানে অয়দিপউস মরলেন
তা থেসেউস ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না।
সে-মুহূর্তে তাঁকে নিল না
দেবতার অগ্নিবাহী বজ্র,
নিল না সাগরের উৎক্ষিপ্ত ঝড় ; ১৬৬০
কিন্তু দেব-প্রেরিত কোনো দূত অথবা
মৃত্যুদ্বার অনুকূল রসাতল অক্লেশে নিল কোলে।
বিলাপে, রোগে বা ভোগে তাঁর তিরোধান
ঘটে নি—মানুষের মধ্যে যা আশ্চর্য।
বোকার মতো বলছি ব'লে যদি কেউ মনে করে, ১৬৬৫
তা হলে তাকে আমি মানাতে চেষ্টা করব না।

খো। কোথায় সে মেয়েদুটো ? কোথায় বা বন্ধু-রক্ষীরা ?

দূত। বেশি দূরে নয়। কান্না শুনেই
মনে হচ্ছে তারা এদিকেই আসছে।
(আন্তিগনে ও ইস্‌মেনের প্রবেশ)

কম্মস

আন্তি। হায় হায়। অভাগিনী আমরা! ১৬৭০
আমাদের দেহে প্রবাহিত পিতার অভিশপ্ত রক্ত নিয়ে
শোক কবা ছাড়া আব কিছুই বইল না।
যতদিন বেঁচে ছিলেন,
ততদিন তাঁর জন্য অবিরাম কষ্টে মগ্ন ছিলাম,
কিন্তু এখন তাঁর মৃত্যুতে শুধু বোধাতীত ১৬৭৫
দৃশ্য ও বেদনা আমাদের মনেব উপব চেপে আছে।

খো। কী হয়েছিল?

আন্তি। বন্ধুরা, আমবা শুধু অনুমান কবতেই পাবি।

খো। তিনি চলে গেলেন?

আন্তি। হাঁ, যেমনটি আশা কবেছিলে—যুদ্ধদেবতা
বা সমুদ্র তাঁব উপব আছড়ে পড়ে নি, ১৬৮০
অদৃশ্য জগৎ তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল
এক অজানা রহস্যেব আঁধারে।
আমাদেব চোখেব উপব নামল
মৃত্যুর দুঃখেব রাত।
সুদূব দেশে বা সমুদ্র-তবঙ্গে ১৬৮৫
ঘুবে ঘুরে কী ক'রে আমরা
কষ্টেব জীবিকা সংগ্রহ করব?

ইস। আমি জানি না।
মৃত্যুদাতা হাইদেস আমায় নিন;
বৃদ্ধ পিতাব মৃত্যুব ভাগী হয়ে ১৬৯০
আমার অদৃষ্টে যে জীবন আছে
তাকে যেন টানতে না হয়।

খো। ওহে চমৎকার যমল মেয়ে, দেবতার দেওয়া ভার
বইতে হবে।। অতিরিক্ত শোক কোরো না;
তোমাদের জীবন নির্দোষ। ১৬৯৫

আন্তি। দুঃখেরও আকাঙ্ক্ষা জাগে—
যা কোনো দিক থেকে কাম্য নয়,

তাও কাম্য হয়েছিল
যখন আমি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরতাম।
হে পিতা, হে প্রিয়, ১৭০০
পৃথিবীর আঁধারে তুমি নিত্য পরে আছ।
পাতালেও তুমি বঞ্চিত হবে না আমার ভালবাসা থেকে,
ওর ভালবাসা থেকে।

খো। কৃতার্থ হলেন কি ?

আন্তি। হলেন ইচ্ছার পরিতৃপ্তিতে।

খো। কী ক'রে ?

আন্তি। সাধ মিটিয়ে পরদেশে মরলেন, ১৭০৫
পাতালে চিরকালের জন্য
পেলেন ছায়ার শয্যা।
তবু শোকের অশ্রু মুছিয়ে গেলেন না তিনি।
হে পিতা, অশ্রুভরা চোখে
তোমার জন্য বিলাপ করছি। ১৭১০
জানি না, অভাগিনী আমি জানি না
কী ক'রে এমন দুঃখ কাটিয়ে উঠব।
হায়। পরদেশে তুমি মরতে চেয়েছিলে,
কিন্তু মরলে একা কী, পাশে থাকতে আমায় দিলে না।

ইস। হায় রে কষ্ট। হে প্রিয় বোন, পিতাকে হারাবার পর[৩৪] ১৭১৫
কোন্ নূতন অদৃষ্ট অপেক্ষা করছে তোমার ও আমার জন্য ?

খো। প্রিয় মেয়েরা, তিনি শান্তিতে গেছেন,
আর কেঁদো না। ১৭২০
দুঃখের কবল থেকে
সহজেই কেউ নিস্তার পায় না।

আন্তি। প্রিয় বোন, চলো, তাড়াতাড়ি ফিরে যাই ওখানে।

ইস। কী করতে ?

আন্তি। মনে এক বাসনা আছে।

ইস। কিসের ? ১৭২৫

আন্তি। কবর দেখতে।

ইস। কাব ?

আন্তি। অভাগিনীব পিতাব।

ইস। নিষেধ আছে যে। এটা বুঝছ না ?

আন্তি। বিবক্ত কবছ কেন ? ১৭৩০

ইস। এটাও ভেবে দেখো।

আন্তি। আবাব কী ?

ইস। অসমাহিত তিনি মবেছেন। কেউ কাছে ছিল না।

আন্তি। তা হলে আমায় সেখানে নিয়ে মেবে ফেলো।

ইস। হায়রে দুর্ভাগ্য। অসহায় একা ১৭৩৫

কোথায় গিযে দুর্ভাব জীবন বইব ?

খো। প্রিয় মেয়েবা, ভয় পেয়ো না।

ইস। কোথায় আশ্রয় পাব ?

খো। আগে তো পেয়েছিলে।

ইস। তার মানে ?

খো। তোমবা দু'জন বিপদ থেকে বক্ষা পাও নি ? ১৭৪০

ইস। হাঁ, জানি।

খো। তা'হলে ভাবনা কিসেব ?

ইস। বুঝতে পারছি না কী ক'বে দেশে ফিবব।

খো। চেষ্টা কো'বো না।

ইস। সংকট আমায় ছেয়ে ফেলল

খো। সে অতীতের কথা।

ইস। অতীতেব নৈরাশ্য এখন চরমে। ১৭৪৫

খো। হায়। দুঃখেব মহাসমুদ্রেব অতলে তোমবা।

ইস। হায় হায়। হে জেউস,

কোথায় যাই আমরা ?

আব কোন আশার দিকে

অদৃষ্ট এখন আমায় চালাচ্ছেন ? ১৭৫০

(থেসেউস-এব প্রবেশ)

থে। মেয়েরা, থামাও বিলাপ। যেখানে পাতাল-শক্তিরা

সকলকে অনুগ্রহ বিলিয়েছেন, সেখানে

শোক করা অনুচিত। শোকে ক্রুদ্ধ হবেন তাঁরা।

আন্তি। হে আইগেউস-পুত্র, আমরা তোমার পায়ে পড়ি।

থে। মেয়েরা, কী চাও তোমরা? ১৭৫৫

আন্তি। আমরা নিজের চোখে

দেখতে চাই পিতার সমাধি।

থে। কিন্তু এটা নিষিদ্ধ।

আন্তি। হে রাজা, আথেনাইয়ের ঈশ্বর, কী বলছ?

থে। মেয়েরা, তিনি আমায় আদেশ দিয়েছেন যে ১৭৬০

সেই জায়গার কাছে কেউ যাবে না,

যে পবিত্র স্থানে তিনি শুয়ে আছেন,

তার উদ্দেশে কেউ স্তুতি উচ্চারণ করবে না।

আরও বলেছিলেন, আমি যদি তাঁর আদেশ পালন করি,

তাহলে আমি দেশকে ক্ষতির নাগালের বাইরে রাখতে পারব। ১৭৬৫

আমার শপথ শুনেছিলেন দেবতা,

শুনেছিলেন শপথের রক্ষক জেউস-এর সর্বদর্শী অনুচর[৩৩]।

আন্তি। এটা যদি তার মনের কথা হয়,

তা হলেই যথেষ্ট। কিন্তু তা হলে আমাদের

প্রাচীন থেবাইয়ে পাঠিয়ে দাও ১৭৭০

যদি কোনো রকম ভাইদের উপর

রক্তপাতের শাসানি ঠেকাতে পারি।

থে। তাই করব। তোমাদের মঙ্গলের জন্য যা সাধ্য

তাই করব, করব তাঁর তৃপ্তির জন্য যিনি সবেমাত্র

গত হয়ে মাটির তলায় প'ড়ে আছেন— ১৭৭৫

এর অক্লান্ত সাধনায় আমি বাধ্য।

খোরস-এর প্রস্থান

থামো, থামো,

আর বিলাপ তুলো না—

একান্তই স্থির ছিল সব।

———

"কলোনসে অয়দিপউস" নাটকে নূতন দৈববাণীর বলে অয়দিপউপ হাতে পেলেন জয়-পবাজয় বিতবণেব শক্তি। এবই প্রয়োগে তিনি তাঁব নিপীড়কদেব অভিশপ্ত কবলেন। সেই অভিশাপেব ফলশ্রুতি থেবীয় নাটক-গুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

থেবীয় নাটকগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড

এতে আছে চারখানা নাটক

আইস্খুলস-এর "থেবাইয়েব বিরুদ্ধে সপ্তবথী"
এউবিপিদেস-এব "ফইনিকীয় রমণীবা"
সফক্লেস-এব "আন্তিগনে"
এউবিপিদেস-এব "প্রার্থী বমণীগণ"

টীকা

বাক্খাই

দিওনুসস-এর নামান্তর বাক্খস, ইয়াকখস, ব্রমিয়স (ধ্বনিময়)

পৃঃ ৫। [১]। প্রাচীনতম পুরাণে সেমেলে ধরিত্রী-জননী, বজ্রের পত্নী। পরবর্তী কালে তিনি হলেন মানুষী এবং বজ্রী জেউস-এর প্রিয়তমা (দ্রঃ 'ইলিয়াড,' ১৪/৩১২-৩২৮)। জেউস-এর সঙ্গে তাঁর মিলনে ঈর্ষান্বিতা হেরা সেমেলেকে বললেন "তোমার প্রেমিকের দিব্যরূপ তুমি কখনও দেখ নি।" হেরার বিদ্রূপে বিদ্ধ হয়ে সেমেলে জেউসকে অনুরোধ করলেন দিব্যরূপে দেখা দিতে। জেউস তাঁর দিব্য রূপ বজ্রের মূর্তিতে এলে নিহত হলেন সেমেলে। অসময়ে নিষ্ক্রান্ত তাঁর গর্ভটি জেউস আপন উরুর মধ্যে আটকে রাখলেন।

পৃঃ ৬। [২]। Pierson ও Dodds-এর পাঠ অনুসারে আমরা পংক্তি ২০কে পংক্তি ২২-এর পরে বিন্যাস করেছি।

[৩]। থিরসাস (গ্রীকে "থুর্সস")—বাকখস-উৎসব-ব্রতীদের বাহিত দণ্ডবিশেষ। কখনও কখনও এর মাথায় থাকে দেবদারু-শঙ্কু, সাধারণত দ্রাক্ষা বা আইভি-লতার গুচ্ছ। দিওনুসস থির্সাসকে মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত করতে পারেন।

[৪]। কাদ্মস-এর ছলনা—সেমেলের বোনেরা কাদ্মসকে এই ব'লে দায়ী করেছিলেন যে, তিনি সেমেলের ব্যভিচার ঢাকবার জন্য জেউস-এর সঙ্গে মিলনের গল্প বানিয়েছিলেন।

[৫]। অপর কন্যা—আগাউয়ে।

পৃঃ ৭। [৬]। ত্মোলস—সার্দিস-শহরের চতুষ্পার্শ্বে লিদিয়ার পবিত্র পর্বতমালা (দ্রঃ পংক্তি ৪৬৩)। এই পর্বতে লিদীয় বাকখদল উৎসব যাপন করে। তার পাদদেশ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। (দ্রঃ ভার্জিল, 'গেওর্গিকা', ২/৯৮ এবং ওভিদ, 'মেতামর্ফোসেস,' ৬/১৫)

[৭]। কিথাইরোন—থেবাইয়ের নিকটবর্তী পর্বত। এই পর্বতে শিশু অয়দিপউস পরিত্যক্ত হবে।

পৃঃ ৮। [৮]। কুবেলে—ধরা-জননী দুটি নামে পূজিত হতেন; আসিয়াতে 'কুবেলে' নামে আর ক্রেতায় 'রেয়া' নামে। দুই স্থানেই দিব্য পুত্রের

সঙ্গে দিব্য জননী আরাধিত হতেন নৃত্যে ও বাদ্যে। দিওনুসস-এর মর্ত্য জননীলাভে নূতন আরাধনারীতি দেখা দিল—কুবেলে ও রেয়ার কাছ থেকে তিনি নিলেন পুরো কৃত্যটি (দ্রঃ ১২০-১৩১)।

পৃঃ ৯। ৯। কৌরেতেস—রেয়ার অনুচর। কোরুবাস—কুবেলের অনুচর। এউরিপিদেস-এর মনে রেয়া ও কুবেলে একাত্ম হয়ে ধরা দিয়েছিল। প্রাচীন পুরাণে আছে—ক্রনস-এর পুত্র পিতৃহন্তা হবে। ক্রনস-এর চোখ এড়িয়ে রেয়া প্রসবের জন্য ক্রেতীয় কন্দরে আশ্রয় নিলেন। জন্মমাত্র জেউস কাঁদতে লাগলে তাঁর কান্না ঢাকবার জন্য কৌরেতেস-দল নাকাড়া বাজাতে লাগল। সেই থেকেই রেয়ার উৎসবে কৌরেতেস নাকড়া ও বেণু বাজায়।

পৃঃ ১০। ১০। সাতির (গ্রীকে 'সাতুর')—পশুচর্মধারী দিওনুসস-এর অনুচর।

পৃঃ ১১। ১১। সিদোনীয় শহর ছেড়ে—টায়ার-রাজা আগেনোর-পুত্র কাদ্‌মস হেল্লাসে এলে দৈববাণীর দ্বারা আদিষ্ট হলেন যে তিনি পথে একটি গরু দেখতে পাবেন। সেই গরু যেখানে থাকবে, সেইখানেই তিনি তাঁর শহর গড়বেন। তাই তিনি থেবাই-নগর নির্মাণ করলেন। আথেনার উদ্দেশে বলি উৎসর্গের মানসে জলের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, এক সর্পদানব একটি ঝর্ণা পাহারা দিচ্ছে। সেই দানব যুদ্ধদেব আরেস-এর পুত্র। তিনি যুদ্ধে তাকে নিহত করলেন। আথেনার পরামর্শে তিনি দানবের দাঁতগুলো মাটিতে বুনে দিলেন। সেই দাঁত থেকে বেরিয়ে এল সশস্ত্র যোদ্ধারা। তিনি তাদের পাথরে ছুঁড়ে ফেললেন। সহচারীদের মধ্যে কেউ মেরেছে ভেবে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিল। ফলে তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন বেঁচে রইল। তারাই থেবীয় বীরগণের পূর্বপুরুষ। তাদের নাম হল "spartoi", অর্থাৎ "উপ্ত"। এই সূত্রেই কাদ্‌মসকে বলা হচ্ছে "পার্থিব বীজের বপ্তা" (দ্রঃ ২৬৪)। দানব-হত্যার অপরাধে তিনি কিছুকাল নির্বাসিত হলেন। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে বিবাহ করলেন হার্মোনিয়াকে। হার্মোনিয়ার গর্ভে চার কন্যা জন্মাল—ইনো, সেমেলে, আউতনয়ে ও আগাউয়ে।

পৃঃ ১৩। ১২। আক্তাইয়োন—আউতনয়ের পুত্র। তিনি শিকারে গিয়ে স্নানরতা বিবসনা আর্তেমিসকে দেখলেন। এই অপরাধে আর্তেমিস তাঁকে মৃগে রূপান্তরিত করলেন এবং শিকারী কুকুরেরা তাঁকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো

করল। মতান্তরে তাঁর অপরাধ, তিনি আর্তেমিস-এর চেয়ে নিজেকে বড় শিকারী দাবি করেছিলেন (দ্রঃ ৩৩৭-৩৪০)।

পৃঃ ১৪। ১৩। পার্থিব বীজের বপ্তা—দ্রঃ টীকা ১১।

পৃঃ ১৫। ১৪। দেব-তর্পণ—বেদের সোম যেমন দেবতা হয়েও উত্তেজক পানীয়, দিওন্যুসস তেমনি যুগপৎ দেবতা ও পানীয়। সোমযাগে সোমের তর্পণে দেবতারা যেমন প্রসন্ন হন, তেমনি সুরারূপে দিওন্যুসস এর তর্পণে মানুষ লাভ করে সকল শ্রেয়।

পৃঃ ১৬। ১৫। এউরিপিদেস এখানে তাইরেসিয়াসকে পঞ্চম শতকের তার্কিক গ্রীক পণ্ডিত (সোফিস্ত্‌)-এর ভূমিকায় এনেছেন। সোফিস্তরা অপ্রাকৃতের প্রাকৃত ব্যাখ্যা দিতেন। জেউস-এর উরুর মধ্যে আটকেছিলেন দিওন্যুসস—এই অপ্রাকৃত কাহিনীর প্রাকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছে তাইরেসিযাস। দিওন্যুসস-এর রক্ষায় জেউস বায়ু থেকে খানিকটা অংশ (গ্রীকে 'meros") ভেঙে দিলেন। এই দিয়ে গড়লেন একটি প্রতিভূ (গ্রীকে "homeros',)। "homeros" শব্দের "ho" বাদ দিলে থাকে "meros"। "meros" শব্দের অর্থ "উরু"। এই থেকে লোকে এমনি গল্প বানিয়েছিল।

১৬ আরেস—জেউস ও হেরার পুত্র, যুদ্ধদেবতা।

পৃঃ ১৭। ১৭। আক্তাইযোন—দ্রঃ টীকা ১২।

পৃঃ ১৮। ১৮। এই পংক্তিতে তাইরেসিযাস "দুঃভোগ" অর্থে গ্রীক শব্দ "penthos' ব্যবহার করেন। তিনি দেখাতে চান যে "pentheus" নামটি 'penthos" শব্দের অর্থপুষ্ট।

পৃঃ ১৯। ১৯। কুপ্রস—সাইপ্রাস দ্বীপ।

পৃঃ ২০। ২০। পাফস—সাইপ্রাসের শহর। লোকের বিশ্বাস পরদেশী নদী নাইল সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে এসে পাফস-এর ঝর্ণাগুলিকে জল যোগাচ্ছে।

২১। পিয়েরিয়া—অলুম্পস-এর উত্তরে কলাদেবীদের জন্মভূমি, কান্তিময় পার্বত্য দেশ।

২২। লাবণ্য-ভগিনীত্রয়—জেউস ও এউরিনমের কন্যাত্রয়। আদিতে এঁরা ছিলেন কৃষিদেবতা। আফ্রদিতের অনুচর্যায় থাকতে থাকতে তাঁরা লাবণ্যের প্রতীক হলেন। রোমীয় পুরাণে তাঁরা "Graces" নামে কথিত।

২৩। রতির কুমার—আফ্রদিতের পুত্র।

পৃঃ ২১। ২৪। "নবসন্ধি" (নিউ টেস্টামেন্ট)-এর "শিষ্য-চরিত" গ্রন্থে

কারাবদ্ধ সন্ত পিতর-এর মুক্তির বর্ণনা আছে: "তাঁর হাত থেকে বাঁধন আপনা আপনি খসে পড়ল···আপনা আপনি খুলে গেল দ্বার।" (১২/৭,১০) অনেকের অনুমান লেখক 'বাক্‌খাই' নাটকের কথা জানতেন। (দ্র: টীকা ৩৭)

পৃ: ২৩। [২৫]। এই পংক্তিতে আমরা Gregoire-এর পাঠ নিয়েছি।

[২৬]। দ্র: টীকা ১৮

পৃ: ২৪। [২৭]। আখেলউস—ঝর্ণাজাতির পিতা। দির্কে—থেবাই-নিকটবর্তী ঝর্ণা।

[২৮]। দিথুরাম্বস—দিওনুসস-এর প্রীত্যর্থে খোরস-এর নাচগান। ভ্রান্ত নিরুক্তির অবলম্বনে প্রাচীনেরা শব্দটির ব্যাখ্যা করেন এইভাবে—"দ্বি-বহির্গত", অর্থাৎ "দ্বিজ"। এই অর্থে শব্দটির লক্ষ্য স্বয়ং দিওনুসস।

[২৯]। দ্র: টীকা ১১।

পৃ: ২৫। [৩০]। নুসা—থ্রাকিয়ার পর্বত। ইলিয়াডে (৬/১৩০-১৪০) রাজা লুকোর্গস এই পর্বতে দিওনুসস-এর ধাত্রী অপ্সরাদের তাড়া করেন। ভয় পেয়ে শিশু দিওনুসস সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে থেতিস দেবীর আশ্রয় নেন।

[৩১]। কোরুকস—পার্নাসস-এর অন্তর্গত পর্বতমালা।

[৩২]। অর্ফেউস—বিখ্যাত থ্রাকীয় বীণাবাদক। দ্র: "ঈনিড" ৬/১১৯, টিপ্পনী ৪, পৃ: ৩৮৮।

পৃ: ২৬। [৩৩]। আক্সিয়স ও লিদিয়াস—মাকেদনিয়ার নদীদ্বয়।

পৃ: ২৮। [৩৪]। পংক্তিটি হারিয়ে গেছে। আমরা Gregoire-এর অনুমানটি নিয়েছি।

পৃ: ২৯। [৩৫]। কিথাইরোন—দ্র: টীকা ৭।

পৃ: ৩১। [৩৬]। ইয়াক্‌খস—মূলে এলেউসিস-এর স্থানীয় দেবতা। পরে বাক্‌খস-এর সঙ্গে একাত্ম।

পৃ: ৩৩। [৩৭]। "শিষ্য-চরিত" গ্রন্থে (২৬/১৪) যীশু সন্ত পলকে একই কথা বলেন: "অঙ্কুশের আঘাতের বৃথাই প্রতিরোধ করছ।" (দ্র: টীকা ২৪)

পৃ: ৩৯। [৩৮]। পান—আর্কাদীয় রাখাল-দেবতা। তাঁর আকৃতি মানুষের মতো, কিন্তু ছাগের পা, শিঙ ও দাড়ি আছে। তাঁর সঙ্গে থাকে অপ্সরাদল।

পৃ: ৪০। [৩৯]। লুসসা—প্রতিহিংসা-দেবীদের সগোত্র; তাঁদের মতো রাত্রির কন্যা। নরক-কুকুরেরা তাঁর সহচর। তাদের দংশনে তিনি মত্ত ক্রোধের সঞ্চার করেন।

৪০। Gregoire-এর ধৃত পাঠ।

পৃঃ ৪১। ৪১। গর্গো—সর্পকুন্তলা বৃহদ্দন্তী শূর্পনখী দানবী বিশেষ। (দ্রঃ "ঈনিড", ২য় সর্গ, টিপ্পনী ২৯, পৃঃ ৩৬৯)

৪২। ৯৯৬-১০১০ পংক্তিগুলি দুর্বোধ্য। পাঠগুলি অনিশ্চিত। আমরা Dodds-এর সংশোধিত পাঠগুলি গ্রহণ করেছি।

৪৩। প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত আছে যে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে দিওন্যুসস নানা বন্য পশুর মূর্তি ধারণ করেন।

পৃঃ ৪২। ৪৪। এই পংক্তিটি হারিয়ে গেছে। আনুষঙ্গিক অর্থে অনুমিত প্রয়োগ।

পৃঃ ৫২। ৪৫। দ্রঃ টীকা ১২।

পৃঃ ৫৩। ৪৬। এখানে পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা খোয়া গেছে। তবু আগাউয়ের বিলাপ আংশিক উদ্ধার করা যায়। একাদশ শতকে অজ্ঞাত এক লেখক "খ্রীষ্টের যাতনা" (গ্রীকে "Khristos paschon") কাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্যে মাতা মেরী খ্রীষ্টের মৃতদেহ নিয়ে শোক করেন। এই শোক গাথা আগাউয়ের বিলাপ থেকে আংশিক গৃহীত। Gregoire-এর সংস্করণ অনুসারে আমরা "খ্রীষ্টের যাতনা" থেকে প্রাসঙ্গিক এগার পংক্তি গ্রহণ করেছি।

৪৭। দিওন্যুসস-এর ভাষণের প্রথম দশ পংক্তি নানা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

পৃঃ ৫৫। ৪৮। আরিস্তায়স—আউতনয়ের স্বামী।

রাজা অয়দিপউস

পৃঃ ৬২। ১। ভবিষ্যজ্ঞাপক ভস্মরাশি—থেবাই-নগরে ইসমেনস দেবতার বেদিতে আগুনের ভস্ম পরীক্ষা ক'রে পুরোহিতেরা জেনে নিতেন ভবিষ্যৎ।

২। নৃশংস গায়িকা—অর্ধনারী অর্ধসিংহী-দানবী স্ফিংস। অয়দিপউস থেবাই-নগরের দ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ঐ দানবী পথচারীদের ডেকে ডেকে প্রহেলিকার উত্তর জিজ্ঞাসা করছে : "এমন জন্তু আছে যে কখনও চার পায়ে, কখনও তিন পায়ে, কখনও দুপায়ে চলে। যত বেশি পা, তত বেশি দুর্বল। কী সে জন্তু?" উত্তর দিতে না পারলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটত। এমনিভাবে অনেক থেবীয়ই প্রাণ হারিয়েছে। অয়দিপউস উত্তর দিলেন :

"সে জন্তু মানুষ। শৈশবে চার পায়ে চলে, বড় হয়ে চলে দুপায়ে, বার্ধক্যে লাঠি নিয়ে তিন পায়ে।" উত্তর শুনে দানবী স্ফিংস আত্মহত্যা করল। মতান্তরে অয়দিপউসই দানবীকে হত্যা করেন।

পৃঃ ৬৬। ৩। পিথো—(গ্রীকে "পুথো") পার্নাসস পর্বতের পাদদেশে ফোকিস-এর এক অঞ্চলের নাম। এই অঞ্চলেই দেলফয়-শহরে আপল্লোন-এর বিখ্যাত মন্দির।

পৃঃ ৬৭। ৪। উজ্জ্বল আসন যার—থেবাই-নগরের হাটখোলায় আর্তেমিস-এর মন্দির ছিল।

পৃঃ ৬৮। ৫। আম্ফিত্রিতের বিশাল ভবন—অতলান্তিক মহাসাগর। থ্রাকীয় তরঙ্গমালা—কৃষ্ণসাগর।

পৃঃ ৭০। ৬। সফক্লেস এখানে রাজপরম্পরার পরিচয় দিচ্ছেন। থেবীয় রাজাদের আদিপুরুষ আগেনোর তুরস (টায়ার) এর রাজা ছিলেন। তার কন্যা এউরপার প্রেমে প'ড়ে জেউস তাঁকে ক্রেতায় নিয়ে যান। আগেনোর কন্যার অনুসন্ধানে তিন পুত্রকে প্রেরণ করেন। তাঁদের অন্যতম কাদমস। ভগিনীর কোনো সন্ধান করতে না পেরে তিনি উত্তর হেল্লাসে পৌঁছে থেবাই-নগর স্থাপিত করলেন। (দ্রঃ "বাকখাই", টীকা ১১)

পৃঃ ৮৭। ৭। ফোকিস—থেবাই-নগরের পশ্চিমে উত্তর হেল্লাস এর প্রদেশ।

পৃঃ ৯২। ৮। অহংতা—গ্রীকে "হুব্রিস"। এর সাধারণ অনুবাদ 'গর্ব' বা 'দম্ভ'। এখানে 'হুব্রিস'-এর অর্থ—দেবতাদের শাশ্বত বিধান অস্বীকার ক'রে মানুষ নিজের অহংকে চূড়ান্ত বিধান ব'লে মেনে নেয়। সুতরাং 'হুব্রিস' হল 'অহংতা'।

পৃঃ ৯৩। ৯। পৃথিবীনাভিতে স্থিত—নানা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির মতে দেবতারা যে স্থানে আত্ম-শক্তি প্রকাশ করেন, সেই স্থানটি পৃথিবীর কেন্দ্র বলে অভিহিত। প্রাচীন গ্রীসে এই স্থানটি আপল্লোন-এর দেলফায় মন্দির (দ্রঃ পংক্তি ৪৮১), প্রাচীন ভারতে মেরু-পর্বত।

১০। আবাই মন্দির—ফোকিসে আপল্লোন-এর মন্দির।

পৃঃ ৯৮। ১১। অয়দিপউস—"স্ফীতপদ"। রাজা পলুবস শিশুটির পা ফোলা দেখে তার নাম রাখলেন অয়দিপউস, অর্থাৎ "স্ফীতপদ"।

পৃঃ ১০৫। ১২। ইস্ত্রস—ডানিউব-নদীর প্রাচীন নাম।

১৩। ফাসিস—রিয়োন-নদীর প্রাচীন নাম।

কলোনসে অয়দিপউস

পৃ: ১২২।[১]। ভয়ঙ্করী দেবীরা—প্রতিহিংসা-দেবীরা। আইস্‌খুলস-এর "এউমেনিদেস" নাটকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে এঁরা বলেন: "আমরা রাত্রির দুঃখময় সন্তান" (৪১৬)।

২। এউমেনিদেস—অর্থাৎ প্রসন্নমনা দেবীরা। আইস্‌খুলস-এর ঐ নাটকে দেবী আথেনার সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রতিহিংসা-দেবীরা হিংসা ত্যাগ ক'রে শহরের মঙ্গলকামিনী হলেন।

পৃ: ১২৩। [৩]। পসাইদোন—ক্রনস-পুত্র এবং জেউস ও হাইদেস-এর ভ্রাতা। ক্রনস-এর পরাজয়েব পর তিন ভাই নিজেদের মধ্যে বিশ্ব ভাগ ক'রে নিলেন—জেউস পেলেন আকাশ, পসাইদোন সমুদ্র, হাইদেস পাতাল।

৪। প্রমেথেউস—মহাকায় দানব। আকাশ থেকে আগুন চুরি ক'রে এনে তিনি হলেন মানবজাতির সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। জেউস তাঁকে পেরেক দিয়ে পাহাড়ে গেঁথে রেখেছিলেন। দ্রঃ আইস্‌খুলস-এর "বন্দী প্রমেথেউস"।

৫। পিতল-সোপান দেহলি—এউমেনিদেস-কুঞ্জের নিকটবর্তী পাতাল-দেহলি, পিতল সোপানযুক্ত ঢালু পথ। দ্রঃ পংক্তি ১৫৯০।

৬। এটা পুরাণের কাহিনী নয়—ইলিয়াডে বীর কলোনস-এর উল্লেখ নেই এবং অয়দিপউস থেবাইয়ে সমাহিত হন। দ্রঃ ইলিয়াড, ২৩/৬৭৯।

৭। ঐ দেবতার—অর্থাৎ কলোনস-এর।

পৃ: ১২৪। [৮]। সুরায় অনাসক্ত দেবীরা—প্রতিহিংসা-দেবীদের উদ্দেশে সুরাতর্পণ নিষিদ্ধ ছিল। আইস্‌খুলস-এর "এউমেনিদেস" নাটকে ক্লুতেম্‌নেস্ত্রার প্রেত তাঁদের আবাহন ক'রে বলে "আমার নানা নৈবেদ্যের সুরভিতে কি তোমরা তৃপ্ত হও নি—সুরাহীন তর্পণ ও অনুত্তেজক মধুর অর্ঘ্যে?" (১০৬-১০৭)

পৃ: ১২৬। [৯]। মধুর ধারার সাথে মিশে জল—দ্রঃ টীকা ৮।

পৃ: ১২৭। [১০]। এ পংক্তির পর তিন পংক্তি খোয়া গেছে।

পৃ: ১৩৩। [১১]। এখানে বর্ণিত মিশরীয় প্রথাটি সম্ভবত হেরদতস থেকে গৃহীত। দ্রঃ "হিস্তরিয়া" ২/৩৫।

পৃ: ১৪১। [১২]। আইগেউস-পুত্র থেসেউস—ত্রইজেন-নগরে আইথ্রার গর্ভজাত। ত্রইজেন-এ বর্ধিত হয়ে তিনি আথেনাইয়ের দিকে যাত্রা করেন। পথে অনেক দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আথেনাইয়ে উপস্থিত হলে মেদেয়া তাঁকে বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আইগেউস তাঁকে চিনতে পেরে

ছেলের হাত থেকে বিষপাত্রটি কেড়ে নেন।

পৃ: ১৪৬। [১৩]। যমলদেবীর কিরীট—যমলদেবী দেমেতের (জ্যামাতা) ও তাঁর কন্যা করে বা পের্সেফনে।

[১৪]। কেফিসস—আথেনাইয়ের নিকটবর্তী নদী।

[১৫]। স্বর্ণরশ্মি আফ্রদিতে—এঁর রথ চড়াই, ঘুঘু বা রাজহংসদের দ্বারা বাহিত। তিনি হাতে নেন স্বর্ণরশ্মি।

[১৬]। পেলপ্‌স-এর মহাদ্বীপ—তান্তালস-এর পুত্র পেলপ্‌স। দক্ষিণ হেল্লাসে এসে তিনি দেশের নাম রাখলেন "পেলপন্নেসস"। দেশের নামান্তর "পেলপ্‌স-এর মহাদ্বীপ"।

[১৭]। ধূসরপল্লব জলপাইতরু—জলপাইতরু আথেনাইয়ের গর্ব। প্রথম জলপাইগাছটি দেবী আথেনার সৃষ্টি। খৃ: পূ: ৪৮০ সালে পার্শীরা সব জলপাইগাছ পুড়িয়ে দিলে গাছগুলি অলৌকিক ভাবে গজিয়ে উঠল। তাই তারা "স্বয়ংভূত"।

পৃ: ১৪৭। [১৮]। পসাইদোন—দ্রঃ টীকা ৩। তিনি অশ্বের স্রষ্টা।

পৃ: ১৫৫। [১৯]। আরেস-পর্বত—(গ্রীকে "আরেয়সপাগস")। আথেনাইয়ের ক্ষুদ্র পর্বত। আথেনা কর্তৃক স্থাপিত বিচার-পরিষদের অধিবেশন হত এই পাহাড়ে। তাই পরিষদের নান "আরেয়পাগস"।

পৃ: ১৫৯। [২০]। দুই দেবী—দেমেতের ও করে। দ্রঃ টীকা ১৩।

[২১]। এউমল্‌পিদে—এলেউসিস-মন্দিরের পুরোহিত।

[২২]। অইয়া-পর্বত—আথেনাইয়ের উত্তরে পবতবিশেষ।

পৃ: ১৬১। [২৩]। আপীয় দেশ—পেলপন্নেসস।

[২৪]। পার্থেনপায়স—"কুমারীমুখ পুরুষ"। আতালান্তার পুত্র। কুমারী আতালান্তা দৌড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি পণ করেছিলেন, যে-পুরুষ দৌড়ে তাঁকে পরাজিত করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। হেরে গেলে কিন্তু তাকে মরতে হবে। এ কারণে তিনি দীর্ঘ দিন কুমারী ছিলেন। হিপ্পমেনেস আফ্রদিতের পরামর্শ চেয়ে তাঁর কাছ থেকে তিনটে সোনার আপেল পেলেন। দৌড়ের সময় তিনি আতালান্তার সামনে সেগুলো ছুঁড়ে দিলেন। আতালান্তা আপেলগুলো কুড়োতে গিয়ে বিলম্বের জন্য পরাজিত হলেন। তিনি হিপ্পমেনেসকে বিয়ে করলেন। তাঁদেরই পুত্র পার্থেনপায়স।

পৃ: ১৭৭। [২৫]। পৃথ্বীজ থেবীয়েরা—দ্রঃ "বাক্‌খাই", টীকা ১১।

২৬ হের্মেস ও প্রেত-রানী দেবী—পাতাল-পথে প্রেতের পরিচালক হের্মেস। প্রেত-রানী দেবী পের্সেফনে।

২৭। অদৃশ্য দেবী—পের্সেফনে। আইদোনেউস—হাইদেস-এর নামান্তর।

পৃঃ ১৭৮। ২৮। স্তিক্স-নিকেতন—পাতাল।

২৯। মহাকায় দানব—পাতাল-প্রহরী ত্রিশিরা কুকুর কের্বেরস!

পৃঃ ১৭৯। ৩০। দেহলি—দ্রঃ টীকা ৫।

৩১। থেসেউস ও পেরিথউস-এর চুক্তি—পেরিথউস পের্সেফনের প্রেমে পড়েছিলেন। থেসেউস কথা দিয়েছিলেন, পাতাল থেকে পের্সেফনেকে নিয়ে আসতে পেরিথউসকে তিনি সাহায্য করবেন। দ্রঃ "ঈনীড", ষষ্ঠ সর্গ, টিপ্পনী ৩ ও ৬।

৩২। থরিকীয় পাহাড়, ফাঁপা নাশপাতিগাছ, শৈল সমাধি—কলোনস্ সফক্লেস-এর জন্মস্থান। উপরিউক্ত তিনটির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় জায়গাটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওগুলির সম্বন্ধে আজ কিছু বলা যায় না।

৩৩। দেমেতের-পাহাড়ে—ওখানে ছিল দেমেতের-এর মন্দির।

পৃঃ ১৮৩। ৩৪। এখানে এক পংক্তি খোয়া গেছে।

পৃঃ ১৮৫। ৩৫। সর্বদর্শী অনুচর—হর্কস (মূর্তিমান শপথ) জেউসে-এর অনুচর। তিনি প্রত্যেক শপথের সাক্ষী এবং শপথভঙ্গকারীর শাস্তিদাতা।

———